২৫শে ডিসেম্বর, ২০২২

মঙ্গলবাণী ঘোষণায় বড়দিন

বড়দিন উৎসবে আমাদের সকল চিন্তা ও ধ্যানের লক্ষ্য ও কেন্দ্র হচ্ছে বেথলেহেমের সেই গোশালা ঘরের দৃশ্যটি। বড়দিনের সময় এই গোশালা ঘরটি নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা করি, কথা বলি ও তা সাজানোর কাজে ব্যস্ত থাকি। অথচ গোশালা ঘরটি কিন্তু নির্বাক, কোন কথা বলে না। গোশালা ঘরে আমরা দেখি শিশু যীশু, তার মা মারীয়া এবং তার পিতা যোসেফকে। তারা কেউ-ই কথা বলছে না। সবকিছু ঘটছে, কিন্তু নীরবে। এমন কি রাখালেরা যখন মারীয়া, যোসেফ ও তাদের শিশুটিকে দেখতে গেল তখনও তাদের মুখে কোন কথা নেই; আলাপ আলোচনা, আবেগ-অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার কোন উল্লেখ সুসমাচারে নেই।

গোশালা ঘরের দৃশ্যটি এমনই যে, সবকিছু ঘটছে, সবকিছু পরিবেশিত হচ্ছে, কিন্তু নির্বাক পরিবেশ। লূক লিখিত মঙ্গলসমাচারে তিনবার এই ঘটনাটিকে গ্রীক ভাষায় "বাক্য" বা "বাণী" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে যে, রাখালেরা পরস্পরকে বলতে লাগল, "চল, আমরা এখন বেথলেহেমে যাই, সেখানে যা কিছু "ঘটেছে" (বাণী) বলে প্রভু আমাদের জানিয়েছেন তা একবার দেখে আসি"(লূক ২:১৫)। রাখালেরা আবার ফিরে গিয়ে "তার সম্বন্ধে যাকিছু শুনেছে, সেই সব "ঘটনা" (বাণী) অন্যের কাছে ব্যক্ত করল"(২:২০)। লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, রাখালেরা কী দেখল সে সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কী "ঘটেছে"(বাণী) সে সম্পর্কে তারা কথা বলছে। তাছাড়া আরও বলা হয়েছে যে, "যা কিছু ঘটেছে মারীয়া সবকিছু (বাণী) নিজের অন্তরে গেঁথে রাখলেন"(২:১৯)।

তাই আমরা বলতে পারি যে, যীশুর জন্মঘটনা একটি "বাণী", একটি সংবাদ রূপে আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে, যে "বাণী", আমরা দেখতে পারি, আমরা বলতে পারি, আমরা ঘোষণা করতে পারি; এবং যে বাণী আমরা ধ্যানে অন্তরে গভীরে ধরে রাখতে পারি।

বড়দিন আমাদের জন্য একটি বাণী; বড়দিন এমন একটি ঘটনা যা কথা বলে, একটা বাস্তবতা যা অতি সত্য ও অর্থপূর্ণ। বড়দিন অতীতের শুধু একটা ঘটনা নয় যা আমরা স্মরণ করি এবং যার ফলে আমাদের মধ্যে জাগে নানা অনুভূতি। বড়দিন আজ আমাদের কাছে কথা বলে।

বড়দিন আমাদের জন্য ঈশ্বরের একটি বাণী। রাখালদের কাছে যেমন, মারীয়া ও যোসেফের কাছে যেমন, আমাদের কাছেও তেমনি বড়দিন একটি বক্তব্য। রাখালদের মত আমরাও রাতের নীরবতায় বড়দিনকে একটা ঘটনা হিসাবে পেতে চাই; মারীয়ার মত আমরাও শিশুর জন্মে আনন্দ অনুভব করতে চাই; যোসেফের মত আমরাও হয়তো একটি ঘরের সন্ধান করে যাচ্ছি, কিন্তু নতুন পরিবাররূপে জীবনযাপন করার জন্য সেই মতো ঘরের সন্ধান পাচ্ছি না।

বড়দিনের বাণী অর্থ তাৎক্ষণিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কারণ বড়দিন মাত্র সূচনা। যীশুর গোটা জীবনের আলোয় শুধু বড়দিনের মর্মসত্য স্পষ্ট হতে পারে। যীশুর জন্ম এমনই একজনের জন্ম যার জীবনযাত্রা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সমস্ত মানুষের কাছে মুক্তিদায়ী বাণী ঘোষণা করে, মানুষের নিকট ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের রায়। আজ যে নবজাত শিশু কাঁদছে, অবাক হয়ে সবকিছু দেখছে, আর পরক্ষণেই হাসছে, সে শিশুটি জগতের শুরুতে পরমেশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। তাতেই আমরা সবাই ঈশ্বরের ভালবাসা পাই, পাপের ক্ষমা লাভ করি, তার আপনজন বলে স্বীকৃতি পাই এবং অন্তরে উপলব্ধি জীবনের নবীনতা।

অসুস্থদের প্রতি যীশুর দয়া, দরিদ্রদের প্রতি তাঁর মনোযোগ, পরিত্যাক্ত, পাপী ও ভিনধর্মী লোকদের সাথে তাঁর মধুর সম্পর্ক, শিষ্যদের ভালবাসার কারণে জীবন সমর্পণে তার উদারতা এই মহান বাণীই ঘোষণা করছে যে, মানুষের সকল আশা-ভরসা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, সংশয়-ভীতিই তার আগামী দিনের একমাত্র সম্বল নয়। যীশুর জন্মে এই বাণী পরিবেশিত হচ্ছে; নিঃসঙ্গতা, হতাশা ও মৃত্যু তারাই জয় করতে পারে যারা এই শিশুটিকে স্বাগত জানায়, যারা রাখালদের মত এই বাণীটি গ্রহন করে নেয়, যারা এই শুভ সংবাদ আনন্দের সাথে বারবার অন্যদের নিকট জানাতে পারে। বড়দিনের সময় মানুষের কাছে ঈশ্বরের সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে প্রেমের বাণী; মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা পেয়েছে, তারা স্বাধীন, তারা মঙ্গলের পথে আবার পা বাড়াতে পারে, শিশুযীশুকে সাথে করে নতুন জীবন আবার শুরু করতে পারে, ছোট শিশুদের মত হতে পারে, জীবনের অভিজ্ঞতাকে সুন্দর ও মধুর করতে পারে, এবং দেশ ও সমাজ গঠনকাজে আবার নামতে পারে।

বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ে মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি আশার বাণী। বড়দিনের সকল উপহারের পেছনে এটাই বড় সত্য। আমাদের সকল খিটখিটে মেজাজ, ঝগড়া-বিবাদ, ছোটখাট বিষয়ে আমাদের মধ্যে সৃষ্ট সকল বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে আছে সংলাপ করার, অন্যকে বুঝার, ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসা দেওয়ার একটা বাসনা। আমাদের জীবনে এই শিশুটির প্রবেশ আমাদের জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন যে, আমাদের জন্য জীবনলাভের উদ্দেশে যাত্রাপথের দরজা খুলে গেছে।

অতএব রাখালদের সাথে এক হয়ে আমরা বলতে পারি: আমরা সরাসরি নিজেরাই এই বাণীটিকে (ঘটনা) দেখতে চাই। এই শিশুটি সম্পর্কে যা আমরা

দেখেছি এবং শুনেছি তা আমরাও অন্যকে দেখাতে ও শোনাতে চাই। মারীয়ার মত আমরাও সেই সবকিছু অন্তরে গেঁথে ধ্যান করতে চাই যেন এই ঘটনাটি ক্ষণকালীণ আবেগ-অনুভূতির পরিতৃপ্তির মধ্যে সীমিত না থাকে, বরং জ্বলন্ত শিখার ন্যায় আগামী দিনগুলোতে আনন্দ, মুক্তি ও শান্তির প্রতিশ্রধবতি হয়ে আমাদের মাঝে বাস করে।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রধবতি মুক্তিদাতা যীশু আমাদের জীবন ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন, আমাদের মানব অবস্থা আপন করে নিয়ে আমাদেরকে তাঁর ঐশজীবন ও অনুগ্রহের অংশী করেছেন। এটাই তো আমাদের জন্য মঙ্গলসংবাদ। খ্রিষ্টমণ্ডলী ঈশ্বরপ্রীত সকল মানু ষের কাছে এই মঙ্গলসংবাদ পরিবেশন করছে। বড়দিন পার্বণটি আদিমণ্ডলীর পার্বণগুলোর মধ্যে অনেক দেরীতে স্থান পেয়েছে। তার কারণে মণ্ডলী খ্রিস্ট দ্বারা আনীত মুক্তি ও পরিত্রাণের রহস্য প্রথমে বুঝতে ও জীবনে অনুভব করতে চেষ্টা করেছে। মণ্ডলী প্রথমবার পুনরধবত্থানেই যীশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতারূপে উপলব্ধি করেছে। পুনরধবত্থানের পরেই মণ্ডলী তার চিন্তা ও ধ্যান প্রসারিত করেছে যীশুর জীবনের আদিতে যেখানে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। মণ্ডলী এভাবে যীশুর জন্ম ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করেছে ঈশ্বরের অভিষিক্তজন যিনি আমাদের মুক্তি। মণ্ডলী আবিষ্কার করেছে গোশালা ঘরের গামলায় মুক্তির মুক্তো এবং বড়দিনের ছায়ায় মুক্তির উজ্জ্বল মনি।

প্রভু যীশুর জন্মকে অতি নম্রভাবে দেখতে হবে। যীশুর জন্মটাকে নিয়ে বেশী তোরজোর করলে, সেটাকে বেশী জোরেসোরে নাড়াচাড়া করলে আসল অর্থটা বেড়িয়ে আসতে বাধা পায়। শিশুটিকে পুতুল করে হাতের মু ঠোয় যেন ধরে না রাখি। শিশুটিকে একটু কথা বলতে দিই। আমাদের নিজস্ব চিন্তভাবনা ও অন্য সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁকে রাখি, শিশুটি আমাদের কাছে কথা বলুক, শিশুটিকে আমাদের কাছে আসতে দিই–তিনি যে ঊর্ধ্বলোক থেকে এসেছেন, তিনি প্রভু তিনি মুক্তিদাতা।

ঈশ্বরপু ত্রের জন্মে খ্রিস্টমণ্ডলী খুবই আনন্দিত। যীশুর আগমনের প্রভাব মণ্ডলী অনুভব করছে। তাই মণ্ডলী যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ প্রকাশ করছে। নতুন শিশুর জন্মে মা যেমন, নতুন বোনের জন্মে ভাই যেমন, কনে যেমন বরের জন্য আনন্দ করে, তেমনি মণ্ডলীও খ্রিস্টজন্মের আনন্দে আনন্দিত কেননা যীশু মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা দিতে আসেন।

প্রভু আমাদের প্রত্যেকের অতি কাছে রয়েছেন। তিনি তার হাত প্রসারিত করে আমাদেরকে কাছে টেনে নিয়ে যেন বলছেন: "আমি তোমার জন্য, তোমার জীবনের জন্যে এখানে এসেছি। আমি আছি তোমার কাছে আমার হাত বাড়িয়ে দিতে, তোমাকে সাহায্য করতে, কেননা আমি চাই তুমি সুখী হও।" যীশুর এই উপস্থিতি আমরা আমাদের প্রাণঢালা ভালবাসা ও অন্তরভরা বিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ করি।

বড়দিন ঈশ্বরের বাণী, আমাদের জন্য মঙ্গলবাণী। বড়দিন এই মঙ্গলবাণী ঘোষণা করছে। আমরা তাই বড়দিনের বাণী শুনি ও অন্তরে গেঁথে রেখে ধ্যান করি যাতে মঙ্গলবাণী পরিবেশনায় নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে পারি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
বড়দিনের কথিকা - ২০২২

২০ ডিসেম্বর, ২০২২

শুভেচ্ছা বাণী

সেন্ট আলফ্রেড স্কুল এবং কলেজের ৯০ দশকের পূর্তি-স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকায় কিছু স্মরণীয় স্মৃতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্মরিয়ে দেবার সু যোগ পেয়ে আমার অন্তর সানন্দে আনন্দিত।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করে মাতৃসম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি থেকে আমি যখন আরও "হওয়া"র সাধনায় বেরিয়ে গেলাম তখন থেকেই "পাওয়া"র কৃতজ্ঞতায় বার বার "ফিরে" আসার তাগিদ অনুভব করেছি। "হওয়া"র সাধনায় আজ স্মরণ হয় স্কুলজীবনে "পাওয়া"র মূলবিষয়গুলো: মানু ষের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও অন্য ধর্মের মানু ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও মিলনবোধ এবং শিক্ষকদের প্রতি গুরধবভক্তি; শিক্ষার্থী হিসেবে সর্বাঙ্গিণ গঠন – দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক জীবনে গঠন; সৃষ্টি ও পরিবেশের প্রতি সম্মান এবং কৃষিকাজ ও কৃষিজীবনের প্রতি অনুরাগ; খেলাধুলা, সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চা, নাটক মঞ্চায়নে অংশগ্রহণ; আরও পেয়েছি অনেক মূল্যবোধের শিক্ষা ও অনুশীলন: নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সংযমবোধ, সমবায়, সততা ও সংবেদশীলতা; আর পেয়েছি যারা দুর্বল, ছোট, ক্ষুদ্র,

দরিদ্র, অসমর্থ – তাদের প্রতি ভালবাসা ও সেবার মনোভাব।

অতএব আজ, নব্বই বছরের পূর্তিতে আমি আবেদন জানাই যেন এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে যারা শিক্ষা ও গঠন "পাওয়া"র উদ্দেশ্যে আসবে তাদের নিকট "দেওয়া"র একটা বড়ো ভাবনা নিশ্চিত থাকে। এই ভাবনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভালবাসা যার মধ্যে আছে "দেওয়া" এবং "পাওয়া" দ টা প্রক্রিয়া; "ভালবাসা থেকে পাওয়া ও ভালবাসা থেকে দেওয়া" শিক্ষার দ টা গতি; প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সন্ধানে শিক্ষা দেওয়া; মানব-ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার এবং মানবিক ভ্রাতৃত্বে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া; মানু ষের সঙ্গে মানু ষের সম্পর্ক আরও গভীরতা অর্জনের জন্য শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষকের আহ্বান হচ্ছে ভালবাসায় সে প্রথম থাকবে ও প্রথম হবে। "শিক্ষাকে ভালবাসা" আর "ভালবাসতে শিক্ষা পাওয়া ও শিক্ষা নেওয়া" – এই দ টার মধ্যে একটা গভীর মিলনবন্ধন সৃষ্টি করা। এটাই হবে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য "শিক্ষা-পদ্ধতি"।

এই স্মরণীয় বর্ষে আমি সেন্ট আলফ্রেড স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষসহ সকল শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষার্থী, কর্মচারী ও গভর্নিং বডিকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সুন্দ র ও সফল হোক। ভবিষ্যতের সেবাদান আরও ফলপ্রসূ ও সার্থক হোক। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য পরম করধবণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রেজারিও, সিএসসি.
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩রা ডিসেম্বর, ২০২২

পবিত্র আত্মায় অবধারণ করা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

॥ ১ ॥ অবধারণ করার অর্থ কী?

ভূমিকাঃ
শাব্দিক অর্থ: ধারণা লাভ করা, জানা, বুঝতে পারা।
ধর্মীয়/আধ্যাত্মিক অর্থে: পবিত্র আত্মার শক্তিতে ধারণা লাভ করা, জানা ও বুঝা।
পবিত্র আত্মা একটি শক্তি, আত্মিক গুণ - যার দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিকভাবে জানি ও ধারণা লাভ করি।

(১) অবধারণ করা বিষয়টি কেন বেছে নিলাম?

মণ্ডলীতে বর্তমান আলোচনার বিষয়: ***সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী;*** একসঙ্গে পথচলা, একসঙ্গে যাত্রা; সমবেতভাবে চলা, একা একা চলা নয়:

মণ্ডলীতে সবাই খ্রিষ্টবিশ্বাসী ও মিশনারি (ভক্তজনগণ ও বিশপ/যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী): দীক্ষাস্নান/হস্তার্পণের ফলে তারা

সবাই যীশুর জীবন ও তাঁর মিশন সম্পন্ন করতে আহূত ও প্রেরিত। তারা সবাই একসঙ্গে পথ চলবে।

যীশুর শিষ্যসমাজের প্রধান পরিচালক কে? পবিত্র আত্মা; আত্মা যীশুর জীবন ও মিশন/দায়িত্ব পালনের দিকে পরিচালনা দান করেন।

কীভাবে জানি যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন? কীভাবে তার নির্দেশনা জানব?
আহ্বান: পবিত্র আত্মা কী বলছেন? পবিত্র আত্মার আহ্বান শোনা।
শ্রবণ: পবিত্র আত্মা কী বলছেন? পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কী তা শ্রবণ করা।
মাণ্ডলিক পর্যায়: স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধান, অর্থাৎ বিশপের দায়িত্বে পবিত্র আত্মা কী বলছেন তা অবধারণ করা: বাংলাদেশের বিশপ, এশিয়া মহাদেশের বিশপ, বিশ্বজনীন বিশপগণ পবিত্র আত্মার ইচ্ছা সমবেতভাবে শোনা।
সামাজিক পর্যায়: সংঘ-সমিতি-সংগঠন, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান, যেকোনো সামাজিক দল পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনবে।
গৃহ-মণ্ডলী পর্যায়: ব্যক্তি ও পরিবার: খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন ও মিশনদায়িত্ব পালন করার জন্য পবিত্র আত্মা আমার কাছে কী বলছেন, তা কী করে জানব? তার কথা কী করে শ্রবণ করব?

(২) অবধারণ করা সবার জন্য খুবই গুরধবত্বপূর্ণ বিষয়

জীবনে অনেক কিছু বেছে নিতে হয়; সিদ্ধান্ত নিতে হয়; কোন সিদ্ধান্ত নেব তা জানা/অবধারণ করা: খাদ্য, পোশাক, পড়াশুনার বিষয়, পেশা/চাকরি, সম্পর্ক, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও বাস্তব/প্রাসঙ্গিক হয়।

(৩) মঙ্গলসমাচার: মথি ১৩:৪৪-৪৮

"স্বর্গরাজ্য... জমিতে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনেরই মতো। একটি লোক তা খুঁ জে পেয়ে সেখানেই আবার তা লুকিয়ে রাখল; তারপর মনের আনন্দে গিয়ে, তার যা-কিছু ছিল, সমস্তই বেচে দিয়ে সেই জমিটা কিনে ফেলল।"
"স্বর্গরাজ্য... যেন একজন বনিক দামি মুক্তো ার খোঁ জে ঘু রে বেড়াচ্ছিল; সেই বনিক একটি মহামূল্য মুক্তো ার খোঁজ পেতে না পেতেই সোজা গিয়ে, তার যা-কিছু ছিল, সমস্তই বেচে দিয়ে মুক্তো াটি কিনে ফেলল।"

"স্বর্গরাজ্য... যেন একটি জাল সমুদ্রে ফেলা হল আর তাতে সবরকমের মাছ ধরা পড়ল। জালটি ভর্তি হলে জেলেরা তা ডাঙায় টেনে তুলল আর সেখানে বসে ভাল মাছগুলো বেছে বেছে ঝুড়িতে রাখল আর বাজে মাছগুলো ফেলে দিল। জগতের সেই অন্তিমকালেও ঠিক তেমনটি ঘটবে।"

(৪) মঙ্গলসমাচারের উপমার আলোকে অবধারণ

মঙ্গলসমাচারে যীশু বাস্তব জীবনের কয়েকটি উপমার মাধ্যমে অবধারণ করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন, যেমন: জেলেকে বেছে নিতে হচ্ছে ভাল ও বাজে মাছ কোনগুলো; বনিক অনেক মুক্তো ার মধ্যে কোন মুক্তো াটা মূল্যবান; জমি চাষ করতে গিয়ে একটা গুপ্তধন পেল।

এই উপমাগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় গুরধবত্বপূর্ণ: **বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা** ও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার **সদিচ্ছা।**

আমাদেরকে এমন অপ্রত্যাশিত ও অপরিকল্পিত অবস্থায় পড়তে হয় যেখানে গুরধবত্ব অনুসারে জরধবরীভাবে ***সিদ্ধান্ত নিতে হয়।*** প্রত্যেককে নিজের জন্য নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক সময়ে অন্যের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা তারই হতে হবে। বললে ঠিক হবে না: আমার স্বামী/স্ত্রী বা আমার ভাই... সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাকেই

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই যদি হয় তা হলে, ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে তা জানতে হবে/অবধারণ করতে হবে ।

মঙ্গলসমাচারের মধ্যে অবধারণের সাথে আরেকটি গুরধবত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হল: **আনন্দ**। এমন আনন্দ যা জগত দিতে পারে না: বিশেষ আনন্দ যা আসে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের কারণে। উদাহরণ: তিন পণ্ডিতের আনন্দ (মথি ২:১০), পুনরধবত্থানের কথা শোনার পর সেই নারীর আনন্দ (মথি ২৮:৮); এ যেন প্রভুকে পাওয়ার আনন্দ। ভাল সিদ্ধান্ত, যথার্থ সিদ্ধান্ত আনন্দ দান করে, সিদ্ধান্তে আনন্দ অনুভব হয় (সংঘে প্রবেশ)।

নিরব ধ্যান: *বন্ধু যীশু সংঘে প্রবেশ করার জন্য তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি? সিদ্ধান্তের সময় কী বিবেচনা করেছো? হয়তো প্রথম দিকে চিন্তা করতে হয়েছে, খুঁজতে হয়েছে, হয়তো ইতস্ততাও উপলব্দি করেছো। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তুমি কী আনন্দ উপলব্ধি করছ? সংঘে প্রবেশ করে তুমি কী আনন্দ অনুভব করছো? প্রভুর সাথে তোমার কী যোগাযোগ হয়েছে?*

(৫) সর্বোপরি ঈশ্বরই অবধারণ করেন:

ঈশ্বরের রাজ্য সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়: উদাহরণ: কৃষক, জেলে, বনিক – তারা সবাই কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের মানুষ; তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে – ঐশরাজ্যে থাকবে বা থাকবে না। তাকে তা অবধারণ করতেই হবে।

অনেক সময় অনেক বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এমন সব কারণে যা মুখ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ: যীশুর সাথে আন্দ্রিয় ও যোহনের প্রথম পরিচয়; পথে চলার সময় সাধারণ একটি প্রশ্ন: *"রাব্বি (অর্থাৎ, গুরধবদেব) আপনি কোথায় থাকেন?"* --- যীশু বললেন: *"এসো, দেখে যাও"* (যোহন ১:৩৮-৩৯)।

যীশুর কথা খুবই সংক্ষিপ্ত, অথচ বিরাট ও দীর্ঘজীবনে জন্য এক শুভ সূচনা; ধাপে ধাপে শিষ্যদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করবে। ***যীশুর সাথে এমন একটি সাক্ষাৎ*** যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখবে, এমনকি স্মরণও করবে যে, *"তখন ছিল বিকেল চারটে"* (পদ ৩৯)। এমন একটি সময় যখন তার ইহ জীবনকাল ও অনন্তকাল মিলিত হয়েছে; যথার্থ সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছা মিলে যায়। অবধারণের পরে যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়া সে তো কাল ও অনন্তের মধ্যে সাক্ষাৎ।

অতএব অবধারণ করার মধ্যে থাকবে: বিষয়টি জানা, অভিজ্ঞতা, হৃদয়ের টান, ইচ্ছা বা বাসনা।
নিরব ধ্যান: *ঈশ্বরের ইচ্ছা যে কী তা কীভাবে জানি? ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছা মিলে গেছে বলে আমার কোন অভিজ্ঞতা আছে? কোন সময় মনে হয়েছে যে, ঈশ্বর আমার কাছ থেকে এটাই চান;া হৃদয়ের মধ্যে একটা টান অনুভব করি? আমি কী ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার বাসনা করি?*

(৬) অবধারণ করা কষ্টকর সাধনা:

জীবন কীভাবে চলবে বাইবেল তা পূর্ব থেকেই বলে দেয় না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে অনবরত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঈশ্বর চান যেন আমরা মূল্যায়ন করি এবং বেছে নিই: তিনি আমাদেরকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন আর আমরা যেন আমাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করি। এ কারণে অবধারণ করা চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ।

আমাদের অভিজ্ঞতা: ভাল বলে বেছে নিয়েছি কিন্তু ভাল ছিল না। কোনটা ভাল তা জানলেও ভালোর পক্ষে সিদ্ধান্ত নিই নি। বাইবেলে তা দেখি। ঈশ্বর পরিষ্কার করে বললেন: যদি তোমরা বেচে থাকতে চাও, জীবনে আনন্দ পেতে

চাও, স্মরণে রেখো যে, তোমরা সৃষ্টি, তোমরা ভাল বা মন্দের মাপকাঠি নও; এবং যে সিদ্ধান্ত নেবে তার ফলে তোমাকে, মানুষকে ও জগতকে তার ফল ভোগ করতে হবে (দ্রঃ আদি ২:১৬-১৭)। তুমি সুন্দ র উদ্যান করতে পার, নতুবা তুমি মৃত্যুর মরধবপ্রান্তর সৃষ্টি করতে পার।

মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে: ঈশ্বর ও মানুে ষর মধ্যে প্রথম সংলাপ। সংলাপটি কী? প্রভু প্রদান করেন মিশন: তুমি এটা কর বা ওটা করা। মানুষকে প্রত্যেক পদে পদে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অবধারণ করতে হবে। অবধারণ হচ্ছে সিদ্ধান্তের আগে মনের ও হৃদয়ের বাসনা কী তা জানতে হবে।

নিরব ধ্যান: *কোন একটি বিষয়ে যীশু (বাইবেল) কী বলে আর তুমি কী বল? তোমার মধ্যে কী বৈপরিত্য আছে? কোন ক্ষেত্রে? সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে যীশুর কথা মনে পড়ে? সিদ্ধান্তের সময় যীশুর সাথে কথা হয়? সংলাপ হয়? তোমার স্বাধীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যাবহার করেছো? ঈশ্বরের বিপক্ষে ব্যবহার হয়ে থাকে?*

(৭) অবধারণ ক্লান্তিকর কিন্তু জীবনের জন্য অপরিহার্য।

অবধারণের জন্য আমার নিজেকে নিজে চিনতে হবে, আমার জন্য এখানে এখন কী ভাল তা জানতে হবে। সবচাইতে বড়ো যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ঈশ্বর ও আমার মধ্যে সন্তানসুলভ সম্পর্ক। ঈশ্বর পিতা, আমাকে একা রাখেন না, আমাদের সুপরামর্শ তিনি দান করেন, উৎসাহিত করেন এবং আমাদেরকে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কোনো সময় তাঁর ইচ্ছা আমার ওপর চাপিয়ে দেন না। কেন? কারণ তিনি চান যেন আমরা তাঁ কে ভালবাসি, তাঁকে যেন ভয় না করি। তিনি চান যেন আমরা তার সন্তান হই, দাস না হই: স্বাধীন সন্তান। ভালবাসায় জীবনযাপন স্বাধীনতাতেই সম্ভব। জীবনযাপন শিখতে হলে ভালবাসাকে জানতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন অবধারণ: আমি এখন কী করতে পারি? উভয় সংকটে আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমার সিদ্ধান্ত যেন ভালবাসার নিদর্শন হয়ে ওঠে।

বন্ধু যীশু সংঘের সদস্য হিসেবে আমাদের আহ্বান হচ্ছে: "খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের মর্যাদা অনুসারে, আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে, আমার পেশা ও সেবাকাজে, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক জীবনে খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা"র জন্য পবিত্র আত্মা আমার কাছে কী বলেন? বন্ধু যীশু সংঘের সদস্য হিসেবে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর কথা বা ইচ্ছা কী তা অবধারণ করা। এটাই হবে প্রতিদিনকার সাধনা।

নতুন খেলোয়ার বা একজন ড্রাইভারকে প্রথম দিকে অনেক খুটিনাটি বিষয়ে শিখতে হয়। ধাপে ধাপে শিখতে হয়। কিন্তু একবার খেলোয়াড় বা ড্রাইভার হয়ে গেলে, তার খেলা বা কাজটা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যায়, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তা করা হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক ও খ্রিষ্টীয় জীবনটাও ঠিক সেই রূপ। পবিত্র আত্মার ইচ্ছা শোনার চর্চা যখন হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে, সাধারণ জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ, পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারেই হয়ে যায়; সিদ্ধান্তের পরে শান্তি ও আনন্দই অনুভব হয়।

পবিত্র আত্মা যেন আমাদেরকে পরিচালনা করেন তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। এসো, প্রতিদিন তাঁকে ডাকি, বিশেষভাবে যখনই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই।

নিরব ধ্যান: *ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্ক কীরূপ? পিতা-সন্তানসুলভ, যীশুর সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক? কোন্ কোন্ সময়, কোন্ কোন্ মুহূ র্তে ও কোন্ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূ র্বে পবিত্র আত্মাকে ডাকা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা আমার প্রয়োজন বলে মনে করি? পবিত্র আত্মা যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে তা কীভাবে উপলব্ধি করব? আমার মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি।*

আজকের ধ্যানের বিষয়টা থেকে কোন বিষয়টি বেশী ভাল লেগেছে? আমাকের স্পর্শ করেছে? কী বা কোন্ সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে অনু প্রেরণা দিচ্ছে?

বন্ধু যীশু সংঘের আগমনকালীন ধ্যানসভা,

২৫/১১/২০২২

কাথলিক মণ্ডলীতে শিক্ষাদানের সেবাকর্ম

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

(১) কাথলিক মণ্ডলীর মূল মিশন: "মঙ্গলসমাচার ঘোষণা কর" (মথি ১০:৭-৮; মার্ক ১৬:১৫)

> "মঙ্গলসমাচার ঘোষণা কর" – এটাই হচ্ছে মণ্ডলীর মিশনের জন্য যিশুর প্রধান আদেশবাণী।
> কাথলিক মণ্ডলী যা-কিছু বলে, যাকিছু করে তার সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী তার দায়িত্ব পালন করে।

(২) মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার জন্য কাথলিক মণ্ডলী কী করে?

(ক) মানু ষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে একাত্ম হয়, (খ) দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে, (গ) প্রয়োজনে মানু ষের মাঝে নেমে এসে তাদের জীবন বাস্তবতার সাথে একাত্ম হয়, (ঘ) অপরের মধ্যে যিশুর যন্ত্রণাময় দেহকে স্পর্শ করে। (কাউন্সিলিং-এর মধ্যে উক্ত বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে)

(৩) কাথলিক মণ্ডলীর ভক্তবিশ্বাসী/সদস্য কারা ?

> দীক্ষাপ্রাপ্ত সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী: ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী নারী-পুরধবষ ও যাজক/বিশপ
> কাথলিক মণ্ডলী "মিলন-সমাজ": পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে মিলন;
বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন-সমাজ;
> একসঙ্গে পথচলা, সহযাত্রী; যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত (শিষ্যচরিত ২:৪২)।
> যারা সন্ন্যাসব্রতী ও অভিষিক্ত সেবাকর্মী তারাই শুধু মিশনারি নয়। প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী দীক্ষাস্নানের গুণে একজন মিশনারি; "যখন সে যীশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করে"।

(৪) কাথলির মণ্ডলীর শিক্ষার সেবাকর্ম

শিক্ষার মূল লক্ষ্য: (ক) খ্রিষ্টীয় নৃতাত্ত্বিক ভাব ধারায়,
(খ) মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন করা,
(গ) যাতে খ্রিষ্টীয় শিষ্যত্বে গঠনের জন্য অবদান রাখতে পারে।

(ক) খ্রিষ্টীয় নৃতাত্ত্বিক দর্শন: মানবব্যক্তি কে?

সত্তা-বিশিষ্ট সংজ্ঞা: যে প্রাণীর যুক্তিসত্তা আছে: বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট প্রাণী;
শিক্ষা হচ্ছে: বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সাধন করা; মন ও হৃদয়ের গঠন করা;
জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

সম্পর্ক-বিশিষ্ট সংজ্ঞা: সম্পর্ক-বিশিষ্ট প্রাণী; মানবব্যক্তি হচ্ছে সম্পর্ক-বিশিষ্ট সত্তা।
শিক্ষা হচ্ছে: সম্পর্কময় সত্তার বিকাশ সাধন করা এবং সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ অর্জন ও বিকাশ সাধন
ক) অপর ব্যক্তির সাথে সম্পর্কময় সত্তা : সম্পর্ক থেকে ব্যক্তিক মূল্যবোধের উৎপত্তি
খ) অপর দলের সাথে সম্পর্কময় সত্তা : সম্পর্ক থেকে সামাজিক মুল্যবোধের উৎপত্তি
গ) জগৎ-প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় সত্তা: সম্পর্ক থেকে পরিবেশগত মূল্যবোধের উৎপত্তি
ঘ) "পরম"এর সাথে সম্পর্কময় সত্তা: সম্পর্ক থেকে আত্মিক/আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উৎপত্তি।

(খ) মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন: মূল্যবোধ-শিক্ষাদানের সেবাকর্ম ঃ মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা
আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে যাকিছু অশুভ দেখছি, তার মূল কারণ হচ্ছে মানবিক মুল্যবোধ শিক্ষা ও চর্চার অভাব ও ঘাটতি।

প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানবব্যক্তির সামগ্রিক দিক, অর্থাৎ: ব্যক্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, আচরণিক, সামাজিক, প্রকৃতি-পরিবেশিক, কৃষ্টিক ও রধবচিসম্পন্ন, প্রভৃতি দিকসম হ, কী কী মূল্যবোধ শিক্ষা নিতে ও দিতে হবে তা শিক্ষা দেওয়া।

মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা কীভাবে আরও ভাল মানুষ হতে হয়, তা যেন তারা নিজেরা জানবে এবং তারা এমন সমাজ গঠন করবে যেখানে থাকবে: সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, "পরম"এর প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক বন্ধুত্ব।

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়: "আমাদের সুন্দর জগৎ": শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:
বাড়িতে খুশী থাকা, দয়াশীল হওয়া, স্ক লর বাগানের যত্ন নেওয়া, দেশীয় প্রতীকগুলো জানা, শিক্ষকদের সম্মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ের গুরধবত্ব, উৎসবাদি, খাওয়া-দাওয়ার সময়ে শিষ্টাচার এবং কৃতজ্ঞতা। নিজস্ব স্কুল সম্বন্ধে ধারণা, প্রার্থনা, ঈশ্বরের সুন্দ র সৃষ্টি বলে নিজেকে জানা, কথা/অঙ্গীকার রক্ষা করা, ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশুদিবস পালন করা, সততা, মনোযোগ, চিড়িয়াখানার মধ্যে পশু-পাখিদের আচরণ, ধন্যবাদ দিবস পালন।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভাল দিক দেখা, সুবর্ণ-নীতির তালিকা, আমাদের জাতীয় পতাকার অর্থ ও কেন? ক্ষমা, একতা ও দলবদ্ধতার শক্তি, আশান্বিত, সৎসাহসী ও সহযোগী হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের প্রতিবেশী কে?, শেয়ার করা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, প্রতিদিনের খাদ্য-আহার কে দেয়?, সময়ানুবর্তিতা, কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব, খনিজ সম্পদ: পানি; দলের নেতার মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো ভাল লাগে, দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: "আমরা পরিবার স্বরূপ": শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:
ঈশ্বর যে শক্তিগুলো আমাদের দিয়েছেন তা দেখা, জ্যেষ্ঠদের ও অসুস্থদের সম্মান করা, আশা সঞ্চার করা, জাতির পিতা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মরণ, খনিজ সম্পদ: বৃক্ষ ও বন রক্ষা করা, ক্রিড়া-প্রমোদ, আত্ম-সংযম, পড়াশুনার অভ্যাস গড়ে তোলা, আনন্দিত হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের দেহ পবিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ, আত্ম-শৃঙ্খলা.

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দাদা-দাদি ও নানা-নানিদের সম্মান, আনুগত্য, অভিবাসীদের সাহায্য করা, একাগ্রতা ও কঠিন শ্রম, শান্তি।

ঈশ্বরের দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধৈর্য্য, খাঁটি বন্ধুত্ব, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ করা, প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের প্রতি সম্মান ও যত্ন, অনাথ শিশুদের সাথে দিন কাটানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সংযম, সুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্লাশের ক্যাপ্টেন/লিডারদের মধ্যে গুণাবলি, একসঙ্গে কাজকরার শক্তি, সততা।

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, অন্যকে বুঝা, মমতাবোধ, অর্জন, সৎ ও সাধারণ জীবনযাপনের উদাহরণ, দেশ-নির্মাণকারী, পৌরসভার কর্মীবৃন্দ, সমাজকর্মীবৃন্দ, অন্যের প্রয়োজনে দান করা, ন্যায্যতা, কৃষকদের স্বীকৃতি, দায়িত্বশীলতা।

(গ) উচ্চ বিদ্যালয়ঃ "শিখনীয় মূল্যবোধ ও জীবন-কৌশলসমূহ"
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে আছেঃ মনোভাব, আবেগিক পরিপক্কতা, আত্ম-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-প্রেরণা।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা; জীবন-কৌশলের মধ্যে আছেঃ আত্মচেতনা, আত্ম-মূল্যায়ন, চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা, যুক্তি-বাগ্মিতা, সমস্যা সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, প্রকৃতিগত যোগাযোগ, আত্ম-নির্ভশীলতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা কৌশল, দলগত ব্যবস্থাপনা, দুশ্চিন্তা-ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক মূল্যবোধের ওপর গুরধবত্ব।

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ "সফল জীবন": শিখনীয় মূল্যবোধসমূহঃ
বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমুহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, সাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, ভ্রধবণহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মানবাধিকারসমূহ।

(গ) শিক্ষার প্রত্যাশাঃ যাতে খ্রিষ্টীয় শিষ্যত্বে গঠনের জন্য অবদান রাখতে পারে।

(৫) শিক্ষা সেবাকর্মে কাউন্সেলিং

> *সংকীর্ণ অর্থেঃ* সংকটাপন্ন, সমস্যা-জড়িত ব্যক্তির সাথে সংলাপঃ সম্পর্ক স্থাপন করা, কথা শ্রবণ করা, বিশ্লেষণ করা, আলো দান করা, পরামর্শ দান;
> *ব্যাপক অর্থেঃ* ব্যক্তির সঙ্গে যাত্রা করাঃ কারো সহযাত্রী হওয়া, জীবনের সাথী/সঙ্গী হওয়া; সৎসঙ্গ দান করা।
> *ব্যাপকতর অর্থেঃ* মূল্যবোধ শিক্ষাদানের সেবাকর্মঃ মানবিক মূল্যবোধের দিকে চালিত করাঃ স্বাভাবিক পরিবেশে, মূল্যবোধের দিকে নিয়ে যাওয়া।

(৬) বাংলাদেশে শিক্ষা সেবাকর্ম : সমাজের "লবন", "আলো" ও "খামি" স্বরূপঃ

> বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজে মণ্ডলী ক্ষুদ্র; সংখ্যা বিবেচনায়, বাহ্যিকতা বিবেচনায়, বলশক্তি বিবেচনায়, ইত্যাদি।

> বৃহতের মাঝে ক্ষুদ্রে র ভূমিকাঃ যীশুর নির্দেশনাঃ "লবন", "আলো" ও "খামি" এবং "শর্ষেদানা"-র মতো ঐশরাজ্যে নিদর্শন।

> প্রতিযোগিতায় বৃহৎ না হয়ে বরং আপন সত্তায় শক্তিশালী, দক্ষ, সুদঢ়প্রসারী, দীর্ঘকালীন ও স্থায়ী হওয়া।

টিচার্চ টিম সেমিনার, বিসিআর, সাভার, ২৫/১১/২০২২

Sources:
1. Pope Francis, *Apostolic Constitution: Preadicate Evangeliium, Preaching of the Gospel,* Vatican, March 19, 2022
2. Catholic Bishops Conference of India (CBCI): *National Curriculum on Value Education,* India, 2022.

৭/১১/২০২২

"সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" প্রাক্তন সম্পাদক এবং খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বহু বছরের সেবা কর্মী, মিস্টার যেরোম ডি' কস্তার (৭/১১/২০২২) মৃত্যু সংবাদটা শুনে আমি অনেক মর্মাহত; জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারালাম।

করাচি মেজর সেমিনারিতে একসঙ্গে ছিলাম, প্রতিবেশীতে থাকাকালীন সময়ে ওর সঙ্গে একত্রে অনেক কাজ করেছি। বাংলা খ্রিস্টীয় সাহিত্য রচনায় সঙ্গী ছিলাম। মন্ডলীর সকল কাজে সে ছিল অনেক অনুগত ও বিশ্বস্ত। আবার শ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচক হিসেবে ওর মতামত ও কণ্ঠস্বর শুনেছি, যা আমাকে মন্ডলীতে একসঙ্গে পথ চলার প্রক্রিয়ায় সাথী করেছিল। সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলীর এক অভিনব অভিজ্ঞতা ছিল যেরোমের সঙ্গে।

লেখা লিখনিতে ওর কাছ থেকে অনেক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। বারবার ও তাগিদ দিতো আরো আরো লিখতে। কানাডাবাসি হওয়ার পরে ওর ব্লগের মধ্য দিয়ে অনেক রচনা এবং লেখালেখির আদান-প্রদান হয়েছে। যা শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর ষাট দশকে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত ছিল ২/১ বছরের আগ-পর্যন্ত।

যেরোম ও তার স্ত্রী মেরীর সাথে ওদের লক্ষী বাজারের ঘরে অনেকবার ফাদার বেঞ্জামিনসহ আমাদের সাথে আড্ডা হতো, মন্ডলীর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো , খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ করে সময় কাটাতাম। এসব কিছু আজ একে একে স্মরণ পড়ছে।

এই স্মৃতিগুলো দিয়ে মালা সাজিয়ে যেরোম, আজ তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। অনন্তকাল ধরে সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো। তোমার জন্য খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করছি। মেরী তোমার পরিবারের কষ্টের সময় তোমার সাথে প্রার্থনায় একাত্ম আছি। অনেক

সমবেদনা নিয়ে আশীর্বাদ করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

১লা নভেম্বর, ২০২২

নভেম্বর মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : "যাতনাভোগী শিশুদের জন্য"

এসো আমরা প্রার্থনা করি শিশুদের জন্য যারা নানা নির্যাতন ভোগ করছে, বিশেষভাবে যারা গৃহহীন, অনাথ এবং যুদ্ধ-সংঘর্ষে ভুক্তভোগী; তাদের জন্য যেন, শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত হয়, তারা যেন পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ পায়।

যীশুর শিষ্য-সমাজ অর্থাৎ মণ্ডলীর মাঝখানে যীশু শিশুদের স্থান দিয়েছেন। পরিবারে তাদেরকে মধ্যমনী করে রেখে তাদের সামগ্রিক গঠনের জন্য - দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয়, খ্রিস্টীয় এবং আধ্যাত্মিক গঠনের জন্য, বড়োরা সচেতন হবে ও শিশুদের গঠন দেবে। এই আহ্বান আমরা এই মাসে বারবার স্মরণ করব ও প্রার্থনা করব। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও গঠনগৃহে এই কথা স্মরণে রাখবো।

খ্রিষ্টযীশুতে দীক্ষিত হয়ে আমরা সবাই "সাধুজন" হয়েছি; কারণ ঐশ্বপুত্র যীশুতে আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র এবং কন্যা। আমাদের মধ্য থেকে যারা "সাধুজন" হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে, তাদেরকে আজ নিখিল "সাধুজন"-এর মহাপর্ব দিনে স্মরণ করছি। তীর্থযাত্রী মণ্ডলীরূপে এই জগতে আমরা স্বর্গীয় সাধুজনদের শরণাপন্ন হই: আমাদের নিজেদের জন্য এবং বিজয়ী সাধু জন-মন্ডলীর প্রত্যাশায় আপেক্ষমান পরলোকগত ভক্ত জনমণ্ডলীর জন্য।

যীশু বলেন: "শিশুদের মত না হলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না"। শিশুদের ধ্যান করে, শিশুদের সেবা করে, শিশুর মত হয়ে উঠি এবং স্বর্গীয় সাধু-জনমন্ডলীর লক্ষ্যে, ভাই-বোন একসঙ্গে পথ চলি সিনড-বিশিষ্ট তীর্থযাত্রী মন্ডলী রূপে।

নিখিল সাধুসাধ্বীজন: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

২৯ অক্টোবর, ২০২২

এশিয়ার বিশপ সম্মিলনী জোট-এর ৫০ বছরের জুবিলী (১৯৭০-২০২০)

মূলভাব : এফ এ বি সি -৫০: এশিয়ার জনগণের সাথে পথযাত্রা... "তারা অন্য পথ ধরে ফিরে গেলেন" (মথি ২:১২; দ্রষ্টব্য ২:১-১২)।

স্থান ও তারিখ : ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ১২-৩০ অক্টোবর ২০২২।

যোগদানকারী :
এফ এ বি সি-র সভাপতি ও সেক্রেটারি ; এশিয়ার সকল কার্ডিনাল; দেশীয় বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি ও মনোনীত বিশপগণ; অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

এশিয়া মহাদেশের উনত্রিশটি দেশের ১৯ টি বিশপ সম্মিলনী থেকে আগত ২২৬ জন যোগদানকারী যার মধ্যে ছিলেন : কার্ডিনাল ২০, আআর্চবিশপ/বিশপ ১২৩ জন; এবং যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ: ৮৩ জন।

কর্মপদ্ধতি হিসেবে জেনারাল কনফারেন্সের জন্য ছিল তিনটি মূল ধাপ :

প্রথম ধাপ : ১৩-১৬ অক্টোবর : ঊনত্রিশটি দেশের মন্ডলীর ইতিহাসসহ, বর্তমান দৃশ্যপট ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে, প্রার্থনা পূর্ণ পরিবেশে, অবগতি লাভ করা (ভিডিও ও অনলাইনের সাহায্যে)।

দ্বিতীয় ধাপ: ১৭-২৭ অক্টোবর : এশিয়ার মন্ডলীর নতুন চ্যালেঞ্জ পূর্ণ বাস্তবতার উদ্ভাবন সম্পর্কে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশ্লেষণ, প্রার্থনা ধ্যান ও ঐশতাত্ত্বিক পর্যালোচনায়, যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নতুন পথ-সন্ধানে

পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা হয়েছে, তা হলো নিম্নরূপ :

(১) মন্ডলীর ভক্তজনগণের গঠন প্রশিক্ষণ, (২) জলবায়ু সংকট, (৩) বিশপ যাজক সেমিনারিয়ান ও সন্ন্যাসব্রতীদের গঠন, (৪) শান্তি, সেতুবন্ধন ও পুনর্মিলন প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, (৫) দরিদ্র জনগণ, (৬) ঈশ্বরের ইচ্ছা শ্রবণ, সহযাত্রা ও সাক্ষ্যদান, (৭) অভিবাসী, শরণার্থী ও বিতাড়িত জনগোষ্ঠী, (৮) নারী সমাজ (৯) যুবসমাজ,
(১০) পরিবার, (১১) ডিজিটাল করণ,
(১২) নাগরিক সমাজ, (১৩) সরকার, রাজনীতিবিদ ও এনজিওদের সাথে কাজ করা, (১৪) এফ এ বি সির ঐশতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা ও পালকীয় পদ্ধতি, (১৫) মঙ্গল বার্তা ঘোষণা, (১৬) খ্রিস্টীয় ঐক্য আন্দোলন, ইত্যাদি।

তৃতীয় ধাপ : ২৭-২৮ অক্টোবর : এশিয়ার জনগণের নিকট বার্তা প্রেরণ এবং কনফারেন্সের চূড়ান্ত বিবৃতি প্রকাশ। এই মহাসম্মেলন থেকে একটি বাণী এশিয়ার জনগণের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে কয়েক মাসের মধ্যে মন্ডলীর জন্য বিশদ আকারে লিখিত "ব্যাংকক চূড়ান্ত দলিল" নামে একটি দলিল প্রকাশিত হবে যেখানে থাকবে এফ এ বি সি ৫০: জেনারেল কনফারেন্সের সামগ্রিক বিষয় : মূলভাবের উপরে আলোচনা, চিহ্নিত চ্যালেঞ্জপূর্ণ বিষয়ের ওপর এশিয়া মন্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক ধারণা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতা, অতীতের পথ চলা ও আগামী দিনের জন্য নতুন পথ ধারার নির্দেশনা, পালকীয় কর্মসূচি ও সুপারিশ, এফ এ বি সি-র নবায়িত অবকাঠামো, এশিয়ার বিশপ সম্মিলনী, দেশীয় বিশপ সম্মিলনী এবং বিশ্বজনীন মন্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও সহযোগিতা।

বাংলাদেশ থেকে আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ,
বিশপ বল পনেন কুবি, বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, বিশপ ইম্যানুয়াল কানন রোজারিও এবং আমি, উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। গোটা কনফারেন্স চলাকালে বাংলাদেশের জনগণ ও মন্ডলীকে আমরা অন্তরে ধারণ করে চিন্তা ভাবনা করেছি, প্রার্থনা করেছি এবং অন্যেরাও আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বাংলাদেশ মন্ডলী, সংশ্লিষ্ট সকলার সহায়তায় একসঙ্গে পথচলার স্বপ্ন দেখতে পারবে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নির্দেশিত নতুন পথ ধরে ভবিষ্যৎ পথ চলার প্রেরণা লাভ করবে - এটাই আমাদের বিশ্বাস ও প্রার্থনা। ঈশ্বর বাংলাদেশ মন্ডলীর সহায় থাকুন। এশিয়ার মাতা মা মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক রোজারিও, সিএসসি।

০১/১০/২০২২

অক্টোবর মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : "সবার জন্য উম্মুক্ত মন্ডলী"

এসো আমরা প্রার্থনা করি: মন্ডলী যেন বিশ্বস্ততা ও সাহসের সঙ্গে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে পারে; মন্ডলী যেন এমন মিলন-সমাজ হয়ে ওঠে যেখানে থাকবে পরস্পরের প্রতি একাত্মতা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং একে অন্যকে গ্রহণ করার উদারতা; এবং যেখানে থাকবে "একসঙ্গে পথচলা"র পরিবেশ।

অক্টোবর মাস হচ্ছে মন্ডলীর মিশন মাস। সিনড-বিশিষ্ট মন্ডলী নির্মাণ করা হবে আমাদের বিশেষ মিশন : জীবন সাধনা ও প্রার্থনা।

অক্টোবর মাস হচ্ছে জপমালা রানী কুমারী মারীয়ার মাস। কুমারী মারীয়া মন্ডলীর মাতা। পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্যে, গির্জায় গিয়ে, বা পরিবারে, বা সংঘে কয়েকজন একত্রিত হয়ে, পাচ বেদের একবার জপমালা আবৃত্তি করলে পূর্ণ দন্ডমোচন লাভ করা যায়।

জপমালা রানী মা মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

২৭/০৯/২০২২

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক জারিকৃত
প্রৈরিতিক সংবিধান : "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা"
কার্ডিনালদের সভার প্রতিবেদন
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি

রোমীয় কাথলিক চার্চের প্রধান, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে বিগত ২৭, ২৯-৩০ আগষ্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে ভাটিকানে কার্ডিনাল-কলেজের সদস্যদের অংশগ্রহণে ধর্মানুষ্ঠান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির একাধিক আনুষ্ঠানিক অধিবেশন ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে আমিও নিজে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং উক্ত সভা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি, কারণ কাথলিক মণ্ডলী নিয়েই সকল অনুষ্ঠান ও আলোচনা হয় এবং এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয় রাখা সাম্প্রতিককালের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দাবি ও অধিকার। আলোচিত বিষয়গুলো সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর মিলন-

সমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন সম্পৃক্ত বিষয়ক বিধায় সবারই তা জানা উচিত কেননা তা গোটা মণ্ডলীর জন্য উপকারে আসবে।

তিন দিনের সভায় যে গুরত্বপূর্ণ অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয় তা নিম্নরূপ: (ক) নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান এবং দুজন ব্যক্তির সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের অনুমোদন (২৭ আগষ্ট); (খ) "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" নামক প্রৈরিতিক সংবিধান-এর ওপর চারটি ভাষাভিত্তিক (ইতালিয়ান-৪, ইংরেজী-৪, ফরাসী-২, স্পেনিশ-২) ১২টি দলে ও সাধারণ অধিবেশনে আলোচনা ও সহভাগিতা; (গ) মণ্ডলীর ২০২৫ বছর-পূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক আলোচনা।

॥ ক ॥ নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান (২৭ আগষ্ট)

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক পূবেই ২১জন কার্ডিনালকে মনোয়ন দান করেন। তাদের মধ্যে ২০জনকে পোপ মহোদয়, সাধু পিতরের মহামন্দিরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, লাল টুপি, অঙ্গুরী ও উপাধিসূত্রে রোমের একটি চার্চের আসন প্রদান করেন। নব নিযুক্ত কার্ডিনালদের মধ্যে যা লক্ষণীয় তা হল: তারা অধিকসংখ্যক মনোনীত কার্ডিনাল বিশ্বের প্রান্তিক এলাকা, অর্থাৎ যে দেশ ও ডাইয়োসিস থেকে, যেখান থেকে পূর্বে কোন কার্ডিনাল মনোনীত হয় নি; এবং ২০জনের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকেই ৬জন। এই অনুষ্ঠানে আগত সকল কার্ডিনালগণ, এবং বিশপণ, পুরোহিতগণ, কূটনীতিকবৃন্দ, নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অতিথিবৃন্দ ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে দুজন ব্যক্তির সাধুশ্রেণিভুক্তিকরণ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

বর্তমানের কার্ডিনালদের মোট সংখ্যা ২২৯ জন; তার মধ্যে ৮০ বছরের উপরে ৯৭ জন, এবং আশি বছরের নিচে, যাদের পোপ-নির্বাচনে ভোটাধিকার আছে তাদের সংখ্যা ১৩২জন। ভোটাধিকার প্রাপ্তদের মধ্যে ইউরোপ থেকে ৫৪ জন, আমেরিকা (লাতিন+যুক্তরাষ্ট্র+কানাডা) থেকে ৩৮ জন, এশিয়া থেকে ২০ জন, আফ্রিকা থেকে ১৭জন এবং ওসেনিয়া থেকে ৩ জন)।

॥ খ ॥ "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" বিষয়ক প্রৈরিতিক সংবিধান-এর উপর আলোচনা (২৯-৩০ আগষ্ট)

> Pope Francis: **Apostolic Constitution** ***Praedicate Evangelium*** on the ROMAN CURIA and its Service to the Church in the World.

পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের পর্বদিনে (১৯ মার্চ, ২০২২) "মঙ্গলসমাচার প্রচার" শীর্ষক প্রৈরিতিক সংবিধানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জারি ও প্রকাশ করেন এবং ২০২২ খ্রি. ৫ই জুন, পঞ্চাসত্তমি পর্বদিন থেকে কার্যকরী বলে ঘোষণা করেন।

দুই দিনের কার্ডিনাল-সভায় উক্ত দলিলটি আলোচিত হয় এবং পক্ষে ও বিপক্ষে দলে দলে আলোচনা ও মতামত প্রকাশ করা মণ্ডলীর সিনড প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ও পদ্ধতিতে হয়। এই সভায় মোট ২২৯ জন কার্ডিনালদের মধ্যে ১৯৭জন কার্ডিনাল অংশগ্রহণ করেন।

পোপ ফ্রান্সিস পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ। নির্বাচনের পূর্বে সপ্তাহব্যাপী কার্ডিনালগণ সভায় মিলিত হন এবং আলাপ আলোচনায় রোমীয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) পুনঃসংস্কার করার জন্য জোর সুপারিশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে পোপ ফ্রান্সিস ৯জন কার্ডিনালদের নিয়ে একটি কার্ডিনাল-কাউন্সিল গঠন করেন। তারা পোপ মহোদয়ের সাথে একত্রে দীর্ঘ আট বছর ধরে কাজ করেন। খসড়া দলিলটি রোমান কুরিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং দেশীয় বিশপ সম্মিলনীসমূহের কাছ থেকে মতামত লাভ করার পর সংবিধানটি চূড়ান্ত করা হয়। "মঙ্গলসমাচার প্রচার"

নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটি জারি করার ফলে প্রচলিত ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের “উত্তম মেষপালক” নামক সংবিধানটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

নতুন প্রৈরিতিক সংবিধানটি ১০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দলিল। এখানে আছে ২৫০টি ধারা। এই ধারাগুলো অনুসরণ ক’ রে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যাবস্থা (রোমান কুরিয়া) সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা, প্রতিষ্ঠান, দপ্তর তার নিজস্ব অনুশাসন-বিধি তৈরী করে তা অনুমোদন করে নেবে।

(ক) রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়া) বিশেষত্ব (ধারা ১-৫২)

(১) “মঙ্গলবার্তা ঘোষণা” নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মঙ্গলবার্তা-মুখী, মঙ্গলবার্তা-ভিত্তিক এবং মঙ্গলবার্তা-ঘোষণামুখী করে তোলা। এরই কারণে মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রথমেই রাখা হয়েছে গুরুত্ব অনুসারে তিনটি বিভাগ (ডিকাস্ট্রি) : (১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক; (২) খ্রিষ্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক; (৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক।

(২) রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) মধ্যে আছে: ভাটিকান রাষ্ট্রের সেক্রেটারিয়েট, বিভাগসমূহ (ডিকাস্ট্রি), প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দপ্তরসমূহ।

(৩) প্রৈরিতিক সংবিধানের নির্দেশনা অনুসারে বিগত বছরগুলোতে প্রশাসনিক নতুন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সুবিন্ন্যস্ত করে প্রায় সবই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পোপ মহোদয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরায় এই নির্দেশনার অধিকার তাঁর আছে। ফলশ্রুতিতে, বিভিন্ন কনগ্রেশন, পোপীয় সংস্থা বা কাউন্সিল, প্রভৃতি পুনঃবিন্যাস করে সর্বমোট ১৬টি বিভাগ (ডিকাস্ট্রি) গঠন করা হয়েছে। আর তার সাথে রয়েছে: ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি দপ্তর।

(৪) প্রৈরিতিক সংবিধানের প্রথমদিকে কয়েকটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মণ্ডলীতে প্রতিজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যীশুর একজন মিশনারী শিষ্য। এর বলে খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রত্যেকে, এমন কি ভক্ত-জনগণকে, কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ভূমিকায়, পিতরের উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি হিসেবে পোপ মহোদয় নিয়োগ দিতে পারবেন।

“প্রতিজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী, তার দীক্ষাস্নানের গুণে একজন মিশনারী, যদি সেই ব্যক্তি খ্রিষ্টযীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করে থাকে। মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে এই সত্যতা কোন ভাবেই বিবেচনা না করা ঠিক হবে না; অতএব নারী ও পুরুষ ভক্তজনদের অংশগ্রহণ, এমন কি পরিচালন ও দায়িত্বশীল ভূমিকায়, সুযোগ থাকতে হবে।”

(৫) মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) একদিকে পোপের মাধ্যমে বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে সেবা করবে; আবার অন্যদিকে বিশপদের মাধ্যমে স্থানীয় মণ্ডলীকে সেবা করবে।

(৬) প্রৈরিতিক সংবিধানের মূল লক্ষ্য ও নীতি গোটা কাথলিক মণ্ডলীর জন্য প্রযোজ্য। তবে কাথলিক মণ্ডলীর রোমান কুরিয়ার জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা একদিকে পোপের কাজের সেবার্থে এবং অন্যদিকে স্থানীয় মণ্ডলীর সেবার্থে। অতএব এই মূল লক্ষ্য ও নীতি প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীতে উপযোগী করে প্রয়োগ করতে হবে।

(৭) “মিশনারী শিষ্য” হওয়ার দায়িত্ব হবে প্রশাসনিক কর্মীদের প্রধান আধ্যাত্মিকতা।

(৮) মণ্ডলীর প্রশাসন কর্মকা- সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অনুসরণে পরিচালিত হবে।

(৯) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীর কার্যকাল: যে সমস্ত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী রোমান কুরিয়াতে কাজ করবেন তারা প্রথমত পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ পাবেন। প্রয়োজনবোধে আরও পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হতে পারবেন।

(১০) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিটি বিভাগ নিয়মিত ভাবে পোপ মহোদয়ের সাথে সভা করবে। আবার আন্তঃবিভাগ পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সমন্বয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে সভা করবে।

(১১) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যারা কাজ করবেন তাদেরকে অবশ্যই গঠন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, প্রশাসনিক, পেশাদারিত্বে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে।

(খ) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) বিভাগসমূহ (ধারা ৫৩-১৮৮)

পূর্বে রোমান কুরিয়াতে যেগুলোকে “কনগ্রেশন” বা “পন্টিফিকাল কাউন্সিল” নামে অভিহিত করা হত সেগুলো এখন নতুন প্রৈরিতিক সংবিধান অনুসারে, পুনঃবিন্যাস করে ১৬ টি প্রশাসনিক “বিভাগ” অথবা “ডিকাস্ট্রি” বলে নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রশাসনিক বিভাগ বা ডিকাস্ট্রিগুলোর নাম এবং প্রতিটি বিভাগের মূল কাজ সংক্ষিপ্তাকারে নিচে উল্লেখ করা হল।

(১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৫৩-৬৮)

এই বিভাগের মধ্যে আছে দুটো শাখা : (ক) বিশ্বে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মৌলিক বিষয়সমূহ; (খ) মঙ্গলবার্তা ঘোষণার প্রথম ধাপ এবং নতুন নির্দিষ্ট ম-লীসমূহ। প্রতিটি শাখার জন্য থাকবে একজন সহ-প্রধান। বিভাগের প্রধান হিসাবে পোপ মহোদয় সভাপতিত্ব করবেন।

(২) খ্রিষ্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৬৯-৭৮)

খ্রিষ্টবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে মণ্ডলীর সমন্বিত শিক্ষা অক্ষুন্ন রেখে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার জন্য পোপ মহোদয় ও বিশপদের সাহায্য করে।

(৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৭৯-৮১)

এই বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দিয়ে, পোপ মহোদয়ের নামে ত্রাণ-সাহায্য ও সহায়তা দান করা।

(৪) প্রাচ্য মণ্ডলী বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৮২-৮৭)

প্রাচীন ও প্রাচ্য কাথলিক মণ্ডলীগুলোর ব্যক্তিবর্গ ও বিষয়াদি সম্বন্ধে দেখাশুনা করা এই বিভাগের মূল কাজ।

(৫) ঐশ-উপাসনা ও সংস্কারসমূহের নিয়মাবলি বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৮৮-৯৭)

এই বিভাগে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন অনুসারে ঐশ-উপাসনা ও পবিত্র সংস্কারসমূহের নিয়মকানুন যাচাই করা, উপাসনা-অনুষ্ঠানের দেখভাল করা এবং মণ্ডলীর পবিত্র উপাসনা-অনুষ্ঠান বিধিসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করা হয়।

(৬) সাধুশ্রেণিভুক্তকরণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৯৮-১০২)

অনুমোদিত প্রক্রিয়া অনুসারে এই বিভাগটি ধন্য ও সাধু শ্রেণিভুক্ত করার সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করে। প্রয়োজনে ডাইয়োসিসগুলোকে এ কাজে সাহায্য করে।

(৭) বিশপগণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১০৩-১১২)

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ" -এর অন্তরায় না হয়ে এই বিভাগটি ডাইয়োসিস সংক্রান্ত বিষয় ও বিশপ মনোনয়ন ও গঠন, এবং বিশপের অফিস, বিশপ সম্মিলনি, আদলিমিনা ভিজিট, প্রভৃতির দায়িত্বভার পালন করে।

(৮) যাজক-সম্প্রদায় বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১১৩-১২০)

যাজক ও ডিকন সংক্রান্ত বিষয় এই বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। যাজকদের আহ্বান ও গঠন-প্রশিক্ষণ, পালকীয় সেবাকর্ম, যাজক-ব্যক্তি, ইত্যাদি এই বিভাগের আওতাধীন।

(৯) উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী সংঘ ও প্রৈরিতিক জীবনব্রতী সংঘ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২১-১২৭)

মঙ্গলসমাচারে সুমন্ত্রণা অনুযায়ী জীবনাহ্বান বৃদ্ধি, উৎসাহদান এবং নির্দেশনা প্রদান করে এবং উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন এবং প্রৈরিতিক সংঘের জীবন ও কাজের জন্য নিয়মনীতি অনুমোদন করে।

(১০) মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, পরিবার ও মানবজীবন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২৮-১৪১)

এই বিভাগের কাজ হচ্ছে: ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ, যুবাদের পালকীয় যত্ন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার ও তার মিশন, প্রবীণ, জীবন-রক্ষা, প্রভৃতি দেখাশুনা করা। এই কাজে বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় মণ্ডলীর ও বিশপ সম্মিলনীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে।

(১১) খ্রিষ্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪২-১৪৬)

সমগ্র খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কাজ শুধু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য ও মান্ডলিক সম্প্রদায়ের সাথে একত্র হয়ে আন্তঃমান্ডলিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(১২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪৭-১৫২)

অন্য ধর্মের মানুষের সাথে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন দলের সাথে সংলাপের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ও তাদের সম্পর্কের তত্ত্বাবধান করে। (ইহুদী ধর্মের সাথে সংলাপ খ্রিষ্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগের আওতাভুক্ত)।

(১৩) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৫৩-১৬২)

এই বিভাগে সংস্কৃতি ও শিক্ষার জন্য দুটো ভিন্ন শাখা আছে। সংস্কৃতি বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে সংস্কৃতির উন্নয়ন, পালকীয় কার্যসূচি এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিস্তার। শিক্ষা বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কাথলিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণামূলক মান্ডলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন। উভয় শাখার জন্য সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে খ্রিষ্টীয় নৃতত্ত্বের আলোকে জনগণের মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন এবং তথা পূর্ণ খ্রিষ্টীয় শিষ্যত্ব বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

(১৪) সমন্বিত মানবোন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৬৩-১৭৪)

সমন্বিত মানবোন্নয়নের যে কাজ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা হল: ঈশ্বর-প্রদত্ত মানবব্যক্তির মর্যাদার উৎকর্ষসাধন; যার সাথে সম্পৃক্ত আছে: মানবাধিকার, স্বাস্থ্য, ন্যায্যতা এবং শান্তি। যে বিষয়গুলো অর্থনৈতিক ও মানবশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলো, সৃষ্টি এবং সর্বসাধরণের বসতবাটি ধরিত্রীর যত্ন, অভিবাসী ও মানবিক দুর্যোগ সম্পর্কিত, প্রভৃতি বিষয়গুলো এই বিভাগের আওতাভুক্ত। এই বিষয়ের সাথে জড়িত আছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা মূল্যায়ন, উপযোগীকরণ ও সম্প্রসারণ করার দায়িত্ব।

(১৫) বিধানিক দলিল বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৭৫-১৮২)

এই বিভাগের কাজ হল: মণ্ডলীর আইন সংহিতা বা ক্যাননল' বিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করা ও তা গ্রহণ করতে মণ্ডলীকে সাহায্য করা। আইন বিষয়ে অন্যান্য রোমান কুরিয়ার বিভাগ, ডাইয়োসিস/ এপারখিয়েট, বিশপ সম্মিলনীকে সাহায্য প্রদান করে এই বিভাগটি তার কর্তব্য পালন করে।

(১৬) যোগাযোগ-মাধ্যম বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৮৩-১৮৮)

প্রৈরিতিক পুণ্যদপ্তরের সামগ্রিক যোগাযোগ মাধ্যমের অবকাঠামোগত ও কার্যক্রমের মধ্যে ঐক্য বিষয়ে দেখাশুনা করে। ডিজিটাল মিডিয়ার উন্নয়ন, তথ্যের ঐক্য এবং আন্তঃকার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার জন্য বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে।

(গ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহ (ধারা ১৮৯-২৫০)

ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ধারা ১৮৯-২০৪) ঃ ন্যায্যতা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, এ্যাপোস্টলিক পেনিটেনসিয়ারি, এ্যাপোস্টলিক সিগনাতুরা বিষয়ক সুপ্রিম ট্রাইবুনাল, রোমান রোটা বিষয়ক ট্রাইবুনাল।

আর্থিক বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ধারা ২০৫-২২৭): অর্থ বিষয়ক কাউন্সিল, অর্থ বিষয়ক সচিবালয়, মণ্ডলীর সম্পত্তির প্রশাসন, প্রধান অর্থ-নিরীক্ষকের কার্যালয়, গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন, অর্থ বিনিয়োগকারী কমিশন।

দপ্তরসমূহ (ধারা ২২৮-২৩৭): পোপের বাসগৃহ সংক্রান্ত, পোপের দ্বারা অনুষ্ঠিত উপসনা-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত, পোপের নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্ডিনাল কামেরলেঙ্গো বিষয়ক।

অন্যান্য বিষয় (ধারা ২৩৮-২৫০) ঃ মা-লিক উকীলবর্গ সম্পর্কিত, পোপের পুণ্য-দপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নির্দেশনা।

॥ গ ॥ মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক উপস্থাপনা (৩০ আগষ্ট)

জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিষ্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং “পাপের পূর্ণদন্ডমোচন” । পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পল প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর “পুণ্য দ্বার” উম্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে যে, বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ জুবিলী হবে মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় প্রত্যাশা জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: “সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ” (১২:২)।

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: "প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী" । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উন্মুক্ত চিত্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দুরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছি: 'প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী' ।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমা-লিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

"প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী" মূলভাবকে ঘিরে জুবিলী হবে তিন বছর ব্যাপী। ইতোমধ্যে "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক" তিন বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মটো ও লোগো নির্ধারিত হয়েছে; জুবিলী-সঙ্গীত রচিত হয়েছে; যুবাদের দিকে তাকিয়ে "ডিজিটাল সংস্কৃতি" তে প্রবেশ করার প্রথম উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে তীর্থযাত্রী হওয়া যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পোপ মহোদয় আগামী বছর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের স্বর্গারোহন পর্ব দিনে (২১ মে), সাধু পিতরের মহামন্দিরে "পুণ্যদ্বার" উন্মুক্ত করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জুবিলী ঘোষণা করবেন। এর পরপরই প্রত্যেক ডাইয়োসিসে কাথিড্রাল গীর্জার দ্বার উন্মোচিত হবে।

২০২৩ খ্রিষ্টবর্ষ: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ৬০ বছর পূর্তিতে, ভাটিকান মহাসভার শিক্ষার পুনঃআবিষ্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে, কেননা ম-লীতে এখনও সেই শিক্ষা অনেকটাই অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। এই বছরে বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চারটি সংবিধান অধ্যয়ন করা হবে নির্দেশিত সহায়িকার মাধ্যমে।

২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষ: উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। "প্রভুর প্রার্থনা" র উপর ভিত্তি করে বছরটি পালনের জন্য সহায়িকা প্রদান করা হবে।

২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ: তীর্থ যাত্রা, সমন্বিতভাবে রোমান কুরিয়ার বিভিন্ন বিভাগ জুবিলী বর্ষের জন্য সাধারণ ক্যালে-ন্ডার প্রস্তুতি করবে, যেখানে থাকবে রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় ম মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদযাপন করবে।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলি : "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মান্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিষ্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভূক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে

সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি -- এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।”

“মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক” -এর প্রধান, কার্ডিনাল রিনো ফিসিচেল্লা’ র উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত।

১৪/০৯/২০২২

যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন ইউনিভার্সিটির সৌজন্যে এবার ভারতে আসা।

সেপ্টেম্বরের ৫-৭ তারিখে মুম্বাই শহরের তাজমহল প্যালেস হোটেলে তিন দিনের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কনফারেন্স এর বিষয়বস্তু ছিল : "এশিয়া মহাদেশে বিবাহ ও পরিবারের ভবিষ্যৎ"। উক্ত কনফারেন্সে ৬জন কার্ডিনাল, সাতজন আর্চবিশপ, তিনজন পুরোহিত এবং চারজন পরিবার থেকে আগত সমাজবিজ্ঞানী ও লোকসংখ্যা-বিজ্ঞানী অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।

পাশ্চাত্যে পরিবারের পরিস্থিতি আলোচনার প্রেক্ষাপটে এশিয়ার বিবাহ ও পরিবারের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ অনুসারে বিশ্ব সমাজকে প্রভাবান্বিত করা বর্তমান কালের একটি জরুরি দাবি।

জীবনে প্রথমবারের মত সুযোগ হয়েছিল ৯ জন আত্মীয়ের একটি দলের সৌজন্যে ১০-১২ তারিখে রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে কিছু সময় অতিবাহিত করা। বিচিত্র ধরনের মানুষ, রবি ঠাকুরের বিচিত্র শৈল্পিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক কর্মকীর্তি, বিচিত্র পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মাঝে "এক"-এর সন্ধান পাওয়ার এক অভিনব মুহূর্ত উপলব্ধি করেছি।

এবারে কলকাতার ভ্রমণে অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তবে অনেকের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। মাত্র দুটো বাড়িতে ২/৩ রাত কাটিয়ে, ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে এসে উপরোক্ত কথাগুলো লিখলাম।

সবাই ভালো থেকো, কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো, পরস্পরকে মনে রেখো। পবিত্র ক্রুশের বিজয় পার্বণের শুভেচ্ছা জানিয়ে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

শান্তিনিকেতন, ১০-১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন থেকে ---

বিশপীয় জীবনের ৩২ তম বার্ষিকী আজ।

যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল বরেন্দ্রভূমির মাটিতে;

যে যাত্রা নিয়ে গেল চট্টলায় অবস্থিত বাংলার আদি খ্রিষ্টীয় জনপদ, সাগর-বন্দর পাহাড়-পর্বতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বরিশালের বাঙালি কৃষ্টি ও বিদেশ থেকে আগত খ্রিষ্টীয় সংস্কৃতির বিশাল মিলন-মোহনায়;

যে অভিযাত্রার সমাপনী পর্যায়ে আমাকে নিয়ে আসা হল রাজধানীর বুকে, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও ভক্তির ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় জনপদে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রীয় ভূমিতে।

মন্ডলীর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দায়িত্ব সাঙ্গ করে বিগত দুটি বছরে চলে যাওয়া ৩০টি বছরের ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ করে ধ্যান-মন-জ্ঞানে বিচরণ করেছি স্বাধীনভাবে পাখা মেলে লেখনী দিয়ে।

"মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তরে", রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতনে অন্তরে জাগে: "অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে"।

ছুটে গেলাম শিশু যীশু নামক কাথলিক মন্দিরে। সেখানে চোখে পড়ল শিক্ষাগুরু রবিঠাকুরের মতো গাছের নিচে বসে শিক্ষাগুরু যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন তার শিষ্যদের।

এ যেন শান্তিনিকেতনের অন্তরে অন্তরে মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তর।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও

১লা সেপ্টেম্বর, ২০২২

সেপ্টেম্বর মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : মৃত্যুদন্ড বাতিল করা।

এসো আমরা প্রার্থনা করি: যেনো সকল দেশ থেকে আইনগত ভাবে মৃত্যুদন্ড বাতিল করা হয়, কেননা এই মৃত্যুদন্ড আইন মানবব্যক্তির মর্যাদার পরিপন্থী।

কাথলিক মন্ডলীর ধর্মশিক্ষা (কা.ম.ধ.শি) অনুসারে ঈশ্বরের পঞ্চম আজ্ঞায় আছে: “নরহত্যা করবে না”। এই আজ্ঞার মধ্যে আছে: ভ্রূণহত্যা, শিশুহত্যা, আত্মহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পিতামাতা ও আত্মীয়দের হত্যা, স্বামী বা স্ত্রীকে হত্যা, সুপ্রজনন ও গণস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে হত্যা। এ সমস্ত হত্যাকান্ড ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। হত্যাকান্ড করতে করতে মানুষ যেনো মানবজীবনকে খুবই সস্তা করে ফেলেছে; জীবন সংহার করার প্রবৃদ্ধি বেড়েই চলেছে। এমন কি গুরুতর অপরাধ যেন অপরাধই বলে অনেকে গণ্য করছে না।

বহুবছর ধরে বৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা, আইনত বিচারের সমাপ্তিতে, অতি গুরুতর অপরাধের জন্য, গণমঙ্গলের বিবেচনায়, মৃত্যুদন্ড বিধিসম্মত বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল (কা.ম.ধ.শি. ২২৬৬)। তবে বর্তমানে মানুষ আরও সচেতন হয়ে বলছে যে, অতি গুরুতর অপরাধ করার পরও মানবব্যক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় না। তাছাড়া অপরাধের জন্য কারাবন্দীদের উন্নয়নের কল্পে অনেক সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে যাতে নাগরিকদের জীবন-রক্ষা করা সম্ভব এবং অপরাধীর জীবন পরিবর্তনের অনেক সুযোগ ও ব্যবস্থা সমাজে আছে।

এরই প্রেক্ষিতে কাথলিক মন্ডলী, মঙ্গলসমাচারের আলোকে, এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, "মৃত্যুদন্ড আর এখন গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা মৃত্যুদন্ড মানবব্যক্তির অলঙ্ঘণীয় ও মর্যাদার প্রতি আগ্রাসী-আক্রমণ; অতএব বিশ্বব্যাপী "মৃত্যুদন্ড বাতিল করা"র জন্য কাথলিক মন্ডলী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" (পোপ ফ্রান্সিস, ৫ই অক্টোবর, ২০১৭)

অতএব ভাইবোনেরা, আসুন প্রার্থনা করি যেন প্রত্যেক দেশে মৃত্যুদন্ড বিধানিক ভাবে বাতিল করা হয়। এভাবে মানবব্যক্তির জীবনের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডিরোজারিও, সিএসসি.

১৯ আগষ্ট, ২০২২

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় শ্রদ্ধেয় ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-কে বরিশাল ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ রূপে মনোনীত করেছেন। ধর্মপাল রূপে এই মনোয়নের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং নবনিযুক্ত বিশপকে এবং তার সাথে বরিশাল ডাইয়োসিকে অন্তরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আমার যাজকীয় ও ধর্মপালের জীবনে যতবার খ্রিষ্টমণ্ডলীতে বিশপ মনোনয়ন দেখেছি, ততোবার আমার স্মরণ হয়েছে ঈশ্বরের এই কথা: "তিনি তাঁর হৃদয়ের মানুষটিকে পালক রূপে নিযুক্ত করেন।" আমার সর্বদাই মনে হয়েছে যে, যাজক হবার জন্য ঐশ আহ্বানের সাথে যাজকপ্রার্থীর একটা সাধনা থাকে; কিন্তু বিশপ হবার জন্য সত্যিকারে সাধনা সাধারণত কেউ করে না। ধর্মপাল হওয়া ঈশ্বরের একটি স্বেচ্ছাকৃত আহ্বান এবং তাঁর অনুগ্রহদান। কারো জীবনে এই দানটি যখন আসে তখন তার প্রথম অনুভূতি হয়: "আমি অযোগ্য"। তাঁর এই অযোগ্যতার অনুভূতি ঈশ্বরের নিকট তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ। সেই ভাব নিয়েই নতুন ধর্মপাল বরিশাল ডাইয়োসিসে আগমন করছেন আমার বিশ্বাস।

যখন কোন ডাইয়োসিসে একজন বিশপের মনোনয়ন হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চিন্তা ও ধ্যান আসে মেষপাল ও মেষপালক – এই দু'য়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক; এ যেন বাইবেলীয় ভাষায় "বর-বধূ"র সম্পর্ক। অতএব আজকের অভিষেক-অনুষ্ঠান একদিকে মেষপালক, শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এবং অন্যদিকে মেষপাল, বরিশাল ডাইয়োসিসের ভক্তজন, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকদের সম্পর্ক-উদ্‌যাপনের উৎসব। তাই সবার জন্য কামনা করি মিলনময় উৎসবের আনন্দ।

ডাইয়োসিসের মেষপাল হচ্ছে খ্রিষ্টযীশুতে পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত সকল দীক্ষিত ভক্তবিশ্বাসী। তারা সকলে পবিত্র হওয়ার সাধনায় যাজকীয় দায়িত্ব, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানে প্রবক্তার দায়িত্ব এবং ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় রাজকীয় দায়িত্ব পেয়েছেন। তাদের এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সেবা করার জন্য ধর্মপাল ও তাঁর সহকর্মী যাজকগণ নিয়োজিত। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর বর্তমান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আজকের এই অভিষেক-অনুষ্ঠান, উভয় ধর্মপাল ও ধর্মপ্রদেশের জন্য মিলনসমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশনদায়িত্ব পালনের নব অভিষেক-অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানেই যেন সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর রূপকল্প উদযাপিত হচ্ছে মহা আনন্দ-উৎসবে।

নব-অভিষিক্ত ধর্মপাল উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যাত্রা শুরু করছেন। আমার জীবনে একই ভাবে হয়েছিল, কিন্তু উল্টো যাত্রা দিয়ে – দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যাত্রা। আসলে মেষপালক ও মেষপালের কাছে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম বা আঞ্চলিক কোন বিষয় নয়।

বরিশাল ডাইয়োসিস-মণ্ডলীকে "পবিত্র আত্মা কী বলছেন" তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে ধ্যান-প্রার্থনা ও সংলাপের মাধ্যমে অবধারণ করাটাই হচ্ছে মণ্ডলীর ধর্মপাল, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের জন্য সম্মিলিত যাত্রা এবং একসঙ্গে পথচলা। একত্রিত পথচলার সময়ে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হোক, সকলে তা আন্তরিকভাবে শ্রবণ করুক – সেটাই আজকের দিনে আমাদের প্রার্থনা। সবার জন্য রইল ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছান্তে,

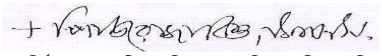

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

AUGUST 1, 2022

SOME POINTS FOR REFLECTION

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

I have been constantly looking at Pope Francis. Amazing to see his life-style, ideas, values, words, reflections and his actions.

Looking at him, the following points I have noted down for myself, which is a constant reminder for my life and ministry, as well as continuous mirror to see myself, reflecting my positive and negative image of myself. As an elder Bishop I share these points out of fraternal charity.

As pastors, we are the first followers of Jesus, our Good Shepherd, having a mind and heart of Jesus, following his Gospel and Values of the Kingdom of God, that he has come to minister.

Sincere and constant recognition of our weaknesses and sinfulness is the first step to holiness, surrendering at the love and mercy of Jesus, experiencing the joy of the Gospel and the joy of forgiveness received from Jesus. Humility in all matters brings us closer to Jesus our pastor.

As pastors in our three spiritual, preaching and governing functions, we keep always focused on the vision of the Church which has been provided by the Second Vatican council: Church as Communion, Church as Mystery and Church as Mission. This vision be present in all our thinking, planning, decision-making, evaluating, directing, etc.

The synodal Church is the process of implementation of the vision of the Church emphasizing communion, participation and missionary discipleship.

a) **Communion:** divine and spiritual, fraternal and environmental; communion among the three vocations -- Lay Faithful, People of Consecrated Life, Priests and Bishops; We Bishops are signs and witnesses of the communion.
b) **Participation:** of everyone, man and woman, because of baptismal vocation of all and ministerial participation because of the Holy Order. Both these gifts of the Holy Spirit are given in the Church.

c) **Mission:** Mission of communion, mission of participation, mission of witnessing Gospel values after the example of Jesus. Our mission is the threefold mission of Jesus: of sanctifying, of teaching Gospel, which is the Truth, and governing in order to bring the Kingdom of God.

Listening to the Holy Spirit is the fundamental element of a Synodal Church. What does the Holy Spirit say to me, to others and to the Church in this particular time, situation, context, questions or matters? For this we need prayerful listening, discernment and dialogue with God personally and with others individually and in community.

Recently one Religious Sister, a Secretary of the Dicastery of Bishops, said in front of the Holy Father, there is a no ideal bishop. But he has to be shepherd who is "close to the people entrusted to him, he has to know how to involve Priests, Laity and Religious, and people of different generations."

Pope Francis is a Reformer of the Catholic Church basing everything on Jesus and his Gospel and motivated by the Second Vatican Council with constant discovery of its novelty. His recent publication of the Apostolic Constitution, *Preadicate Evangelium*, *Preaching of the Gospel*, is an excellent document enfleshing or incarnating the Gospel of Jesus and the Second Vatican Council as far as the vision of the Church in general and the administration of the Church in particular is concerned.

Preadicate Evangelium is a hand book of the Church for guiding Roman Curia which is at the service of the Holy See and at the same time for the mission of the particular Churches. It is in the same way, all our diocesan and episcopal bodies are at the service of the Bishop and for the Service of the Church.

Pope Francis has called a meeting of the Cardinals at the end of August this year to study the Apostolic Constitutions. I am sure after the meeting everyone will be much more enlightened. But for the time being the points that draw my attention most, are the following:

Participation of Women in Decision-making responsibility: Examples: Pope Francis's clear direction and actual implementation by appointing three Women Religious in the Dicastery for Bishops; 31% of Roman Curia are now women. In the Dicastery for the laity and family, out of 37 workers 34 are lay Faithful.

The questions that I always have: how to make the laity, particularly women, imbued with Christian motivation, professionalism and competence for the important functions entrusted to them already or will be given in future?

At the background of the Synodal Church, the challenges that Cardinal Grech, the Prefect of the Dicastery for Bishops wrote in the Letter to the Priests on the occasion of Holy Thursday this year, remains always valid for us: clericalism, intellectualism and formalism of the priests.

A long-term studies and an on-going questions will be there as to the contextualization of the *Preadicate Evangelium*, mainly focusing on the vision and process of implementation.

In conclusion, the scenes that come to my mind are the images of the recent visit of Pope Francis in Canada, the attitude and spirituality that he witnessed, healing and reconciliation of the past wounds that he attempted, saying sorry and asking forgiveness so many times, words of encouragement in the midst of weight of evil history and present remorse. This visit somehow summed up and witnessed for whatever he stands for as a follower of Christ. Let me quote one passage of Pope's prayer offered being alone, at the bank of the Lake of St. Anne (the picture of the event speaks much more):

“All of us need the healing that comes from Jesus, the physician of souls and bodies. Lord, as the people on the shores of the Sea of Galilee were not afraid to cry out to you with their needs, so we come to you this evening, with whatever pain we bear within us, we bring to you our weariness and our struggles, the wounds of the violence suffered by our Indigenous brothers and sisters. In this blessed place, where harmony and peace reign, we present to you the disharmony of our experiences, the terrible effects of colonization, the indelible pain of so many families, grandparents, and children, help us to be healed of our wounds.”

At the end of the Pope’s visit in Canada I twitted a message saying something like this: “In his Canada Visit, Pope Francis sums up the messages of: *Evangelii Gaudium*, *Laudato Si*, *Gaudete et Exsultate*, *Misericordia et Misera* and *Fratelli Tutti”.*

1 August, 2022.

১লা আগষ্ট, ২০২২

আগস্ট মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসা।

এসো আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর জন্য প্রার্থনা করি: যাতে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে, ব্যবসা করার এবং তাদের বুনিয়াদি সমাজকে সেবা করার জন্য পথ খুঁজে পায়।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একমাত্র মুনাফা লাভের কারণে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আরো বড় হয়, ধনীরা আরো ধনী হয়। এ ধরনের ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় ছোট ও ক্ষুদ্রদের তেমন একটা স্থান থাকে না।

বাংলাদেশে ইদানিং, করোনা মহামারীর কারণে, জীবন ও জীবন-নির্বাহের তাগিদে, অনেক ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করা হয়েছে; নতুন নতুন উদ্যোক্তা, এমনকি নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারাও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সৃজনশীলতা, আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় সমাজের চাহিদা পূরণ। প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠনের ভারবোঝা খুবই কম। স্থানীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং সরাসরি অংশগ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ সরকার এবং আমাদের খ্রিস্টান সমাজের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এদেরকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে ।

পোপ মহোদয় নিজেও, খ্রিষ্টীয় ভাবনায় বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যিক কৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসাগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, কাজ করা ও সমাজকে সেবা করার পথ খুঁজে পায়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

২৬শে জুলাই, ২০২২

“বন্ধু যীশু সংঘ”

“বন্ধু যীশু সংঘ” খ্রিষ্টভক্তজনগণের একটি ধর্মসংঘ। সংঘের মূল প্রেরণার বাণী হচ্ছে যীশুর কথা: “তোমরা আমার বন্ধু”। বাংলাদেশ মণ্ডলীর কয়েকজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজন যীশুর এই কথাটি আপন করে নিয়েছেন। তারা এই বাণীর মধ্যে দেখতে পান যীশু তাদেরকে ভালবাসেন, তিনি তাদের আহ্বান করেন, তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। এই বাণীতে তারা উপলব্ধি করছেন তাদের খ্রিষ্টীয় জীবনের মর্যাদা, জীবন নিবেদনের আগ্রহ এবং যীশুর আদেশ পালনের প্রতি অনুরাগ, কারণ যীশু বলেন: “তোমরা আমার বন্ধু -- অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই কর।” (দ্রষ্টব্য যোহন ১৫:১২-১৭)

উপরোক্ত প্রেরণার সূত্রপাত ঘটে পুণ্য তীর্থ করার মধ্য দিয়ে। বিগত একদশক ধরে (২০১২-২০২২) দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা করার পর তারা উপলব্ধি করেছে খ্রিষ্টযীশুর সঙ্গে ও পরস্পরের সাথে তাদের সম্পর্ককে আরও গভীর ও দৃঢ় করার চেতনা; পবিত্র আত্মায় তারা শ্রবণ করেছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, পেশা ও সামাজিক জীবন, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক জীবনকে আরও খ্রিষ্টীয় আদর্শে ও মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপক্ক করার আহ্বান, যাতে মণ্ডলীর মিশনকর্মে তারা আরও সক্রিয় ভক্তজনগণ হয়ে উঠতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে বন্ধু যীশু নামে মণ্ডলীর ভক্তজনগণের জন্য একটি ধর্মসংঘের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজের সহযোগে আমি, বন্ধু যীশু দলটিকে লিখিত একটি সংবিধানের দ্বারা সাংগঠনিক রূপ দিয়ে, তাদেরকে শিক্ষা, আধ্যাত্মিক গঠন ও পরিচালনা দিতে শুরু করি। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিদের সহায়তায় নির্ধারিত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করি।

বন্ধু যীশু দলের আনুষ্ঠানিক সূচনা মুহূর্ত থেকে, প্রধান কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের সমর্থনে ও সম্মতিতে দলটি পথ চলতে থাকে। বিগত ফেব্রুয়ারি মাস ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একসঙ্গে পথচলার পর, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই-এর পৌরহিত্যে বিগত ২৯শে এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে, রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জায় ৯৭ জন খ্রিষ্টভক্ত এবং তাঁরই প্রতিনিধির পৌরহিত্যে ২২শে জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সিবিসিবি-তে ২১জন খ্রিষ্টভক্ত এবং তাদের সহযাত্রী রূপে আরও ৮ জন যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় প্রবেশ-অনুষ্ঠান ও অঙ্গীকার প্রার্থনার মাধ্যমে “বন্ধু যীশু সংঘ”-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে “বন্ধু যীশু সংঘ”-এর সর্বমোট সদস্যপদ প্রাপ্তদের সংখ্যা ১২৬ জন। “বন্ধু-যীশু সংঘ”-এর সদস্যপদ কাথলিক মণ্ডলীর সকল ভক্তজনগণের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিবছর “বন্ধু যীশু সংঘ” দিবসে (২৫ জানুয়ারি, সাধু পলের বিশ্বাসের জাগরণ পর্ব), নির্ধারিত পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণের পর সংঘের সদস্যপদ লাভ করা যেতে পারে।

“বন্ধু যীশু সংঘ”-টির প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘ-প্রধান হিসেবে আমি, সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সংঘপ্রধান হিসেবে শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং ১০জন কাউন্সিলর, আমরা বর্তমানে সংঘটি

পরিচালনা করছি। আমাদের সাথে আছেন এলাকা ভিত্তিক যোগাযোগের জন্য আরও তিনজন সদস্য।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাস, পবিত্র সংস্কারসমূহ, নৈতিক জীবন ও প্রার্থনা পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা অনুসারে খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচার করা হচ্ছে এই সংঘের মুল লক্ষ্য। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপায় স্বরূপ, সংঘের সদস্যরা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবেঃ প্রার্থনা ও ঐশবাণী পাঠ, খ্রিষ্টীয় দয়ার কাজ, পোপ ও মণ্ডলীর উদ্দেশে প্রার্থনা, সংঘের নির্ধারিত প্রার্থনা, পরস্পরের প্রয়োজনে প্রার্থনা, ইত্যাদি করে থাকেন; সম্মিলিতভাবেঃ সদস্যরা সাম্প্রতিক বিষয়ে শিক্ষা, সেমিনার ও কর্মশালা, নির্জন ধ্যান-সভা, খ্রিষ্টযাগ অনুষ্ঠান, পুণ্য তীর্থগমন, সংঘের বার্ষিক সভা ও উৎসব এবং অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় সমাবেশে সম্মিলিত হয়ে থাকেন।

নিম্নোক্ত অঙ্গীকার প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রিষ্টভক্তজন সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকেনঃ
পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমেন।

হে প্রভু বন্ধু-যীশু, তুমি ভালবেসে তোমার “বন্ধু” বলে আমাকে আহ্বান করেছো; আমাকে মনোনীত করে নিযুক্ত করেছো যেন তোমার কাজে আমি এগিয়ে যাই।

দীক্ষাস্নানে পবিত্র আত্মার দ্বারা তুমি আমাকে অভিষিক্ত করেছো, আমাকে তুমি প্রেরণ করেছো যেন তোমার মঙ্গলবাণী মানুষের কাছে ঘোষণা করি।

তোমাতে দীক্ষিত ও প্রেরিত হয়ে, পবিত্রীকরণের দ্বারা আমাদের যাজকীয় দায়িত্ব, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের দ্বারা আমাদের প্রাবক্তিক দায়িত্ব, ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের রাজকীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য, তুমি তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছো। তোমার এই আহ্বানের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

হে প্রভু বন্ধু যীশু, তুমি আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে আহ্বান করে বলেছোঃ “তোমরা আমার বন্ধু”; “বন্ধু যীশু সংঘ” হিসাবে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে বাসনা করি।

দ্রাক্ষালতা রূপে তোমার সাথে এবং শাখা-প্রশাখা রূপে মণ্ডলী ও সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মণ্ডলীতে একসঙ্গে পথচলার এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের মিশন সম্পন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করি।

আমি (নাম).....................................
ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সামনে, “বন্ধু যীশু সংঘ”-এর সংবিধান অনুযায়ী, খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণের মর্যাদা অনুসারে, আমি আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কময় জীবনে, আমার পেশাগত, ধর্মীয় ও মালিক জীবন-অবস্থা ও সেবাকাজে খ্রিষ্টীয় আদর্শ ও ম,লবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকব -- এই অঙ্গীকার করি।

হে প্রভু, বন্ধু যীশু, তোমার বন্ধুত্বে বেড়ে উঠতে তোমার আদেশের প্রতি আমার অনুরাগ বাড়াও; তোমার আত্মার দ্বারা আমাকে পরিচালিত কর; মা মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর; বন্ধু যীশু সংঘের প্রতিপালক সাধু পল, আমাদের সহায় থাকো। আমেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.,
বন্ধু যীশু সংঘ-প্রধান
বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ (সহ-সংঘপ্রধান)

কাইন্সিলরগণ: (যারা তিন বছরের জন্য মনোনীত):
হিউবার্ট চয়ন রিবেরু (প্রথম কাউন্সিলর), মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩ ০০৮২ ২৪৪।
লাবনী বার্নাডেট পালমা (সম্পাদক), মোবাইল +৮৮ ০১৭১ ১১৯১ ৯৪৪।
বার্নাড পঙ্কজ ডি'রোজারিও, কাউন্ট জেমস কস্তা, ডমিনিক হেমন্ত গমেজ, রোজলিন রীটা কস্তা, ফা: কুঞ্জন কুইয়া, সি. মেরী হিমা, এসএমআরএ. রেবেকা কুইয়া, মায়া মনিকা গাঙ্গুলী।

১০ জুলাই, ২০২২

"বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা করা"

জুলাই মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: "বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা করা"

বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, কারণ তারা আমাদের জীবনের শিকড় ও অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা যেনো নবীন জনগণকে, প্রত্যাশা ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

সিনড বিশিষ্ট মন্ডলী গঠনে বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শ্রবণ করা, পরিবারের মধ্যে যেমন, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ মন্ডলীর মধ্যেও তেমনি, বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করবে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে, ২৬ জুলাই কুমারী মারিয়ার পিতা-মাতা ও যীশুর দাদা-দাদি, সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না'র পর্বটি পালনের মধ্য দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা এবং আমাদের জীবনে তাদের ভূমিকা ও অবদান গভীরভাবে আরও প্রকাশিত হবে।

জ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

দুবাই, ০৭/০৭/২০২২

পালকীয় সফরের সমাপন

দুবাই বিমান বন্দরে বসে ফিরে তাকিয়ে যা মনে আসল:

ইউনাইটেড আরব ইমিরেটস (জুন ১১-১৬) থাকাকালীন অবস্থায় দুবাই, শারজাহ ও আবুধাবিতে বাঙালিদের সহ (১০০) অন্যান্য জনগণের জন্য তিনটি প্যারিশে মিসা উৎসর্গ করা হয়েছে ; পরিবার দর্শন, পরিবারে মিসা দেওয়া, খাওয়া- দাওয়া করা হয়েছে।

জুন ১৭ থেকে ৬ই জুলাই কানাডায় পালকীয় সফরকালে:

টরেন্টোতে বাঙালিদের জন্য দুবার (১৭ জুন ও ২রা জুলাই (৫০০/২০০ জন); বেরী ও হ্যামিল্টনে দুটো প্যারিশ খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হয়েছে; আটটি পারবারিক সমাবেশে প্রায় ১৫০ লোকের সঙ্গে একাধিক বার সাক্ষাত, গৃহ-আশীর্বাদসহ প্রার্থনা, আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। একটি পরিবারে পারিবারিক মিশা দিয়েছি।

মন্ট্রিয়ালে প্রয়াত সিস্টার এভলিনের স্মরণে বাংলায় সেন্ট লরেন্স প্যারিশে খ্রিষ্টযাগ হয়েছে (১০০ জন), সাধু জোসেফ অরাটোরিতে রবিবাসরীয় খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হয়। পরিবার পরিদর্শণসহ ৭টি পারিবারিক সমাবেশ হয় যেখানে প্রার্থনা, আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া করা হয়।

মন্ট্রিয়ালে বেশ কতেক প্রাক্তন মিশনারি ফাদার, ব্রাদার সিস্টারদের সাথে সাক্ষাৎ হয় যাদের বয়স এখন ৭০-৯৬ এর মধ্যে। আমার জীবনে তাদের প্রভাব অনুভব করে আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাবা সুযোগ হয়েছে।

এবছরে আমার পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশের ৬০ বছর পূর্তিতে এবং যাজকীয় অভিষেকের ৫০ বছরের জুবিলিতে মন্ট্রিয়ালে আসাটা আমি তীর্থ হিসেবে বিবেচনা করেছি। প্রাণভরে ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ করেছি। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

পালকীয় সফরকালে কতো মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি সাহায্য-সহযোগিতা, আদর-যত্ন, ভালবাসা-সেবা, আতিথ্য-আপ্যায়ন, সান্নিধ্য-সহভাগিতা, প্রার্থনা-ত্যাগস্বীকার এবং দান-উপহার। এ সবকিছুর জন্য সবার কাছে অনেক ধন্যবাদ। সবার জন্য রইল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব – **০৫/০৬/২০২২**

পবিত্র আত্মার আগমন : পবিত্র আত্মায় অবধারণ

সাম্প্রতিকালে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যটি পোপ মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন সেটা হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী; "সিনড" কথার অর্থ হচ্ছে "একসঙ্গে পথচলা"। মণ্ডলীতে সবার "অংশগ্রহণ"এ, মণ্ডলীর "মিশন" সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে, মণ্ডলী যেন "মিলন-সমাজ" হওয়ার জন্য সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা - ভক্তজনগণ, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণ "একসঙ্গে পথ চলে"।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বে আমরা প্রত্যাশিত গ্রন্থ থেকে এই বাণী শুনি: "যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।"

কাথলিক মণ্ডলী "এক" বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে এই "এক"-এর মধ্যে আছে "বহু"। মণ্ডলীতে আছে বহু কৃষ্টি, ভাষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, দেশ ও যুগ; বহু ধরনের মানুষ, তাদের বহু ধরনের শক্তি, ভূমিকা, দায়িত্ব; বহু মন-মেধা, চিন্তাধারা, হৃদয়বৃত্তি, মতামত ও সামর্থ। তবে "বহু"র মধ্যে রয়েছে "প্রভু" যিনি এক, বিশ্বাস যা "এক", পবিত্র আত্মা যিনি "এক", খ্রিষ্টদেহরূপ মণ্ডলীর বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনিই একমাত্র "প্রাণ"। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"? মণ্ডলীকে সিনড-বিশিষ্ট করতে হলে পবিত্র আত্মাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরপুত্র প্রভু যীশুখ্রিষ্টেতে সবাইকে "এক" করেন, আমাদের সবাইকে "এক" পিতার সন্তান করে রাখেন। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

একারণেই পবিত্র আত্মার আগমন পর্বে (পঞ্চাশত্তমী পর্বে) আমরা মণ্ডলীর জন্মদিন পালন করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই মণ্ডলী জন্ম লাভ করে, মণ্ডলী যা তা-ই হয়ে ওঠে। মণ্ডলী যদি সত্তাগত ভাবে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে হয় তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তি, কাজ, প্রেরণা ও মিশন ছাড়া সম্ভব নয়। "ঐশ আত্মা মণ্ডলীকে কী বলছেন"?

পোপ মহোদয় বলেছেন যে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা হবে "শ্রবণ করা"; "ঐশ আত্মা কী বলছেন" তা শ্রবণ করা; আমার কাছে পবিত্র আত্মা কী বলছেন তা শ্রবণ করা; পবিত্র আত্মা অন্যের কাছে কী বলছেন তা শ্রবণ করা; মণ্ডলীর মধ্যে যেন কেউ মনে না করে যে, কেবলমাত্র তার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেন। পবিত্র আত্মা সবাই লাভ করেছেন। তারা দীক্ষিত ও প্রেরিত।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে শুধু নিজের কথা শোনা নয়, পবিত্র আত্মা আমার মধ্য দিয়ে এবং অন্যের মধ্য দিয়ে কী বলছেন তা শ্রবণ করা। এর ফলেই মণ্ডলীতে গুরুত্ব পাবে আত্মার শক্তি দ্বারা জানার প্রক্রিয়া, যাকে আমরা বলি "আত্মায় অবধারণ শক্তি"।

আত্মায় "অবধারণ করা" হচ্ছে আত্মার একটি শক্তি। "অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা জানি, বিবেচনা করি, যাচাই করি, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কী বলছেন।

"আত্মায় অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যা ভাল বা মন্দ আছে তা আমরা জানতে পারি; "আত্মার অবধারণ শক্তি" দ্বারা অন্যের মধ্যে যা ভাল বা মন্দ আছে তা জানতে পারি; আত্মায় অবধারণ শক্তি দ্বারা নিজেদের মধ্যে ও অপরের মধ্যে যা ভাল, অথচ গোপন আছে তা বের করে আনতে পারি।

"আত্মায় অবধারণ শক্তি" দ্বারা আমরা বুঝতে পারি পবিত্র আত্মার কাজ কোনটি এবং পবিত্র আত্মার বিরোধী কাজ কোনটি।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে বলেন? যাকিছু "ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম", (গালাতীয় ৫:২২-২৩); ঐক্য-মিলন, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, সমঝোতা, সংলাপ, সংহতি, স্বার্থচিন্তা-মুক্তি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে - তাই পবিত্র আত্মরর কাজ।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী করতে বারণ করেন? "ব্যাভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রæতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব" (গালাতীয় ৫:১৯-২১), মিথ্যা-অপবাদ, দুর্নাম করা, সুনাম নষ্ট করা, বিরূপ সমালোচনা করা, স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কাইকে হেয় করা, চরিত্র হনন করা, ধুমকি-ধামকি দেওয়া, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, সত্যতা যাচাই না করে অসত্য প্রচার করা, ইত্যাদি কাজ সকল পবিত্র আত্মার পরিপন্থি। এগুলো কোন সময়ে পবিত্র আত্মার কাজ হতে পারে না।

ঐশ আত্মামণ্ডলীকে কী বলেন তা শ্রবণ করা ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে; শ্রবণ করা অন্যের মতামত জানার মাধ্যমে; ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও মণ্ডলিক ভাবে আত্মায় অবধারণ শক্তির মাধ্যমে। "যার কান আছে, সে শুনুক, ঐশ আত্মা এখন মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।"

পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ ক'রে যে ব্যক্তি সৎসাহস, সুবিবেচনা, ন্যায়পরায়নতা ও মিতাচারিতা নিয়ে, কঠিন চ্যালেঞ্জ দিতে পারে, সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মানুষের কথা না শুনে ঈশ্বরের কথা শোনে, তার নিজের মধ্যে কষ্ট থাকলেও শান্তি অনুভব করে, ভুল করলে ক্ষমা চাইতে পারে, ভুলের সংশোধন গ্রহণ করতে পারে, অপরকে ক্ষমা করতে পারে। যারা শান্তিকামী তারা ধন্য। শান্তি পবিত্র আত্মারই দান। পবিত্র আত্মার অবতরণ মহাপর্বে পবিত্র আত্মায় অবধারণ শক্তি জাগ্রত করে মণ্ডলীকে আরও সিনড-বিশিষ্ট করে তুলি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

১০ জুলাই, ২০২২।

"**বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা কর**"

জুলাই মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: "বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা করা" বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, কারণ তারা আমাদের জীবনের শিকড় ও অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়; তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা যেনো নবীন জনগণকে, প্রত্যাশা ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

সিনড বিশিষ্ট মন্ডলী গঠনে বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শ্রবণ করা, পরিবারের মধ্যে যেমন, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ মন্ডলীর মধ্যেও তেমনি, বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করবে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে, ২৬ জুলাই কুমারী মারিয়ার পিতা-মাতা ও যীশুর দাদা-দাদি, সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না'র পর্বটি পালনের মধ্য দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য প্রার্থনা এবং আমাদের জীবনে তাদের ভূমিকা ও অবদান গভীরভাবে আরও প্রকাশিত হবে।

জ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

দুবাই, ০৭/০৭/২০২২

পালকীয় সফরের সমাপন

দুবাই বিমান বন্দরে বসে ফিরে তাকিয়ে যা মনে আসল:

ইউনাইটেড আরব ইমিরেটস (জুন ১১-১৬) থাকাকালীন অবস্থায় দুবাই, শারজাহ ও আবুধাবিতে বাঙালিদের সহ (১০০) অন্যান্য জনগণের জন্য তিনটি প্যারিশে মিসা উৎসর্গ করা হয়েছে ; পরিবার দর্শন, পরিবারে মিসা দেওয়া, খাওয়া- দাওয়া করা হয়েছে।

জুন ১৭ থেকে ৬ই জুলাই কানাডায় পালকীয় সফরকালে:

টরেন্টোতে বাঙালিদের জন্য দুবার (১৭ জুন ও ২রা জুলাই (৫০০/২০০ জন); বেরী ও হ্যামিল্টনে দুটো প্যারিশ খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হয়েছে; আটটি পারবারিক সমাবেশে প্রায় ১৫০ লোকের সঙ্গে একাধিক বার সাক্ষাত, গৃহ-আশীর্বাদসহ প্রার্থনা, আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। একটি পরিবারে পারিবারিক মিশা দিয়েছি।

মন্ট্রিয়ালে প্রয়াত সিস্টার এভলিনের স্মরণে বাংলায় সেন্ট লরেন্স প্যারিশে খ্রিষ্টযাগ হয়েছে (১০০ জন), সাধু জোসেফ অরাটোরিতে রবিবাসরীয় খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হয়। পরিবার পরিদর্শণসহ ৭টি পারিবারিক সমাবেশ হয় যেখানে প্রার্থনা, আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া করা হয়।

মন্ট্রিয়ালে বেশ কতেক প্রাক্তন মিশনারি ফাদার, ব্রাদার সিস্টারদের সাথে সাক্ষাৎ হয় যাদের

বয়স এখন ৭০-৯৬ এর মধ্যে। আমার জীবনে তাদের প্রভাব অনুভব করে আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাবা সুযোগ হয়েছে।

এবছরে আমার পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশের ৬০ বছর পূর্তিতে এবং যাজকীয় অভিষেকের ৫০ বছরের জুবিলিতে মন্ট্রিয়ালে আসাটা আমি তীর্থ হিসেবে বিবেচনা করেছি। প্রাণভরে ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ করেছি। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

পালকীয় সফরকালে কতো মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি সাহায্য-সহযোগিতা, আদর-যত্ন, ভালবাসা-সেবা, আতিথ্য-আপ্যায়ন, সান্নিধ্য-সহভাগিতা, প্রার্থনা-ত্যাগস্বীকার এবং দান-উপহার। এ সবকিছুর জন্য সবার কাছে অনেক ধন্যবাদ। সবার জন্য রইল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

২১/০৬/২০২২

বরিশাল ডাইয়োসিসের দ্বিতীয় ধর্মপাল, নবনিযুক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-কে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

মেজর সেমিনারিতে আমি তাকে ছাত্ররূপে পেয়েছিলাম। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল থাকাকালীন সময়ে আমার দ্বিতীয় অভিষিক্ত যাজক ছিলেন তিনি।

নবনিযুক্ত বিশপ ইমানুয়েলের অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখি: শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বাইবেল বিশেষজ্ঞ; তিনি ঐশতত্ত্বের একজন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও লেখক; পালকীয় কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ; আধ্যাতিকতায় বলিষ্ঠ সাধক; প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুসক্ষম ও সামর্থ্যবান; মন্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিষয়ে সচেতন একজন যাজক।

আরো দেখি যাজকীয় জীবন, উৎসর্গীকৃত জীবন ও জনমন্ডলীর ভক্তগণের গঠন দানে তার আগ্রহ, পরিচালন ও দক্ষতা।

অতীতে প্রকাশিত তার গুণাবলী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের খ্রিষ্টভক্ত জনগণ, সন্ন্যাসব্রতী পুরুষ ও নারী এবং যাজকদের প্রার্থনাপূর্ণ সহযোগিতা, সহভাগিতা, সহদায়িত্ববোধ, সহভাব, সহযাত্রা, ইত্যাদি, বরিশাল ধর্মপ্রদেশকে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, মিশন দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, মিলন সমাজ গড়ার জন্য, একসঙ্গে পথচলতে সহায়তা করবে।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের জন্য এবং নবনিযুক্ত বিশপের জন্য আমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ রইল।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

দুবাই বিমান বন্দর ছাড়ার পূর্বে সেন্ট মাইকেল ও মেরীস প্যারিশের পালপুরোহিত, বাংলা মিসার আয়যোন যারা করেছ, বিশ্বজিত, চিরঞ্জিত, চার্লস, ঋতিকা, জয়া পরিবারের সকলকে এবং স্বপন, নিপু, পাপনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আশীর্বাদ রইল সবার প্রতি।

১০/০৬/২০২২

পালকীয় ও শুভেচ্ছা সফর

আগামী ১১ ই জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত দুবাই, শারজাহ ও আবুধাবি এবং কানাডার টরেন্টো ও মন্ট্রিয়লে যাচ্ছি।

এই সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত পালকীয় : বাংলাদেশি খ্রিস্টান প্রবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের জন্য খ্রিষ্টযাগ ও অন্যান্য সংস্কার প্রদান করা, তীর্থ করা, পরিবার পরিদর্শন করা, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের এবং প্রাক্তন মিশনারিদের সাথে সাক্ষাৎ করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত জায়গায় যাওয়া হবে :

১১-১৬ জুন: আবুধাবি, দুবাই ও শারজাহ;
১৭-২০ জুন: টরেন্টো
২১-২৮ জুন: মন্ট্রিঅল ও অটোয়া
২৯- জুন থেকে ৬ই জুলাই : টরেন্টো

সফর সফলতার জন্য প্রার্থনা কামনা করি। আমিও প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দিই।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

০৪/০৬/২০২২

স্পিরিটুস সান্তি রোজা। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র আত্মার রোজা বা উপবাস । পবিত্র আত্মার অবতরণ (পুনরুত্থানের ৫০ দিন পর - পঞ্চাশত্তমী) মহাপর্বের পূর্বদিন, অর্থাৎ শনিবার এই রোজাটি রাখা হয়।

পাদ্রিশিবপুরে, ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারের সবাই মিলে বা বর্তমানে পরিবারের একজন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, এই রোজাটি রেখে আসছে।

পবিত্র আত্মার পর্বের পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ এই উপবাসটি করা হয়ে থাকে।

পুরাতন বাইবেলের যুগে ফসল সংগ্রহের সময় বছরে দুটো দিন নবান্ন উৎসব পালন করা হতো।

ইহুদিদের জন্য পঞ্চাশত্তমী পর্ব ছিল গমের ফসল সংগ্রহের সময়।

বাংলার জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস মধুফলের মাস। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার কৃষ্টি অনুসারে নানান ধরনের ফলমূল আহার করে রোজা ভাঙ্গা হত।

এ হলো Spiritus Sancti বা পবিত্র আত্মার রোজা। পবিত্র আত্মার পর্বটি রোজা রেখে পালন করা খুবই সুন্দর একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য।

মন্দ আত্মার প্রলোভন থেকে উপবাস করে, পবিত্র আত্মার ১২ টি ফল জীবনে ধারণ করে পবিত্র আত্মার মহাপর্ব টি পালন করা খ্রিস্টীয় তাৎপর্য বহন করে।

২৭শে মে, ২০২২

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৭১-২০২১)

সি.বি.সি.বি-এর বিবর্তন ঃ বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

প্রারম্ভিক কথা:

মানুষ বর্তমানে বাস করে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, অতীতের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। অতীতের প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে এ কারণে যে, মানুষ যেহেতু স্থান-কাল-পাত্রে অবস্থান করে, সেহেতু সে শূন্য থেকে আসেনি, তার আছে একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত একটা পরম্পরা। অতীতকে স্বরণ করা মানবসত্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। স্মৃতির শক্তি অত্যন্ত সক্রিয়। স্মৃতি বিলোপন অনেক সময় একটা অসুস্থতা হতে পারে। সি.বি.সি.বি-এর সুবর্ণজয়ন্তীতে সি.বি.সি.বি-কে ফিরে দেখা একটি মহৎ, সুস্থ ও আনন্দদায়ক কাজ। এই ঘটনার ভাগীদার হতে পেরে আমি খুবই ভাগ্যবান মনে করছি।

আমার জানামতে, সি.বি.সি.বি-এর পূর্ব-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস, পূর্বে মনে হয় নেয়া হয় নি। অতএব এই প্রবন্ধটি দাঁড় করাতে আমাকে তথ্যের সন্ধান করতে হয়েছে। তথ্যপঞ্জি হিসেবে যে দলিল আমি ব্যবহার করেছি, তাহল কাথলিক বিশপ সম্মিলনী সভার কার্যবিবরণী যা সংখ্যায় প্রায় দুই শতাধিক হবে। এই কার্যবিবরণীগুলো ঢাকা আর্চবিশপ হাউজের আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। আরেকটি প্রধান দলিল হচ্ছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কেননা সি.বি.সি.বি-এর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিরিশ বছর আমি নিজে বিশপ হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলাম।

আমাকে বলা হয়েছে: বিগত পঞ্চাশ বছরে "সি.বি.সি.বি-এর বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক" উল্লেখ করে একটি রচনা লিখতে। উক্ত বিষয়টিই প্রতিপাদ্য ক'রে রচনাটির শিরোনাম রেখেছি "সি.বি.সি.বি-র বিবর্তন: বিশেষ ঘটনা ও মাইলফলক"। প্রবন্ধটি সাতটি ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করছি। প্রথম ভাগটি পটভূমিকা স্বরূপ এবং সর্বশেষ ভাগটি উপসংহার স্বরূপ। আর মাঝখানে রয়েছে সি.বি.সি.বি-এর পাঁচজন সভাপতির পাচঁটি কার্যকাল।

প্রবন্ধের ঐতিহাসিক তথ্যগুলো নিখুঁত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি এটি প্রথমকাজ বলে অনেক তথ্যই বাদ পড়েছে অথবা ঘটনার তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে আরও মান-সম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করার দ্বার উম্মুক্ত থাকছে। প্রকৃতিগতভাবে বর্তমান প্রবন্ধটি অনেকটা বিবরণমূলক; বিশ্লেষণী একটি গবেষণা-সম্মত প্রবন্ধে রূপান্তরিত করার আরও সুযোগ রয়েছে বলে আমি স্বীকার করি।

পটভূমিকা: প্রাক্-সি.বি.সি.বি – ১৯৬০-১৯৭১

॥ ১ ॥ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা (১৯৫৯-১৯৬৫)

মহাসভার প্রস্তুতিকাল (১৯৫৯-১৯৬২)

পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, অপ্রত্যাশিতভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্য ২১তম বিশ্বজনীন মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিলেন। প্রথম ভাটিকান মহাসভার ৯২বছর পর, দীর্ঘ প্রায় চার বছরের প্রস্তুতির সমাপ্তিতে, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা উদ্বোধন হল।

মহাসভার কার্যকাল (১৯৬২-১৯৬৫)

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা উদ্বোধন করেছেন পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, যিনি ৩ জুন, ১৯৬৩ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন পোপ ষষ্ঠ পল (১৯৬৫), যার মৃত্যু ঘটেছে ৬ই আগষ্ট ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে । মহাসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল: "খ্রিষ্টমণ্ডলীর নবীকরণ"। মণ্ডলীর সামগ্র দিক পর্যালোচনা করার পর ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুমোদিত হয়। পরিসমাপ্তিতে যে কথাটা শ্লোগান হয়ে ব্যক্ত হয়েছে তাহল: "মহাসভা সমাপ্ত হল, মহাসভা দীর্ঘজীবি হোক"। অন্য কথায় বলা যায় যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা মাত্র শুরু হয়েছে, দীর্ঘকাল ধরে মহাসভা চলবে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন বিশপ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তারা হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি, চট্টগ্রামের বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, খুলনার বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন, এস.এক্স; দিনাজপুরের বিশপ যোসেফ ওবের্টে, পি.মে, এবং ঢাকার সহকারী বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি।

পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি), পূর্ব পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (ই.পি.বি.সি), বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সি.বি.সি.বি) জন্য প্রধান লক্ষ্য ও দর্শন ছিল দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে মণ্ডলীকে নবীকরণ করা; খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান, সেবাদান ও মিলনসমাজ রূপে গঠনের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণা দান করা; এবং পালকীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দান করা।

॥ ২ ॥ পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি)

পাকিস্তান কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (পি.সি.বি.সি.) কখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার তথ্য জানা আমার সম্ভব হয়নি। তবে করাচীর আর্চবিশপ (পরবর্তীতে কার্ডিনাল) যোসেফ এন্থনি কর্ডেরো পিসিবিসি'র সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর ১৬ থেকে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন "বাংলাদেশ" হিসেবে নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয় লাভ করে।

সমগ্র পাকিস্তানের (পূর্ব+পশ্চিম) বিশপগণ, উদাহরণ স্বরূপ ১৮-১৯/১১/১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাতে এবং ২২-২৩/৫/১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে করাচীতে বিশপ সম্মিলনীর (পিসিবিসি) সভায় মিলিত হয়েছেন। সংবিধান অনুসারে পি.সি.বি.সি দুবছরে একবার সভা করতেন, পালাক্রমে একবার পূর্ব ও পরবর্তীবার পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হত।

আবার এও দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ পৃথকভাবে সম্মিলনীর আঞ্চলিক সভায় (ইপিবিসি) মিলিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ: ১৯-২০/০৪/১৯৬০; ২৯-৩০/৯/১৯৬৯ এবং ২২/৭/১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিশপদের সভা।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যারা পূর্ব পাকিস্তানের বিশপ সম্মিলনীতে (ইপিবিসি) সদস্য ছিলেন তার হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি (সভাপতি), বিশপ রেমণ্ড লারোজ, সিএসসি, চট্টগ্রাম; বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন, এস.এক্স, খুলনা; বিশপ যোসেফ ওবের্টে, পি.মে, দিনাজপুর। প্রতিটি সভায় একজন বিশপকে সেক্রেটারি হিসেবে মনোনীত করা হত।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বিশপ সম্মিলনী স্থানীয় বিশপদের দ্বারা গঠিত হয়। সভাপতি: ঢাকার আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসি (১৯৬০/১৯৬৭), চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, (১৯৬৮-), দিনাজপুরের বিশপ মাইকেল রোজারিও – সেক্রেটারি (১৯৬৮-) এবং খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও, সিএসসি (১৯৭০-)।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে মণ্ডলীর পরিসংখ্যান ছিল এরূপ: কাথলিক জনসংখ্যা : ১১৪,৯৮৮; পুরোহিত ১২৫ (পাকিস্তানী ৩৯ + মিশনারী ৯৬); ব্রাদার ৬০ (পাকিস্তানী ১৩ + মিশনারী ৪৭); সিস্টার ৪১৩ (পাকিস্তানী ২৮০ + মিশনারী ১৩৩)।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের জন্য দুটো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়: বরিশালে ৫-৮ আগষ্ট এবং ঢাকায় ১২-১৫ আগষ্ট। করাচী সেমিনারী থেকে আসা অধ্যাপক ফা: লুইস মাসকারেনাস এই সেমিনার দুটো পরিচালনা করেন। সেমিনারের প্রধান বিষয় ছিল: উপাসনা-অনুষ্ঠান। পুরোহিতগণ যে সমস্ত সুপারিশ পেশ করেন তা পুর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ অনুমোদন করেন। (ইপিবিসি সভা: আগষ্ট ২৪-২৫, ১৯৬৯)।

॥ ৩ ॥ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা:

বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশ দশক ছিল সমবায় আন্দোলন ও নারী শিক্ষা আন্দোলন দ্বারা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ দ্বারা চিহ্নিত।

"পূর্ব পাকিস্তান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন" নামে একটি রেজিষ্টারকৃত সংগঠন হিসেবে পরিচয় লাভ করে (রেজিষ্ট্রেশন নং ৩১৮৭/১৪৬-ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৮-৬৯, ১১ই মার্চ)।

পূর্বপাকিস্তানে অবস্থিত মণ্ডলীর "ধর্মীয় ও সামাজিক" বিষয়ের ওপর একটি গুরুত্বপুর্ণ জরিপ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রধান পরিচালনায় ছিলেন লুভেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমাজতত্ত্ববিদ, ফাদার ফ্রান্সোয়াঁ হুটার্ট। স্থানীয় ভাবে ফাদার ক্লড ক্রুইয়ারর্ড, সি.এস.সি এবং সিস্টার মেরী প্যাট্রিশিয়া, সিএসসি উক্ত জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপ কাজে করাচী উচ্চ সেমিনারিতে অধ্যয়নরত পূর্ব বাংলার কয়েকজন সেমিনারিয়ান (বেঞ্জামিন কস্তা, বার্নাড পালমা ও প্যাট্রিক ডি'রোজারিও) কয়েকটি প্যারিশে গিয়ে প্রশ্নমালার সাহায্যে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জরীপের তথ্য সংগ্রহ করে।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে "প্যান এশিয়ার বিশপ সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয় ফিলিপাইনের মানিল্লা শহরে। এই সভায় পুর্বপাকিস্তানসহ এশিয়ার সকল দেশের বিশপগণ উপস্থিত ছিলেন। এ কারণে ১২-১৩ নভেম্বরের জলোচ্ছাসের সময় পুর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ দেশে থাকতে পারেননি।

যাত্রা বিরতি জন্য, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭০ খ্রি. পোপ ষষ্ঠ পল ঢাকা বিমান বন্দরে এক ঘন্টা অবস্থান করেন। প্রায় দশ হাজার খ্রিষ্টভক্ত বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়ে পোপ মহোদয়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিমান বন্দরে পোপ মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কয়েকদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে আক্রান্তদের প্রতি পোপ মহোদয় সমবেদনা জানান এবং এক লক্ষ ডলারের একটি চেক প্রেসিডেন্টের হাতে অর্পণ করেন। সমপরিমাণের আরেকটি চেক ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত খ্রিষ্টানদের জন্য প্রদান করেন।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে দেশে বেশ কয়েকটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। একদিকে ১২-১৩ নভেম্বর প্রকৃতির একটি তাণ্ডব, জলোচ্ছাস ও ঘুর্ণিঝড়; আবার অন্যদিকে ১৯৭০ এর জাতীয় নির্বাচন এবং পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। এই দুটো ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে চূড়ান্ত যে ফাটল ধরেছে তা আর কোনদিন জোড়া লাগেনি। ফলশ্রুতিতে হল ৯ মাসব্যাপী স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয় (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১)।

সমসাময়িক কালে মণ্ডলীর মধ্যে ঘটেছে বহুমুখী যুগান্তকারী কয়েকটি ঘটনা: (১) বাংলার মাটিতে একজন পোপ ষষ্ঠ পলের প্রথম আগমন; জনগণের সাথে তাঁর একাত্মতা; এই ঘটনা খ্রিষ্টানদেরকে দিয়েছে তাদের নাগরিক জীবনে মর্যাদা ও স্বীকৃতি। (২) জলোচ্ছাস মণ্ডলীর গণ্ডী-সীমানা ভাসিয়ে দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ দিয়েছে বৃহত্তর সমাজের সাথে খ্রিষ্টান জনগণের একাত্মতা ও দেশাত্মবোধ, এবং অনেক কিছুতে তাদেরকে দিয়েছে বহির্মুখী চিন্তা ও কার্যক্রম। (৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে খ্রিষ্টানদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্য ধর্মের মানুষের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে নতুন ভাবে সাক্ষ্যদানের দিগন্ত উম্মুক্ত হয়েছে। (৪) দেশের মধ্যে এন.জি.ও উদ্ভাবন হয়েছে যার মধ্যে "কোর" ও

"কারিতাস" অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। (৫) স্থানীয় মণ্ডলী হওয়ার বহুমাত্রিক আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অর্জন করেছে। (৬) তাদের নেতৃত্বে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ বিভিন্ন কমিশন, সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ ও মণ্ডলী গড়ার কাজে দৃঢ়চিত্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। নেতিবাচক ঘটনার মধ্য থেকে ঈশ্বর কত শুভ জিনিস বেড় করে আনেন, তা দেখে আমরা সবাই বিস্মিত।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ চারজন বিশপই ছিলেন দেশীয়। মণ্ডলীকে স্থানীয়করণ ও সংস্কৃত্যায়নের প্রক্রিয়ায় দেশীয় বিশপদের মনোনয়ন ছিল বিরাট একটি মাইল-ফলক।

প্রথম কার্যকাল: ১৯৭১-১৯৭৭ (৭ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, ঢাকা (১৯৬৭-১৯৭৭)
সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনা (১৯৭০-)
সদস্য বিশপ : আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, ঢাকা (১৯৬০-১৯৭৭); বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি, চট্টগ্রাম (১৯৬৮-); বিশপ মাইকেল রোজারিও, দিনাজপুর (১৯৬৮-); বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনা (১৯৭০-)।
পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ এডোয়ার্ড ইদ্রিস ক্যাসেডি (১৯৭৩-১৯৭৯)

(১) ই.পি.বি.সি-এর সভা

কাথলিক ডিরেক্ট রিতে বলা হয়েছে যে, সি.বি.সি.বি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; তবে তারিখ বা মাসের কোন উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দকে সি.বি.সি.বি-এর প্রতিষ্ঠা-বর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বপাকিস্তানের বিশপদের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই সভাগুলো মূলতঃ পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক বিশপ সম্মিলনীর সভা (ই.পি.বি.সি.) হিসেবে বিবেচিত হয়। *(প্রো-নুনসিও মাল্টোনি, সার্কুলার নং ২২৯৭, সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৬৯)*

CORR "কোর" প্রতিষ্ঠা–১৯৭১: পূর্ব পাকিস্তানের বিশপগণ, দেশের ভেতরে ও বাইরে (কারিতাস ইন্টারন্যাশনাল, কারিতাস ইতালি, কারিতাস জার্মানী ও সি.আর.এস) সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করার পর, জলোচ্ছাস ও যুদ্ধের ফলে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করার জন্য, স্থানীয় Chittagong Organization for Rehabilitation and Development (CORD –Dec. 2, 1971) সংগঠনটিকে রূপান্তরিত ক'রে আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় সংগঠন হিসেবে Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) সংস্থাটি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১২-১৩ তারিখে ই.পি.সি.বি সভায় প্রাতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংস্থার জন্য যাদের হাতে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তারা ছিলেন: প্রেসিডেন্ট: বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (অনুপস্থিতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী); ডিরেক্ট র: ফাদার বেঞ্জামিন লাবে, সিএসসি; সেক্রেটারি: ফাদার বি. রড্রিগ্স; সদস্য: ফাদার চার্লস ইয়াং, ফাদার ক্রেস্টানি, এস.এক্স, ফাদার চেসকাতো, পিমে, ফাদার ব্রুইয়ার্ড সিএসসি এবং সিস্টার মেরী প্যাট্রিশিয়া. সিএসসি; আর মাঠ সুপারভাইজার হিসেবে ব্রাদার লরেন্স ডায়েস, সিএসসি এবং ব্রাদার কনস্টান্ট সিএসসি-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয় (ই.পি.বি.সি সভার কার্যবিবরণী: ১২-১৩ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

বিশপদের সিদ্ধান্তক্রমে "এপিসকপাল কমিশন ফর মিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং প্রস্তাবিত হয় যে, তার সভাপতি থাকবেন একজন বিশপ। বাংলাদেশে জাতীয় পি.এম.এস-এর এটাই হচ্ছে আদিরূপ। (ই.পি.বি.সি সভা: ৭-৮ জুলাই, ১৯৭১)

(২) সি.বি.সি.বি.-এর প্রথম সভা: ২-৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:

বলতে গেলে এই সভাটিই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রথম সভা। সি.বি.সি.বি-এর প্রতিষ্ঠা বর্ষ এই তারিখ থেকেও গণনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিশপদের এই সভাটি অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

(ক) বাংলাদেশের বিশপগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনজন বিশপের একটি প্রতিনিধি দল ভাটিকানে গিয়ে পোপ মহোদয়কে অনুরোধ করবেন যেন ভাটিকান স্বাধীন বাংলাদেশকে অতি সত্ত্বর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং নতুন দেশটির সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

(খ) সভাকালীন সময়ে ২রা ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের বিশপগণ, এ্যাংলিকান বিশপ ব্লেয়ার এবং ব্যাপ্টিস্ট চার্চের আর.এন. বাড়ৈ-কে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

(গ) প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের সময় বিশপগণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ ক্রুশমূর্তিসহ একটি সোনার চেইন, একটি কলম এবং দুই লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন।

(ঘ) বিশপগণ তাদের লিখিত বক্তব্যে প্রেসিডেন্টকে খ্রিষ্টান সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; **CORR**-এর বর্তমান কার্যক্রম, এবং ভবিষ্যত-কার্যক্রমের পরিকল্পনা তুলে ধরেন; বিহারীদের প্রতি তাঁরা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন এবং তাদের মাঝে, বিশেষ করে মহম্মদপুর, মিরপুর, খালিশপুর ও সৈয়দপুরে ত্রাণকাজের কথা অবগত করেন।

(ঙ) ইতিমধ্যে প্রদত্ত সরকারি নির্দেশনার প্রতি অনুগত হয়ে কাথলিক চার্চ দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলগুলো বাংলা মিডিয়ামে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

একই সভায় আরও যেসব গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা নিম্নরূপ:

(ক) ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সকল কমিশনের নাম "আন্তঃধর্মপ্রদেশীয়" কমিশন বলে অভিহিত হবে।

(খ) নটর ডাম কলেজে অধ্যয়নরত সেমিনারিয়ানদের নিয়ে ইন্টারমেডিয়েট সেমিনারী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ফাদার থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি-কে প্রথম রেক্ট র হিসেবে নিয়োগদান করা হয়।

(গ) ১৯৬৮-১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মণ্ডলীর সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ক যে জরিপ করা হয় তার ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(৩) সি.বি.সি.বি-এর পরবর্তী সভাসমূহ (১৯৭২-১৯৭৭) এবং উল্লেখ্য বিশেষ ঘটনাসমূহ

১) **শিক্ষা:** "বাংলাদেশ খ্রিষ্টান শিক্ষা পরিষদ"-এর সংবিধান অনুমোদন; শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সেমিনার আয়োজন (১৯৭২); জরুরি প্রয়োজন বিধায় ঢাকাতে খ্রিষ্টান হোস্টেল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত (১৯৭২)।

২) **সেমিনারী:** এ্যাড হক সেমিনারী কমিশন গঠিত হয় (১৯৭২); বনানীতে উচ্চ সেমিনারী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (১৯৭৩); নটর ডাম ম্যাথিস হাউসে উচ্চ সেমিনারি শুরু যার প্রথম পরিচালক ছিলেন ফাদার পৌলুনিস কস্তা (১৯৭৩); বনানীতে উচ্চ সেমিনারী স্থানান্তরিত করা হয় (১৯৭৬)।

৩) **সামাজিক কর্মকাণ্ড:** বিশেষজ্ঞ ফাদার রটেনবার্গ, ফাদার টিচ্ছা বালাসুরিয়া এবং ফাদার হুটার্ট-এর সহযোগিতায় দেশের নতুন পরিস্থিতি ও মণ্ডলীর করণীয়, CORR বিষয়ে সমীক্ষণ, ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় (১৯৭২)। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই CORR জাতীয় এন.জি.ও. হিসেবে রেজিষ্টার করা হয়।

৪) **পরিবার:** ফাদার জর্জ লোবো-এর পরিচালনায় " বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয় (১৯৭৩); চারটি ধর্মপ্রদেশে চারদিন ব্যাপী বিবাহ ও পরিবার বিষয়ের উপর চারটি কোর্স আয়োজন করা হয় (১৯৭৩)।

৫) **সি.বি.সি.বি:** নিয়মাবলি প্রণয়ন (১৯৭২) ও অনুমোদন (১৯৭৩) করা হয়; সেক্রেটারি হিসেবে ব্রাদার জর্জ নোয়াক্স সিএসসি-কে মনোয়ন দান করা হয় (১৯৭৩); বাংলাদেশের প্রথম কাথলিক ডিরেক্ট রী প্রকাশ করা হয় (১৯৭৩)।

৬) **ভাটিকানের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক:** বাংলাদেশে প্রথম এ্যাপস্টলিক প্রো-নুনসি হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় এডোয়ার্ড ক্যাসেডিকে নিয়োগ করা হয় (২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)।

৭) **যাজকদের নবীকরণ:** নটর ডাম কলেজে, বাংলাদেশে যাজকদের নবীকরণের জন্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে ১৫দিন ব্যাপী দুটো কোর্সের আয়োজন করা হয়। পরিচালনায় ছিলেন ফিলিপাইনের ই.এ.পি.আই-এর অধ্যাপকবৃন্দ (১৯৭৪)।

৮) **কমিশন ও সংগঠন:** সর্বমোট ৯টি কমিশন/সংগঠনের সাথে দু'দিন ব্যাপী সভা করা হয়। উদ্দেশ্য: দায়িত্ব আরও সুনির্দিষ্টকরণ ও তাদের কাজে সক্রিয়করণ (১৯৭৬)।

৯) **সি.বি.সি.বি-এর পালকীয় পত্র:** ***"খ্রিষ্টীয় বিবাহ ও পরিবার"***, **১২ই জুন, ১৯৭৭।** এই পালকীয় পত্রে *Humanae Vitae* (1968) নামক পোপ ষষ্ঠ পলের বিশ্বজনীনপত্রকে ভিত্তি করে দায়িত্বশীল পিতামাতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক পদ্ধতি বিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষা তুলে ধরা হয়।

১০) **বিশপদের এক্সপোজার:** বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ (সাথে ছিলেন বিশপ বার্নাবাস দ্বিজেন মণ্ডল) বরিশাল অঞ্চলে পাঁচ দিনের একটি এক্সপোজার প্রোগ্রাম করেন যখন তাঁরা মুসলমান ও হিন্দু পরিবারে ২ দিন ও ২ রাত দিন পারিবারিক পরিবেশে বাস করেন ও রাত কাটান।

দ্বিতীয় কার্যকাল: ১৯৭৮-২০০৫ (২৭ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (১৯৭৮-২০০৫)

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনার বিশপ (১৯৭০-১৯৮৭); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি (১৯৮৭-)

বিশপ সদস্য: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, ঢাকার আর্চবিশপ (১৯৬৮/১৯৭৮-২০০৫); চট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (১৯৬৮-১৯৯৪ + ১৯৯৪-১৯৯৬); বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি, খুলনার বিশপ (১৯৭০-২০০৫); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, দিনাজপুর (১৯৭৮-১৯৯৬) সহকারী ঢাকা (১৯৯৬-); বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ, ময়মনসিংহ (১৯৮৭-); বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫), চট্টগ্রাম (১৯৯৫-); বিশপ পৌলিনুস কস্তা, রাজশাহী (১৯৯৬-); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬–)।

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ এডোয়ার্ড ইদ্রিস ক্যাসেডি (১৯৭৩-১৯৭৯); আর্চবিশপ লুইজি আক্কোলী (১৯৭৯-১৯৮৯); আর্চবিশপ পিয়োরো বিজ্জ (১৯৮৯-১৯৯২); আর্চবিশপ আদ্রিয়ানো বেরনার্দিনি (১৯৯২-১৯৯৬); আর্চবিশপ এডোয়ার্ড এ্যাডাম্‌স (১৯৯৬-২০০২); আর্চবিশপ পল সাংগ-ইন-নাম (২০০৩-২০০৭)।

পালকীয় ঘটনা ও মাইলফলক:

ক ॥ বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলন, ৪-৮ই জুলাই, ১৯৭৮

পাঁচদিনের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশপগণ ও নুনসিওসহ ১৩৭ জন পুরোহিতের মধ্যে ১২২ জন অংশগ্রহণ করেন। বিষয়বস্তু ছিল: "ন্যায্যতা ও বাণীপ্রচার"। পরিচালনায় ছিলেন ঐশতত্ত্ববিদ, ফাদার ডি. এস. আমালোর পাভাদাস, এন.বি.সি.এল.সি-এর ডিরেক্টর, দক্ষিন ভারত। সেমিনারের ফলাফল **"বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতি"** শিরোনামে, ৪-৮ই জুলাই, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিতে আছে: (ক) মণ্ডলীর প্রয়োজনসমূহ: সম্মেলনের পটভূমিকা; (খ) মণ্ডলী সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (নতুন ভিশন); (গ) কালের নিদর্শন মোতাবেক বাস্তব পদক্ষেপ; (ঘ) সুপারিশমালা: প্রাধান্য নির্ণয়করণ, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ, ন্যাযতার জন্য সংগ্রাম করা; পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা এবং মণ্ডলীতে সংস্কৃত্যায়ন দৃশ্যমান করা। মণ্ডলীর নবায়নে ও ভবিষ্যতের দর্শন নির্ণয়নে উপরোক্ত পালকীয় সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে কাজ করেছে।

খ ॥ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা – ১৯৮৫

সি.বি.সি.বি-এর একটা যুগান্তকারী ও অনুগ্রহ-ধন্য উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য একটি পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি করা হয় যাদের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি "মাস্টার পাস্টোরাল প্লান" (এম.পি.পি) প্রস্তুত করা। প্রায় চার বছর ধরে (১৯৮২-১৯৮৫) ধর্মপল্লী পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এবং বিভিন্ন কমিশন/সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে প্রায় প্রতিটি সি.বি.সি.বি-এর সভায় উত্থাপিত বিষয়সমূহ ও মতামত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়।

পরিশেষ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের পঞ্চাশত্তমি পর্ব দিনে, সি.বি.সি.বি কর্তৃক **"বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা"** শিরোনামে পালকীয় দলিলটি বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পালকীয় দলিলে যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নিম্নে করা হল:

ভূমিকা: বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা

(ক) বাংলাদেশে সন্তানদের ঘিরে স্বর্গীয় পিতার প্রেমময় পরিকল্পনা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে; (খ) বাংলাদেশে পরিপক্ক মণ্ডলীর জন্য ঐশ অনুগ্রহের এক নতুন মুহূর্ত সন্নিকট: শিশুকাল, সাবালকত্ব লাভ করার পর একটি পরিপক্ক যুগে মণ্ডলীর প্রবেশ।

১। বাংলাদেশের সমাজ ও মণ্ডলীর যুগলক্ষণসমূহ

ক) উদ্বেগপূর্ণ যুগলক্ষণগুলো হচ্ছে: (১) চরম দুঃখ-দুর্দশা, নিরক্ষরতা ও অন্যায্যতা; (২) মৌলিক ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুন্ন; (৩) জনসংখ্যা স্ফীতি; (৪) ধর্ম ও নীতির প্রতি উদাসীনতা; (৫) বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও বিভেদ; (৬) মণ্ডলীতে সবার যথার্থ স্বকীয় ভূমিকার অভাব; (৬) আত্মকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতা; (৭) সাম্প্রতিক উন্নতির কুফল: উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বঞ্চিত।

খ) আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণগুলো হচ্ছে: (১) দুর্যোগের অন্তরালে নিস্তারের প্রতিশ্রুতি: আশাব্যঞ্জক যুগলক্ষণ এবং মণ্ডলী প্রত্যাশার চিহ্ন; (২) দরিদ্রদের সাথে একাত্মতা; (৩) বৃহত্তর ভ্রাতৃসমাজ গঠনের প্রচেষ্টা; (৪) মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে নবজাগরণ; (৫) দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ; (৬) পার্থিব আশীর্বাদসমূহ ঈশ্বরের যত্নশীলতার পরিচয়; (৭) জনসংখ্যা দেশের সম্পদ; (৮) শিশু ও যুবসমাজ।

২। **পালকীয় অগ্রাধিকার:** মূলতঃ পাঁচটি পালকীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়:

(১) ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা নিরাময় করা;

(২) মিলন ও মিলন-সমাজ প্রতিষ্ঠা করা: অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে, অন্য মণ্ডলীর ভক্তদের সঙ্গে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

(৩) মণ্ডলীর অভ্যন্তরে সহভাগিতা/মিলন ও মিলন-সমাজ: যাজকমণ্ডলী, সন্ন্যাসব্রতী মণ্ডলী ও জনমণ্ডলীর মধ্যে জীবন ও কাজের মিলন ও একাত্মতা;

(৪) সংস্কৃত্যায়ন: কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে মঙ্গলসমাচারের মুল্যবোধ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা; সকল জাতি ও কৃষ্টির মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার, অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্টকে ঘোষণা করা;

(৫) গঠন: খ্রিষ্টযীশুর শিষ্যত্বে গঠন – মঙ্গলসমাচারের বর্ণিত সুখী/ধন্য হওয়ার বাণী (অষ্টকল্যান বাণী) অনুসারে।

৩। **প্রধান লক্ষ্য:** মিলন ও মিলনসমাজ গড়ে তোলা

৪। **পালকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথম অগ্রাধিকার ঃ গঠন**

(ক) অগ্রাধিকারগুলো সম্বন্ধে অবগত হওয়া; (খ) গঠনমুলক কর্মসূচী প্রণয়ন করা; (গ) অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দল গঠন করা; (ঘ) মৌলিক সমাজ গঠন করা; (ঙ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে (অর্থায়ন সহ) গঠন দান করা; (চ) প্রত্যেক প্যারিশে ও ধর্মপ্রদেশে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৫। **পালকীয় পরিকল্পনায় মৌলিক আধ্যাত্মিক সাধনা**

আত্মশুদ্ধি, ক্ষমা, পুনর্মিলন, মৌলিক প্রলোভনগুলো চিহ্নিত করা; মিলন ধ্যানে ভাইবোনদের সাথে একাত্মতা; আশীর্বাদ ও দূঃখের মধ্যে মিলন ও একাত্মতা। মিলনের আধ্যাত্মিকতা।

গ ॥ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর পালকীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা – ১৯৯৫

"বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫" প্রকাশের দশ বছরের মাথায় সি.বি.সি.বি আরেকটি পালকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগটি অভিহিত হয়েছে **পালকীয় সংলাপ** নামে। জাতীয় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বরিশালে **১৮-২২** সেপ্টেম্বর, **১৯৯৫** খ্রিষ্টাব্দে। উদ্দেশ্য ছিল: "বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫" কতটুকু কার্যকর ও বাস্তবায়ন হয়েছে তা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে পালকীয় সংলাপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা এবং পরবর্তী ধাপের জন্য প্রেরণবাণী নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে একটি করে মোট ছ'টি কর্মশালা, এবং জাতীয় পর্যায়ে ৭ম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সি.বি.সি.বি. কর্মশালার ফলাফল নিম্নোক্ত পালকীয় দলিলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

পালকীয় দলিল: *বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর পালকীয় সংলাপ: জাতীয় কর্মশালার চূড়ান্ত ঘোষণা, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, **১লা** অক্টোবর, **১৯৯৬**, বাংলাদেশ*

১) বাংলাদেশ মণ্ডলীর মিশন

(১) ঐশবাণী ধ্যান, প্রার্থনা, পবিত্র উপাসনা ও সংস্কারীয় জীবনযাপনে এবং ধর্মবিশ্বাসে গঠিত হয়ে খ্রিষ্টের প্রকৃত **শিষ্যত্ব** লাভ করতে প্রেরিত।

(২) খ্রিষ্টীয় আদর্শে পারিবারিক জীবন গঠন ও যাপন করতে এবং মৌলিক সমাজের মিলনের জীবনযাপন প্রণালীতে ধর্মপলীকে **মিলন-সমাজে** গড়ে তুলতে প্রেরিত।

(৩) **ধ্যান, মিলন ও একাত্মতার আধ্যাত্মিকতায়** গঠিত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী ব্যক্তি ও সংঘ হয়ে নিঃস্বার্থ সেবাকাজে মগ্ন হতে প্রেরিত।

(৪) অন্য মণ্ডলী এবং অন্য ধর্ম ও কৃষ্টির ভাইবোনদের মাঝে **সংলাপে ও বাণীপ্রচারে** ব্রতী হতে প্রেরিত।

(৫) মণ্ডলীর ও দেশের শিক্ষা-কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু, কিশোর ও যুব সমাজকে উপযুক্ত **শিক্ষা ও গঠন** দান করতে আমরা প্রেরিত।
(৬) সবার প্রতি বিশেষভাবে দীনতম ভাইবোনদের প্রতি **দয়া, ন্যায় ও শান্তি এবং মানব-উন্নয়নের** সেবাকাজে নিযুক্ত হতে প্রেরিত।

২) ফোকাসঃ পরিবার ও মৌলিক সমাজ

৩) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ ১৯৯৬-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ
মহান জুবিলী আসন্ন (১৯৯৬); খ্রিষ্টে আমরা দীক্ষিত (১৯৯৭); আত্মায় আমরা এক (১৯৯৮); স্বর্গীয় পিতার দিকে আমাদের যাত্রা (১৯৯৯); মহান জুবিলী ঃ মিলন উৎসব (২০০০)।
পালকীয় পত্রঃ *প্রতিবছরই সি.বি.সি.বি মূলভাবের উপর ভিত্তি ক'রে পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন এবং জনগণকে মহান জুবিলী-২০০০ জন্য আধ্যাত্মিক ভাবে প্রস্তুতি দান করেন।*

ঘ ॥ নতুন সহস্রাব্দের নবচেতনায় খ্রিষ্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা – ২০০১

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের পরিসমাপ্তিতে, বাংলাদেশের বিশপগণ, বিশ্বজনীন মণ্ডলীর প্রধান, পোপ মহোদয়ের বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তৃতীয় সহস্রাব্দের উষালগ্নে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে, ময়মনসিংহে একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। সকল ধর্মপ্রদেশ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, কমিশন/সংগঠন, সেবাকর্মী, প্রভৃতির প্রতিনিধিদের নিয়ে উক্ত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সম্মেলনের আলোকে সিবিসিবি একটি পালকীয় প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে প্রেরণাপত্রের মূল বিষয় ছিলঃ

(১) বাংলাদেশে বৃহত্তর সমাজে মিলনের কৃষ্টি গঠন
ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অঙ্গনে, পুরুষ ও নারীর সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, সমাজ ও শিশু-কিশোর-যুবদের মধ্যে, এবং প্রযুক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে মিলন ও একাত্মতা;

(২) বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রায় মিলন ও মিলনসমাজ গঠন করা
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে মিলন; পরিবারের মধ্যে মিলন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে মিলন; ধর্মপল্লী, অঞ্চল ও ধর্মপ্রদেশে মিলন; যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন; খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য।

(৩) তৃতীয় সহস্রাব্দে বাংলাদেশে মঙ্গলবাণী ঘোষণাঃ উপরোক্ত দু'ভাবে

পালকীয় প্রেরণাপত্রঃ *নতুন সহস্রাব্দের নবচেতনা : খ্রিষ্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা, সিবিসিবি, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব, ২০০২*

ঙ ॥ অন্যান্য বিশেষ ঘটনা ও সিদ্ধান্তসমূহ (১৯৭৮-২০০৫)

পোপ দ্বিতীয় জন পলের বাংলাদেশ সফর (১৯৮৬)। উনি ছিলেন দ্বিতীয় পোপ যিনি বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফর করেছেন ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর। এরশাদ স্ট্যাডিয়ামে ৫০ হাজার খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য খ্রিষ্টযাগ অর্পন করেন, ১৮ জন ডিকনকে যাজকীয় অভিষেক প্রদান করেন; জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, বিশপ ও প্রেসিডেন্টের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ, নাগরিক সমাবেশে দেশের পাঁচ হাজার বিশিষ্টজনদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাংলাদেশ পালকীয় পরিকল্পনা-১৯৮৫-এর আলোকে "মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ" ছিল তাঁর সফরের মূলসুর। পুণ্যপিতার এই সফরের ফলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক, মণ্ডলীর সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুদূর প্রভাব বিস্তার করেছে।

সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েটঃ জাতীয় সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (১৯৭৮); ব্রাদার জর্লাদ ডি'সুজা, সিএসসি সেক্রেটারি হিসেবে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হন। "বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ ও পুরোহিতদের যুক্ত সম্মেলন, ৪-৮ই জুলাই, ১৯৭৮" ফলশ্রুতিতে বনানী সেমিনারীতে "জাতীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্র", (এন.সি.পি.এস) জন্ম গ্রহণ করে। এন.সি.পি.এস-এর কার্যক্রম ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয় (১৯৭৮); সি.বি.সি.বি সেক্রেটারিয়েট গঠনের উদ্দেশ্যে এন.সি.পি.এস-এর অবিলুপ্তি (১৯৮২); সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট গঠন এবং সেক্রেটারি হিসেবে সি. মেরী বুস সিএসসি-এর নিয়োগ (১৯৮৪); সিবিসিবি-এর প্রথম সহকারী সেক্রেটারি রূপে একজন পুরোহিতকে নিয়োগ দান (২০০৪)।

কমিশন/সংগঠন: শিক্ষা ও কাটেখেটিকাল কমিশন পুনর্গঠন করা হয় (১৯৭৮); কাথলিক যুব সেবাদল গঠন করা হয় (১৯৭৯); সিবিসিবি ও সকল কমিশন, এনসিপিএস ও অন্যান্য সংগঠনের সেক্রেটারি/ডিরেক্ট র সাথে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু: কমিশনের প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, এনসিপিএস ও কমিশন এবং এনসিপিএস ও সিবিসিবি মধ্যে সমন্বয় প্রসঙ্গে (১৯৭৮-১৯৮২); এ্যাপিসকপাল কমিশনগুলোর পুনর্গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয় (২০০৩-২০০৪)।

সেমিনার ও কর্মশালা: বিসিসি/বিএসসি/বিইসি: চারদিন ব্যাপী জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয় ঢাকা ও বরিশালে। পরিচালনায় ছিলেন ফিলিপাইন, ইনফান্টার বিশপ লাবায়েন ও ফাদার ডেসমণ্ড ডি'সূজা (১৯৮২)।

বর্ষ উদ্‌যাপন: "পুন্যবর্ষ: পুনর্মিলন" (১৯৮৩); "কুমারী মারীয়ার বর্ষ" (১৯৮৪); "খ্রিষ্টপ্রসাদ বর্ষ" (২০০৪-২০০৫); "সাধু পলের বর্ষ" (২০০৮); ইত্যাদি।

বিবাহ সংক্রান্ত আদালত: বিবাহ সংক্রান্ত মণ্ডলীর আদালত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; চারটি ধর্মপ্রদেশকে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শুনানীর জন্য দুটো আদালত গঠন করা হয় (১৯৮৩); পরবর্তীতে দুটো আঞ্চলিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় (২০০৪)

স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনায় গভীরায়ন: এই সময়কালে মণ্ডলীর নবায়ন, সাংগঠনিক চেতনা ও ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়: মণ্ডলীর অভ্যন্তরীণ জীবন, সেবা, পালকীয় বিষয় ও কার্যক্রম নিয়ে ভাবনা খুবই জোরদার করা হয়।

তৃতীয় কার্যকাল: ২০০৫-২০১১ (৬ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা
সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি (১৯৮৭-২০০৭); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি (২০০৭-)
বিশপ-সদস্য: আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা, রাজশাহী (১৯৯৬-২০০৫) + ঢাকা (২০০৫-২০১১); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ (১৯৭৮-১৯৯৬) + ঢাকার সহকারী (১৯৯৬-); বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ, ময়মনসিংহ (১৯৮৭-২০০৬); বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫) + চট্টগাম (১৯৯৫-২০১০); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬-); বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-); বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি (২০০৬-) বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-)। সিলেট ধর্মপ্রদেরে ১ম বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ও.এম.আই (২০১১)।
পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ যোসেফ মারিনো (২০০৮-২০১৩)

পালকীয় বিশেষ ঘটনা:

বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনা ঃ ২০১১-২০১৩

সি.বি.সি.বি মনে করেছিলেন যে বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে যে পালকীয় পরিকল্পনার ধারা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন: পালকীয় পরিকল্পনা নিয়ে আসে মিলন ও ঐক্য, একসঙ্গে পথচলার মনোভাব ও প্রক্রিয়া; মণ্ডলীর ভিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহায়তা। প্রতিবছর একটি মূলভাব নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করেছেন। এ কারণে বাংলাদেশের বিশপগণ ত্রিবার্ষিক একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন এবং সেই সম্বন্ধে একটি ধারণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

পালকীয় পত্রটি হল: "*নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া: ২০১১-২০১৩ – ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনার ধারণাপত্র*", সি.বি.সি.বি., প্রকাশ: ২১শে নভেম্বর, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ।

উক্ত পালকীয় পরিকল্পনার ধারণাপত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি;

ক ॥ পালকীয় পরিকল্পনা: প্রারম্ভিক কথা

(১) পালকীয় পরিকল্পনার মূলভাব: "নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া"; (২) পালকীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: "স্থানীয়" মণ্ডলী হওয়া
(৩) নতুন প্রক্রিয়ার অর্থ: "ক্ষুদ্র খ্রিষ্টীয় সমাজ গঠন"।

খ ॥ ত্রিবার্ষিক (২০১১-২০১৩) পালকীয় পরিকল্পনার দিক-দর্শন ও কর্মসূচী

(ক) ত্রিবার্ষিক পালকীয় কর্মসূচীর দর্শন

ঈশ্বরের আত্মার আবেশে পৃথিবীর এবং আমাদের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের, ভূ-প্রকৃতির ও মানুষের জাগতিক-আত্মিক সংস্কৃতির নবরূপ ধারণ: "আমি এক নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী দেখতে পেলাম।" (প্রত্যাদেশ ২১:১)

(খ) পালকীয় পরিকল্পনায় বর্ণিত ত্রিবিধ কার্যক্রম:

ভূ-প্রকৃতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা ও অনুরাগ বৃদ্ধি করা; "গৃহ-সমাজ" ও "ক্ষুদ্র সমাজ" সক্রিয় করা; "সেবাকারী ব্যক্তি ও সমাজ" রূপে পরিপক্ক হওয়া।

(গ) পালকীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল

খ্রিষ্টীয় হওয়া আমাদের লক্ষ্যস্থল। মাণ্ডলীক জীবনাচরণ আরও সক্রিয় করার জন্য প্রতি বছর বাৎসরিক মূল ভাব নিয়ে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা এবং কর্মকাণ্ড গ্রহণ করব; তবে, তা ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজ এবং পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা হবে অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য।

১ম বছরে (২০১১) ধর্মীয় ও কৃষ্টীয় মূল ধারা: সৃষ্টি, কৃষ্টি ও ধর্ম

মূল আলোচ্যবিষয়: আমাদের ধর্মীয় ও কৃষ্টীয় মূল ধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও দিকদর্শন; এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূ-প্রকৃতি, সার্বিক জনগোষ্ঠি, খ্রিষ্টমণ্ডলী, বিভিন্ন সমাজ, ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির ভুমিকা কী তা নির্ধারণ করা।

২য় বছরে (২০১২) ব্যক্তি ও সমাজের মূল ধারা।

মূল আলোচ্য বিষয়: আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধাপে সামাজিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও দিগদর্শন, এবং বৃহত্তর সমাজগুলোর মাঝে বিশেষভাবে মূলে ক্ষুদ্র মৌলিক সমাজগুলোকে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধে গড়ে তোলা ।

৩য় বছরে (২০১৩/২০১৪): সেবাকারী হওয়ায় মূল পরিপক্কতা।

মূল আলোচ্য বিষয়: খ্রিষ্টীয় পরিপক্কতা লাভের লক্ষ্যে আমরা কীভাবে দক্ষ "সেবাকারী ব্যক্তি ও সমাজ" হয়ে উঠতে পারি, তা নিয়ে পর্যালোচনা ও দিকদর্শন; এবং তা বাস্তবায়নে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে জীবন আহ্বান অনুসারে সবারই ভুমিকা, বিশিষ্টভাবে মৌলিক খ্রিষ্টীয় সমাজ, পরিবার ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি পর্যায়ে।

অন্যান্য পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ

- ধন্যশ্রেণিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা: আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী, সিএসসি (২০০৬) ব্রাদার ফ্লেভিয়ান লাপ্লান্ট, সিএসসি (২০০৭)
- কমিশন/সংগঠনের সেক্রেটারিদের প্রশিক্ষণ (২০০৯)
- পোপীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ দপ্তরের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল জন-লুইস তোরানের বাংলাদেশ আগমন (২০১০)
- জাতীয় কর্মশালা আয়োজন – বিষয়: "ক্ষুদ্র খ্রিষ্টীয় সমাজ" – এস.সি.সি (২০১০)
- মণ্ডলীর আইন সংশ্লিষ্ট বিধি বিষয়ে সিবিসিবি'র সম্পূরক নিয়ম-মালা প্রস্তুতি (২০১০-২০১১)
- শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (২০১১)
- পবিত্র ক্রুশ সংঘ কর্তৃক নটর ডাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত (২০১১)

চতুর্থ কার্যকাল: ২০১১-২০২০ (৯ বছর)

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি (২০১১-২০২০)

সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ/আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি (২০০৭-২০২০)

বিশপ-সদস্য: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, রাজশাহী (১৯৯০-১৯৯৫) + চট্টগ্রাম (১৯৯৫-২০১০) + ঢাকা (২০১১-২০২০); বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৭৮-১৯৯৬) + ঢাকা, সহকারী (১৯৯৬-২০১৪); বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি, দিনাজপুর (১৯৯৬-২০১০) + চট্টগ্রাম (২০১১-২০২০); বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-২০১১) + সিলেট (২০১১-২০২০); বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি (২০০৬-); বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-); বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, সহকারী, চট্টগ্রাম (২০০৯-২০১৫) + বরিশাল (২০১৫-২০২১); বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর (২০১২); বিশপ রমেন বৈরাগী, খুলনা (২০১২); বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সহকারী ঢাকা (২০১৭-২০২১) + সিলেট (২০২১-)।

পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ যোসেফ মারিনো (২০০৮-২০১৩); আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি (২০১৩-)

পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ ও পালকীয় পত্র বা পালকীয় নির্দেশনা

১ ॥ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ত্রিবার্ষিক পালকীয় পরিকল্পনা ঃ ২০১১-২০১৩ (চলমান)

বি.দ্র. তৃতীয় কার্যকালে গৃহীত কার্যক্রম চলমান।

পালকীয় পত্র: "বিশ্বাসবর্ষ: ২০১২-২০১৩: মানব জীবনে বিশ্বাস চিরন্তন বিষয়", সিবিসিবি, ২০১২-২০১৩।

২ ॥ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা – ২০১৮

মূলভাব: "মিলন-সমাজ ঃ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান", সি.বি.সি.বি, ২৮-৩১ আগষ্ট, ২০১৮

সি.বি.সি.বি পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রতি ১০/১২ বছর অন্তর অন্তর এক একটি বিশেষ জাতীয় পালকীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। জাতীয় সম্মেলনের পরে যে দলিলটি প্রস্তুত হয় তা পরবর্তী দশকে প্রেরণামূলক ধারণা হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় কর্মকাণ্ডে অনেক সহায়তা করে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও এফ.এ.বি.সি-র চিন্তাভাবনার আলোকে, ইতিহাসের সাম্প্রতিক মুহূর্তে এসে বাংলাদেশ মণ্ডলী প্রশ্ন করেছে যে: "অতীতে আমরা কোথায় ছিলাম?", "বর্তমানে আমরা কোথায় আছি?" এবং "আগামী দশকে আমরা কোথায় যাব?" এই প্রশ্ন নিয়ে – সি.বি.সি.বি তার কোর্ডিনেটিং কমিটির পরিকল্পনা, ব্যাবস্থাপনা ও পরিচালনায়, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে, একটি বছরের প্রস্তুতির পর, একটি জাতীয় পালকীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৮-৩১ আগষ্ট, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে।

মিলন-সমাজ রূপে বাংলাদেশ মণ্ডলী যেন সাক্ষ্যদান করতে পারে তার জন্য আগামী দশকে (২০২০-২০৩০) বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য নিম্নোক্ত পালকীয় অগ্রাধিকারসমূহ গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে পালকীয় পত্রের মাধ্যমে অগ্রাধিকারগুলো বাংলাদেশের গোটা মণ্ডলীর জন্য ঘোষণা করা হয়।

(১) বর্তমান জগতের যুগ লক্ষণ পর্যালোচনা; (২) মঙ্গলবাণী ঘোষণা; (৩) ভালবাসা ও সেবাকাজ; (৪) বিবাহ ও পরিবার; (৫) মৌলিক খ্রিষ্টসমাজ: মঙ্গলবাণী ঘোষণার নবজাগরণ; (৬) পবিত্র আত্মার দান: "বহু" ও "এক" এবং কর্তৃপক্ষ ও আত্মিক শক্তি: (৭) আধুনিক জগতে ও কালে পবিত্র হওয়ার আহ্বান: "আনন্দ কর ও উল্লসিত হও"; (৮) অভিবাসন ও স্মরণার্থী; (৯) শিক্ষা ও গঠনের লক্ষ্য: মানব-ভ্রাতৃত্ব; (১০) শিশুদের সুরক্ষা; (১১) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা ও যত্ন; (১২) যোগাযোগ মাধ্যম।

৩ ॥ অন্যান্য বিশেষ ঘটনাবলি (২০১১-২০২০)

নীতিমালা: উপাসনার নীতিমালার প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ (২০১০-২০১১); যাজকদের আচরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন (২০১০); নাবালকদের প্রতি যৌন অপরাধ বিষয়ক নীতিমাল (২০১২-২০২০); পাস্টোরাল গাইডলাইনস্ (২০১৪); চার্চ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি নীতিমালা (২০১৫-২০২০); শিশুদের সুরক্ষা নীতিমালা (২০১৮-২০২০); প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন সম্পর্কে নির্দেশনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৫-২০২০), ইত্যাদি।

গঠন-প্রশিক্ষণ: ভক্তজনগণ বিষয়ক বার্ষিক গঠন-প্রশিক্ষণ কোর্স (সর্বমোট ৮টি); নারী বিষয়ক বার্ষিক প্রশিক্ষণ (সর্বমোট ৭টি); খ্রিষ্টান সংগঠন বিষয়ক বার্ষিক সেমিনার (সর্বমোট ৪ টি); ভক্তজনগণ বিষয়ক ৯টি সেমিনার (২০১৫); আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক বার্ষিক গঠন-প্রশিক্ষণ কোর্স অব্যাহত আছে; যুবদিবস পালন, শিশুমঙ্গল সংস্থা, লেখক সম্মেলন, ন্যায় ও শান্তি কমিশনের ডেস্কগুলি স্থাপন ও সেমিনার, উপাসনা, পরিবার, স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রোগ্রাম, ইত্যাদি।

কার্ডিনাল মনোনয়ন: আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-কে পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল হিসেবে নিয়োগ করেন। ঘোষণা: ৯ই অক্টোবর, ২০১৬; কার্ডিনাল কলেজে অধিষ্ঠান (১৯ নভেম্বর, ২০১৬); রমনায় সম্বর্ধনা রমনা (ডিসেম্বর ৯, ২০১৬); নুনসিওর সম্বর্ধনা (ডিসেম্বর ১৪, ২০১৬); নাগরিক সম্বর্ধনা (২১ ডিসেম্বর ২০১৬)।

পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশ সফর (প্রস্তুতি শুরু ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে; নভেম্বর ৩০-ডিসেম্বর ২, ২০১৭): নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে পোপ ফ্রান্সিস বাংলাদেশের বিমানযোগে মিয়ানমার থেকে ঢাকাতে আগমন করেন। "শান্তি ও সম্প্রীতি"র মূলভাব নিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রীয় ও পালকীয় সফরে বরণ করে নেওয়া হয়; সাভারের স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন; বঙ্গবন্ধুর যাদুঘর পরিদর্শন; প্রেসিডেন্ট ভবনে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় প্রথম দিনে। ১লা ডিসেম্বর, দ্বিতীয় দিনে: সোহরাওয়ার্দি ময়দানে প্রায় লাখো মানুষের সমাবেশে খ্রিষ্টযাগ অর্পণ ও ষোলজন ডিকনকে যাজকীয় পদে অভিষেক প্রদান; প্রধানমন্ত্রীর সাথে নুনসিও ভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ; ঢাকার আর্চবিশপ ভবনে খ্রিষ্টীয় নেতৃবৃন্দদের সাথে সাক্ষাৎ; বিশপগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ; নাগরিক সমাবেশে আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রার্থনা; এবং রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কথা শ্রবণ। ২রা ডিসেম্বর তৃতীয় দিনে: তেজগাও-এ অসুস্থ ও অনাথদের পরিদর্শন; উপস্থিত স্থানীয় ও অতিথি বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও গঠনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ; নটরডাম কলেজে দশ হাজার যুবক-যুবতীদের সাথে সাক্ষাৎ ও পরবর্তীতে বিদায় সম্বর্ধনা। পোপ ফ্রান্সিস জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি নির্বিশেষে আধ্যাত্মিকতা, শান্তি ও সম্প্রীতি, মিলন ও ঐক্য, এবং মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের সাক্ষ্য রেখে গেছেন যা মণ্ডলীকে সর্বদা প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস দেশে-বিদেশে সকল মানুষের কাছে খ্রিষ্টবাণী ও জীবন মূল্যবোধ প্রচার করে গেলেন তাদেরই একজন কাছের মানুষ হয়ে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পোপ মহোদয় বাংলাদেশের বিশপদের ভূয়সী প্রশংসা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন এ কারণে যে এতো বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলী তার গৃহীত পালকীয় পরিকল্পনা খুবই সময়োপযোগী ও সক্রিয় ক'রে ধারাবাহিকতার সাথে অব্যাহত রেখেছেন। এ দৃষ্টান্ত তাঁর মতে গোটা মণ্ডলীতে একটি বিরল ঘটনা।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস মর্যাদায় উন্নীত এবং বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-কে, আর্চবিশপ পদে মনোনয়ন ও অধিষ্ঠান (২০১৭); চট্টগ্রাম দিয়াঙ-এ খ্রিষ্টানদের উপস্থিতিতির ৫০০ বছরের পূর্তি উদ্‌যাপন (২০১৮); করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার পর স্ট্রোকের কারণে আর্চবিশপ মজেস, সি.এস.সি.-এর মৃত্যুবরণ (১১জুলাই, ২০২০)।

কার্ডিনালদের সফর: ঢাকা ডাইয়োসিসের ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পোপের বিশেষ দূত হয়ে কার্ডিনাল মার্ফির সফর (২০১২); রাজশাহী ডাইয়োসিসের রজতজয়ন্তীতে, বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্ট, কার্ডিনাল ফিলোনির সফর ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং পোপ মহোদয়ের আগমনের জন্য প্রধানমন্ত্রির মৌখিক আমন্ত্রণ (২০১৫); আন্তর্জাতিক কারিতাসের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল আন্তনিও টাগলের সফর (২০১৮) এবং এফ.এ.বি.সি-এর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো ও কার্ডিনাল টাগলের সফর: কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ; এবং চট্টগ্রাম কাথিড্রালে ও ঢাকার তেজগাওতে খ্রিষ্টভক্তদের সঙ্গে খ্রিষ্টযাগ অর্পণ (জুলাই ২৮-আগষ্ট ১, ২০১৯)।

কভিড-১৯ মহামারি: সি.বি.সি.বি-এর প্রেরণায় কভিড-১৯ মহামারীতে (২০১৯-২০২২) আক্রান্ত জনগণের জন্য প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ, কারিতাস ও অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক ত্রাণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়। দু'বছরে গোটা মণ্ডলী, সি.বি.সি.বি ও তার কমিশন ও সংগঠনের বহু কার্যক্রম করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যহত হয় এবং অনেক মিটিং, প্রার্থনা ও উপাসনা ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত হয়।

যাদুঘর: বনানী সেমিনারীতে পোপ ফ্রান্সিস নামে জাতীয় খ্রিষ্টান যাদুঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রক্রিয়া শুরু (২০১৮-)।

তীর্থযাত্রা: পাদুয়ার সাধু আন্তনির দেহাবশেষের প্রদর্শন ও খ্রিষ্টানদের তীর্থযাত্রা (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭); ঐতিহ্যগত কৃষ্টি ও ধর্মীয় স্থানে সি.বি.সি.বি.-এর তীর্থযাত্রা, নভেম্বর ২০২০, (স্থান: খুলনা কাথিড্রাল ও ভবরপাড়া প্যারিশ, টুঙ্গিপাড়া, মুজিব নগর, এম.পি ঝর্ণার গ্রাম, মংলা-সুন্দরবন, কপোতক্ষ নদীর তীরে মধুসূধন দত্তের বাড়ি, রবীন্দ্রনাথের কুটিবাড়ী, ষাট গম্বুজ মসজিদ, খান জাহান আলীর মাজার, লালন শাহ্ দরবার, কুষ্টিয়ার চার্চ অব বাংলাদেশ, বনপাড়া - রাজশাহী), ইত্যাদি।

সৌজন্য সাক্ষাৎ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সি.বি.সি.বি. প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ। উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক, আর্চবিশপ বিজয়, আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী (নুনসিও) এবং বিশপ শরৎ, (১২ নভেম্বর, ২০২০)

জয়ন্তী: "প্রতিবেশী"-এর প্লাটিনাম জুবিলী (২০১৬); বি.সি.আর- ৪০ বছরের জয়ন্তী (২০১৮); জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন (২০২০-২০২২); এবং এই উপলক্ষে লাউদাতো সি'এর আলোকে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী (২০১৯-২০২১)

ইউ.এফ.সি.বি: আন্তঃমাণ্ডলিক ফোরাম হিসেবে বাংলাদেশ চার্চের তিনটি মাণ্ডলিক সংগঠন (সিবিসিবি, এনসিবি, এনসিএফবি) এই সংগঠনটি স্থাপিত হয় ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে। আজ পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

পঞ্চম কার্যকাল: ২০২০ -

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সদস্য

সভাপতি: আর্চবিশপ বিজয় এন ক্রুজ, ওএমআই
সেক্রেটারি জেনারেল: বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি (২০২০-)
বিশপ-সদস্য: বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই, খুলনা (২০০৫-) + সিলেট (২০১১-) + ঢাকা (২০২০-); বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি ময়মনসিংহ (২০০৬-); বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী (২০০৭-)। বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি, সহকারী, চট্টগ্রাম (২০০৯-) + বরিশালের বিশপ (২০১৫-) + চট্টগ্রামের আর্চবিশপ (২০২১-); বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর (২০১২); বিশপ রমেন বৈরাগী, খুলনা (২০১২); বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গোমেজ, সহকারী, ঢাকা (২০১৭-) + সিলেটের বিশপ (২০২১-)
পোপের প্রতিনিধি: আর্চবিশপ জর্জ কোচেরি (২০১৩-২০২২)

পালকীয় বিশেষ ঘটনাসমূহ ও পালকীয় পত্র:

- বিশপদের নিয়োগ বদলি ও কমিশনে বিশপদের দায়িত্ব পুনর্বন্টন কাজ চলমান রয়েছে।
- কভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশ মণ্ডলীর অনেক ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতি বহুল ব্যবহার হয়েছে।
- কাথলিক চার্চ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন (ডিসেম্বর ১০-১১, ২০২১); কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন (২০২১-২০২২); সিবিসিবি-র সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন (২০২২)।
- পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীনপত্র "ফ্রাতেল্লি তুত্তি" অধ্যয়ন, আলোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে (২০২১)।
- "সাধু যোসেফ বর্ষ" উদযাপন এবং সি.বি.সি.বি-এর পালকীয় পত্র প্রকাশ (২০২১)।
- পোপ ফ্রান্সিস ও সিবিসিবির নির্দেশনায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে তিনবছর ব্যাপী (২০২১-২০২৩) মণ্ডলীর মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন-এর উপর গুরুত্ব দিয়ে মণ্ডলীতে সিনড প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সিনড-২০২৩কে লক্ষ্য রেখে, ধর্মপাল-যাজক-সন্ন্যাসব্রতী-ভক্তজন একসঙ্গে পথ চলার জন্য তৃণমূল, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ও তা চলমান রয়েছে।

উপসংহার: সি.বি.সি.বি. কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারা-পদ্ধতি

ক ॥ সিবিসিব-এর কর্মকাণ্ডের প্রেরণা

(১) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা: মণ্ডলীর নবায়ন

মহাসভার চারটি অধিবেশনে ষোলটি দলিল অনুমোদন করা হয়। এই দলিলগুলো হচ্ছে: চারটি **সংবিধান:** (১) পুণ্য উপাসনা-অনুষ্ঠান, (২) খ্রিস্টমণ্ডলী, (৩) ঐশ-প্রত্যাদেশ, (৪) বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান; নয়টি **নির্দেশনামা:** (৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, (৬) কাথলিক প্রাচ্য মণ্ডলী, (৭) খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা, (৮) মণ্ডলীতে বিশপদের পালকীয় কার্যাবলী, (৯) সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, (১০) যাজকীয় গঠন, (১১) ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ, (১২) মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, (১৩) যাজকদের

সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা; তিনটি **ঘোষণাপত্র:** (১৪) খ্রিস্টীয় শিক্ষা, (১৫) অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক, (১৬) ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয় ঘোষণাপত্র।

বিগত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে যে নবায়ন, পরিবর্তন ও উপযোগীকরণের ধারা চলেছে এবং এখনও অব্যাহত আছে তা উক্ত দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দ্বারা প্রকাশিত দলিলসমূহের সংবিধি, নির্দেশনা ও ঘোষণারই বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চিন্তাধারার আলোকে ও বাস্তবায়নের উদ্দেশে পোপ মহোদয়গণ যে শিক্ষা বিভিন্ন দলিলে তুলে ধরেছেন তার প্রেরণায়ও সিবিসিবি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে পরিচালনা দিয়েছেন।

পোপ ৬ষ্ঠ পল: *Populorum Progressio* (৩/৯/১৯৬৭), *Humanae Vitae* (১৫/৭/১৯৬৮), *Evangelii Nuntiandi* (৮/১২/১৯৭৫), **পোপ ২য় জন পল:** *Redemptor Hominis: Redeemer of Man* (4/3/1978), *Familiaris Consortio: Role of the Family in the World* (22/11/1981), *Christifideles Laici: Christ's Faithful - Laity* (30/12/1988), *Pastores Davo Vobis*: *I Will Give Your Shepherds* (25/03/1992), *Ut Unum Sint: That they be one,* 25/5/1995), *Vita Consecrata,* (25/3/1996), *Pastores Gregis: On the Bishop* (16.10.2003), **Pope Benedict XVI** *Deus Caritas Est: God is Love,* (25/12/2005),

পোপ ফ্রান্সিসের নির্বাচন এবং তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন ও প্রেরণাপত্র বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীন পত্র ও সিনডোত্তর প্রেরণাবাণীসমূহ হচ্ছে:

(১) "আনন্দময় মঙ্গলসমাচার" ঃ বিষয়: "বর্তমান জগতে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা" (২০১৩); (২) "প্রভুর প্রশংসা হোক" ঃ বিষয়: "আমাদের অভিন্ন বসতবাড়ির যত্ন" (২০১৫); (৩) "ভালবাসার আনন্দ"ঃ বিষয়: "পরিবারে ভালবাসা" (২০১৬); (৪) "দুঃখীদের প্রতি দয়া"ঃ বিষয়: "পুণ্য বর্ষ : দয়ার জয়ন্তী" (২০১৬); (৫) "আনন্দ করো – উল্লসিত হও" ঃ বিষয়: "বর্তমান বিশ্বে পবিত্রতার আহ্বান" (২০১৮); (৬) "খ্রিষ্ট জীবিত"ঃ বিষয়: "যুবদের ও ঐশজনগণের নিকট প্রেরণাপত্র" (২০১৯); (৭) "সকলে ভাইবোন" ঃ বিষয়: "ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব" (২০২০)।

মাণ্ডলিক দলিল: *Code of Canon Law* (25/01/1983), *Catechism of the Catholic Church,* (11/10/1992).

(২) এশিয়া বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি.)

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দর্শনের আলোকে স্থানীয় মণ্ডলীতে একসঙ্গে এই দীর্ঘপথচলায় জন্য আরেকটি সংগঠন বাংলাদেশ মণ্ডলীর সহযাত্রী হিসেবে পথ চলেছে আর তা হল এশিয়ান বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি.)। যে সমস্ত এশিয়ার ধারণা ও কর্মপদ্ধতি সিবিসিবির সকল চিন্তাভাবনাকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং বাংলাদেশী মণ্ডলীর রূপকল্প বা দর্শন, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

এশিয়া মহাদেশে আছে (ক) বহু দীনমানুষ (দরিদ্রদের প্রতি অগ্রাধিকার), (খ) বহু প্রাচীন সংস্কৃতি (সংস্কৃত্যায়ন) ও (গ) বহু ধর্ম (আন্তঃধর্মীয় সংলাপ)। এই তিনটি বাস্তবতার মধ্যে এশিয়ার জনগণের সাথে বাংলাদেশ মণ্ডলী সহ-তীর্থযাত্রী। ঈশ্বরের সাথে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দান করবে দীনমানুষের সাথে, অন্যধর্ম ও অন্যকৃষ্টির মানুষের সাথে একাত্মতা ও সংহতি।

এশিয়ার মণ্ডলীতে একটি নিজস্ব পালকীয় পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে, যাকে বলা যায় "পালকীয় কর্মধারা পদ্ধতি", যেখানে আছে নিম্নোক্ত ধাপগুলি: (ক) বাস্তবতা পরিদর্শন ও নিমজ্জন, (খ) সমাজ-বিশ্লেষণ এবং বাস্তবতা কীভাবে মানব-জীবনকে প্রভাবিত করে তা নিরূপন করা, (গ) চিন্তা-ধ্যান, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর কাজ আবিষ্কার করা, (ঘ) পালকীয় পরিকল্পনা, যার মধ্য দিয়ে পূর্বের তিনটি ধাপকে বাস্তব ও সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়ন করা।

এশিয়ার মণ্ডলীতে "এশিয়ার সমন্বিত পালকীয় পদ্ধতি" প্রেক্ষিতে এফ.এ.বি.সি-তে এসেছে এশীয় মণ্ডলীকে "নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া"-র আহ্বান। এই পদ্ধতি এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে মণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের মিলনে একটি পূর্ণ মিলনসমাজ রূপে রূপান্তরিত করা; মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনের মাধ্যমে মণ্ডলীকে অংশগ্রহণমূলক ও সহ-দায়িত্বশীল মণ্ডলী রূপে গড়ে তোলা।

এশিয়া বিশপ সম্মিলনী জোট (এফ.এ.বি.সি) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাংলাদেশে মণ্ডলী অংশগ্রহণ করতে শুরু করে ১৯৭০ থেকে। বিশপগণ নিয়মিতভাবে সম্মিলনীতে প্রাপ্ত দায়িত্ব অনুসারে এবং ধর্মপাল হিসেবে তাদের সহকর্মী ফাদার/ব্রাদার/সিস্টার ও

ভক্তজনগণ সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে, যেমন, বিমা, বিসা, বিলা, বিরা, বিটা, ওএইচডি, ফেইসা, ওএসসি, ইত্যাদি, এবং এফ.এ.বি.সি কেন্দ্রীয় অফিস বা অন্যান্য অফিসগুলো দ্বারা আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স, ও এফ.এ.বি.সি'র সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। **১৯৭১-২০১৬ পর্যন্ত ১১টি** সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এফ.এ.বি.সি বাংলাদেশ মণ্ডলীর মধ্যে নবীকরণ, সংস্কৃত্যায়ন এবং বিশেষ পালকীয় পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়তা করেছে। এফ.এ.বি.সি-র পঞ্চাশ বছরের পুর্তি হয় ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে।

একদিকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এবং অন্যদিকে এশিয়া মণ্ডলীর চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন বাংলাাদেশের বিশপ সম্মিলনী তথা সমগ্র বাংলাদেশের মণ্ডলীকে বিগত অর্ধশত বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রভাবান্বিত করেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ও তার অধিককাল ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে নবায়ন, উন্নতি, সাফল্য ও অর্জন হয়েছে, তা বিশ্বজনীন ও এশীয় মণ্ডলীর চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন ভিত্তি করে, নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও দিকদর্শন রচিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে যে-চিন্তাধার ও দিকদর্শন বাস্তবায়িত হয়েছে, তার ফসল বাংলাদেশ মণ্ডলী আনন্দের সাথে সংগ্রহ করছে; এবং অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, বর্তমান যুগলক্ষণের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত একসঙ্গে পথচলার চিন্তাভাবনা ও দিগনির্দেশনা অনুসন্ধান করে যাচ্ছে।

খ ॥ সি.বি.সি.বি-এর কার্যসূচি ও কর্মপদ্ধতি

(১) **সিবিসিবি'র সভা** প্রতিবছর ৩-৪ বার অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাগুলো বিশপদের মধ্যকার সংঘবদ্ধতা, আদান-প্রদান, সহভাগিতা, মিলন ও ঐক্য, সহযোগিতা, ইত্যাদির পরিচায়ক। বছরে এতবার সভা করা বাংলাদেশ মণ্ডলীই বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে একটি মাইলফলক হয়ে আছে।

(২) **কমিশন/সংগঠনের সঙ্গে যৌথ সভা:** সিবিসিবি প্রতিবছর অন্ততঃ একবার কমিশনগুলোর সাথে সম্মিলিত ভাবে সভা করে। উক্ত সভায় বিশপগণ ব্যতীত যাজক/সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়; দেশীয় পর্যায়ে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষ্যদান। বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকায় সিবিসিবি কয়েকটি কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর এক বা একাধিকবার যৌথ সভা করে থাকেন যেমন, কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড, পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারি, বি.সি.আর., বি.ডি.পি.এফ, ইত্যাদি।

(৩) সিবিসিবি **আদ-লিমিনা ভিজিট** শুরু থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর ও পরবর্তীতে বিগত দু'বারে ৮ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; শেষটি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনাটি পোপ মহোদয় ও তাঁর দপ্তরগুলোর সাথে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধানদের মধ্যে মিলন-সাক্ষাৎ, আদান-প্রদান, পারস্পরিক অবদান সহভাগিতা এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা উদযাপন করা হয়।

(৪) **মাণ্ডলিক শিক্ষা প্রচার:** সিবিসিবি নিয়মিতভাবে পোপ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বজনীনপত্র, প্রেরণাপত্র, পরিপত্রগুলো বা পোপের দপ্তর বা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সমীক্ষা, নির্দেশনা, প্রভৃতি বিষয়, হয় নিজেরা অথবা সংশ্লিষ্ট যাজক/সন্ন্যাসবতী/ভক্তজনগণ অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রে অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন এবং পালকীয় নির্দেশনা দান করেন। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ মণ্ডলীর কাছে বিশপগণ পালকীয় পত্র প্রেরণ করেন।

(৫) ভাটিকান কর্তৃক অথবা স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃক কোন বিশেষ **বর্ষ উদ্‌যাপনের** জন্য অথবা দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয় ভিত্তি করে সিবিসিবি সার্কুলার বা পালকীয় পত্র প্রেরণ করে থাকেন।

(৬) **এফ.এ.বি.সি** দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বিশপগণ একা, বা ভক্তজনগণ বা যাজক/সন্ন্যাসব্রতীরা অংশগ্রহণ করার জন্য সিবিসিবি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(৭) মাণ্ডলিক নতুন এলাকা/**ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা:** সিবিসিবি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ধর্মপ্রদেশের সুপারিশ পর্যালোচনা করার পর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত পেশ করেন। বিগত পঞ্চাশ বছরে যে কয়টি নতুন ধর্মপ্রদেশ ও মহাধর্মপ্রদেশ ঘোষণা করা হয় তা হচ্ছে: ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে (১৯৮৭), রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ (১৯৯০), সিলেট ধর্মপ্রদেশ (২০১১), বরিশাল ধর্মপ্রদেশ (২০০৭-২০১৫), চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসে রূপান্তর (২০১৭)।

(৮) সিবিসিবি, গোটা বাংলাদেশে মণ্ডলীর জন্য, কোন কোন সময় দীর্ঘমেয়াদী আবার কোন সময় স্বল্পমেয়াদী, অনেকের অংশগ্রহণে ও প্রস্তুতিতে **পালকীয় পরিকল্পনা**, নির্দেশনা, পালকীয় পত্র ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন, যেমন: মাস্টার পাস্টোরাল প্লান: প্রস্তুতি – **১৯৮১-১৯৮৪**; পালকীয় পরিকল্পনা ঘোষণা **১৯৮৫**; জাতীয় কর্মশালার চূড়ান্ত বিবৃতি **১৯৯৬**, মহান জুবিলী উপলক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা **১৯৯৬-২০০০**; পালকীয় পত্র: খ্রিষ্টীয় জীবন ও সেবার গভীরে যাত্রা – (২০০২), ইত্যাদি। কমবেশী একটি দশক ঘিরে মোট পাঁচ দশকের পালকীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়:

- **১৯৭২-১৯৮৪**: নবায়ন ও পালকীয় পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতি (১২ বছর)
- **১৯৮৫-১৯৯৫**: মাস্টার পালকীয় পরিকল্পনা ও আত্মীকরণ (১০ বছর)
- **১৯৯৫-২০০০**: বার্ষিকী পালকীয় পরিকল্পনা (৫ বছর)
- ২০০১-২০১১: পালকীয় পরিকল্পনা: মণ্ডলীর গভীরে যাত্রা (১০ বছর)
- ২০১১-২০২০: পালকীয় পরিকল্পনা: নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়া: সৃষ্টি, কৃষ্টি, ধর্ম, ব্যক্তি, ক্ষুদ্র সমাজ, সেবা (১০)
- ২০২১-২০৩০: ষষ্ঠ দশক: "মিলন-সমাজ ঃ বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান" (১০ বছর)

(৯) **জাতীয় বিষয়গুলোর বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** মণ্ডলী ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও নির্দেশনা দান করেন, যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কর সংক্রান্ত, মণ্ডলীর নিবন্ধন, বিদেশীদের ভিসা সংক্রান্ত, ধর্মশিক্ষা, উপাসনা, বিদেশী অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ইত্যাদি।

(১০) প্রতিটি **ধর্মপ্রদেশ ও তাঁর ধর্মপাল স্বতন্ত্র** বিবেচনায় রেখে সিবিসিবি সর্বদা কাজ করে; সিবিসিবি কয়েকটি বিষয় ছাড়া উর্ধতন কর্তপক্ষ হিসেবে কোন ধর্মপ্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে না। মণ্ডলীর আইন সংহিতা দ্বারা সি.বি.সি.বি.-এর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। তবে সি.বি.সি.বি-এর মধ্যে সংঘবদ্ধতার কারণে, সাধারণতঃ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশপগণ আপন আপন ধর্মপ্রদেশে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

গ ॥ সি.বি.সি.বি কমিশন/সংগঠন/সংস্থা/কমিটি ও ক্রমবিবর্তন

সিবিসিবি প্রধানতঃ আন্তঃধর্মপ্রদেশীয় কমিশন, সৎগঠন ও প্রতিষ্ঠান/ কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ করে থাকেন।

সিবিসিবি ও কমিশন/সংগঠনের মধ্যে সংলাপ, মতবিনিময়, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সিবিসিবি বিভিন্ন কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও তাদের সহায়তায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য পালকীয় লক্ষ্য ও দর্শন অনুসারে পর্যালোচনা, পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

বিগত পঞ্চাশ বছরের প্রথম ধাপে সিবিসিবি প্রতিটি কমিশনের সাথে নিয়মিত ভাবে একত্রে আলোচনা সভা করত; দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন মাফিক নির্দিষ্ট কমিশনের সাথে সিবিসিবি সভা করত; তৃতীয় পর্যায়ে বছরে একবার সকল কমিশন ও সংগঠনের সাথে যৌথ সভা করা হয় যেখানে : অবগতি, সমন্বয়, নানা বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা, কাজের প্রস্তাব করা, ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা হয়।

প্রতিটি কমিশন/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান আন্তঃধর্মপ্রদেশীয়, আর সেগুলো নিজস্ব সংবিধান অনুসারে পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি কমিশন/সংগঠনের জন্য একজন সভাপতি-বিশপ নিয়োজিত থাকেন। প্রতিটি কমিশন/সংগঠন ও সংস্থার নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তাকারে কাথলিক ডিরেক্ট রিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রয়োজনবোধে নতুন কমিশন ও কমিশনগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ডেস্ক স্থাপন করে কমিশনকে নবায়ন, কার্যকরী ও বাস্তব-যোগ্য করে তুলছে। প্রতিটি কমিশন/সংগঠন তার নিজস্ব সংবিধান অনুসারে প্রতি বছর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে।

নিম্নে এ্যাপিসকপাল কমিশনগুলোর নাম, সংখ্যা ও বিবর্তন অতি সংক্ষেপে ইংরেজীতে উল্লেখ করা হল।

1. Ep. Com. for Liturgy and Prayer (EC-LP) - 1966

Evolution: East Pakistan Liturgical Commission (1966); Bangladesh Liturgical Commission (1971); Desk: Charismative Renewal (1979); Present name and Constituions (2003).

2. Ep. Com. for Catechetics and Biblical Apostolate (EC-CBA) – 1975

Evolution: Translation Committee for Catechism Books (1970); National Social Catehetical Training Center (1973); Catechetical Commission (1975); Desk: Biblical Apostolate (1988); Present Name and Constitutions (2004)

3. **Ep. Com. for Family Life (EC-FL) – 1972**
Evolution: Family Commission (1972); Christian Family Welfare Committee (1973); Natural Family Planning Center (1976); Family Service Centre (1987); Present Name and Constitutions (2004).

4. **Ep. Com. for Health Care (EC-HC) 2003**
Evolution: Catholic Nurses Guild (1979); ABCD ( ); Ministry to the Disabled Person ( ).

5. **Ep. Com. for Justice and Peace (EC-JP) 1974**
Evolution: Desk for Migrants and Refugees (2010); Desk for Protection of Children (2018); Desk for Climate Change (2017); Desk for Prison Ministry (2018); Present Name and Constitutions (2004)

6. **Ep. Com. for Christian Unity and Inter-Religious Dialogue (EC-CUID) 1974**
Evolution: Commission for "Non-Christian and Christian Unity" (1974); Present Name and Constitutions (2004)

7. **Ep. Com. for Social Communication (EC-SC) – 1974**
Evolution: Pratibeshi (1941), Pratibeshi Prakashoni (1978); Jerry Printing (1982)); Present Name and Constitutions (2004)

8. **Ep. Com. for Youth (EC-Y) – 1998**
Evolution: Catholic Jubo Shebadol (1976); Commission (1998); Present Name and Consitutions (2004)

9. **Ep. Com. for Laity (EC-L) – 2003**
Evolution: Christian Communities Program (1976) now a Desk (2008); Desk for Women (2003); Desk for Lay Associations and Organizations (2016); Present Name and Constitutions (2004)

10. **Ep. Com. for Clergy and Religious (EC-CR) – 2003**
Evolution: Bangladesh Conference For Religious (BCR-1978); Bangadesh Diocesan Priests Fraternity (BDPF – 1985)

11. **Ep. Com. for Seminary (EC-S) 1977;**
Evolution: Ad Hoc Seminary Commission (1970); Seminary Commission (1974) Ep. Com. for Seminary (1977); Present name and Constitutions – 2004.

12. **Ep. Com. for Evangelization and Promotion of PMS (ECE-PMS) – 2004**
Evolution: P.M.S. (1972); Present Name and Constitutions – 2004.

13. **Ep. Com. for Doctrine (2019)**

14. **Ep. Com. for Theological Concerns (2019)**

15. **Bangladesh Catholic Education Board (BCEB) – 2009; Reg. 2013.**
Evolution: Bangladesh Christian Parishad (1970); Episcopal Commission for Catholic Education (1985) Bangladesh Christian Education Commission (2003); Present Name and Constitutions (2009).

16. **Caritas Bangladesh (CB-1976)**

East Pakistan Caritas (1967); Chittagong Organization for Rehabilitation and Development (CORD) – 1970; Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) – 1971; CORR Registered 1972; CORR-CARITAS (1976); Silver Jubilee of Caritas (1997); Golden Jubilee of Caritas (2022); Present name and Statutes (1976)

17. CBCB Secretariate Bye-laws (2004)

CBCB was establisehd in 1971; National Center for Pastoral Serviceses (1978); CBCB decided to set up CBCB Secretariat at Mohammadpur (1990); a Deputy-Secretary General inially worked from the Archbishop's House (1995); Seminar for Secretaries (2009); CBCB Center was inaugurated on May 1996. CBCB Trust (Reg.) -2012; Extension of the New Building – 2010-2014-2016.

18. Guidelines for For Episcopal Commissions: Relationship beween the Episcopal Commissions and the Dioceses" (March 2010)

Presented at the occasion of the Golden Jubilee Celebration of CBCB on May 26, 2022.

Sources/Bibliography

1. Pakistan Catholic Bishops Conference, Minutes, Archive, Archbishop's House, Dhaka
2. East Pakistan Caathlic Bishops Meeting, Minutes, Archive, Archbishop's House, Dhaka.
3. Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB), Minutes, Archive Archbishop's House, CBCB Secretariat, Dhaka.
4. CBCB Pastoral Letters and Pastoral Documents, Personal Collections of Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
৫. কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি, ***খ্রিষ্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড,*** ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ অক্টোবর, ২০২১, সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা
6. Catholic Directories 1973-2019.

১৫/৫/২০২২

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে শুভাশিস

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সকল ভাই-বোনদের জানাচ্ছি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অনেক আনন্দময় শুভাশিস।

মহান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তার বোধি প্রাপ্তি ও নির্বাণ লাভ, বিশ্বের জন্য নিয়ে আসে সর্বজনীন বার্তা।

সকল মানুষ সিদ্ধি লাভ করুক, তার বোধোদয় হোক এবং সকল প্রকার পাপাসক্তি থেকে মুক্ত হোক - এটাই আমাদের সার্বজনীন প্রার্থনা।

বৌদ্ধ ধর্মের ভাই-বোনেরা, আপনাদের আজকের মহোৎসব, আপনাদের ব্যক্তিগত ও

পারিবারিক জীবনে নিয়ে আসুক অনেক সুখ, শান্তি ও আনন্দ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

১২ই মে, ২০২২

প্রাণের শুভেচ্ছা-বাণী

৮ মে, "মা" দিবস - ২০২২

"আমি মন ও প্রাণ ভরে গাইব প্রভুর সামগান"

প্রথম খণ্ড ঃ সামগীত ১-৫০

(১ম খণ্ডে লেখা আমার বাণী)

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সামগীত ৫১-১০০

(২য় খণ্ডে লেখা আমার বাণী)

তৃতীয় খণ্ড ঃ সামগীত ১০০-১৫০

তৃতীয় খণ্ডের জন্য আমার "প্রাণের শুভেচ্ছাবাণী" লিখতে গিয়ে আবারও স্মরণ করি প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা আমার কথাগুলো ঃ "আমার প্রাণের সামগীত" শীর্ষক প্রথম খণ্ডে কথা, সুর ও স্বরলিপির রচয়িতা ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা এবং বাইবেলের সামসঙ্গীত ও রচয়িতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছিলাম; আর দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছিলাম বিশ্বের মনুষ্যসমাজের বাস্তবতা যেখান থেকে সাধারণত উৎসারিত হয় সামসঙ্গীতের চিরন্তনতা। যেহেতু কথাগুলোর গুরুত্ব কালের প্রবাহে বিস্মৃত হয়ে যায়নি, সেহেতু অতীতের দেওয়া "শুভেচ্ছা-বাণী" পুনঃমুদ্রণ ক'রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ খণ্ডে, সামসঙ্গীত সম্পর্কে সাধু আমব্রোজের কয়েকটি মৌলিক ধ্যানের বিষয় তুলে ধরছি, যা বাইবেলের সামসঙ্গীতের বিশেষত্ব মণ্ডিত হয়েছে।

দাউদ নিজেই সুন্দরভাবে বলেছিলেন: "প্রভুর প্রসংসা করা, সামগাণে তাঁর বন্দনা করা কতোই না মনোরম"!

"সামসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জনগণ প্রকাশ করে তার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা, মণ্ডলী ব্যক্ত করে তার শিক্ষা এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশিত হয় সুরের মূর্চ্ছণায়। সামসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রভুত্ব অনায়াসে হয় গৃহীত এবং ধ্বনিত হয় স্বাধীনতার আনন্দময় আহ্বান। সামসঙ্গীতে আছে তৃপ্তির আনন্দ-চিৎকার এবং সন্তুষ্টির আনন্দ-ধ্বনি। সামসঙ্গীত ক্রোধকে করে উপশম, বাসনাকে করে মুক্ত এবং বিষন্নতাকে করে বিতাড়িত। সামসঙ্গীত রাতে হয় যুদ্ধাস্ত্র এবং দিনে হয় শিক্ষক: ভয়-ভীতির রক্ষা-ঢাল এবং পবিত্রতার আনন্দময় সুযোগ। সামসঙ্গীত প্রশান্তির এক স্বচ্ছ দর্পণ: শান্তি ও

মিলনের অঙ্গীকার, কেননা, সামসঙ্গীত বিচিত্র তানের ঝংকারে সৃষ্টি করে একটি সুরের লহরী। দিনের প্রত্যুষে সামসঙ্গীতের যে-ধ্বনি শোনা যায় তা প্রতিধ্বনিত হয় দিনের সমাপ্তিতে।..."

"সামসঙ্গীতের মধ্যে কী নেই যা খোঁজ করে পাই না? সামসঙ্গীতে আছে প্রিয়তম-প্রিয়তমার প্রেমগীতি, যা শ্রবণ করলে পরম-প্রিয়তমের প্রতি আমার হৃদয়ে ভালবাসার বাসনা ও আগুন জ্বলে ওঠে। সেখানে আমি দেখি ঐশপ্রকাশের গোপনরহস্য, পুনরুত্থিত জীবনের সাক্ষ্য, প্রতিশ্রুত দান ও উপহার। সামসঙ্গীতের দ্বারা আমি পাপ বর্জন করি এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সকল লজ্জাজনক অবস্থা থেকে মুক্ত হই। ... সামসঙ্গীতের মধ্যে আছে সকল সৎগুণের বাদ্যযন্ত্র, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যার বাদক ছিলেন স্বয়ং প্রবক্তারা।" (*"সামসঙ্গীত উপর আলোচনা"*, সাধু আমব্রোজ)

সর্বশেষ খণ্ডে সাধু আমব্রোজের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার প্রাণের শুভেচ্ছা-বাণীর ইতি টানছি। আমার মনে হয় রচয়িতা ড. বার্থলমিয়র জানতে-আজান্তে তিনটি খণ্ডের গোটা রচনায় সাধু আমব্রোজের কথাগুলি সত্য হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় এতো বড়ো একটা দুরূহ কাজ সম্পন্ন করার পেছনে সামসঙ্গীতকার দাউদ এবং সাধু আমব্রোজের মতো আন্তর-ভাব না থাকলে কথা ও সুরকার ড. বার্থলমিয়-এর পক্ষে তিনখণ্ড-বিশিষ্ট স্বরলিপিসহ সঙ্গীত-পুস্তক রচনা করা সম্ভব হতো না।

বাইবেলের একশত পঞ্চাশটি সামসঙ্গীতের আলোকে তিনটি খণ্ডে একশত পঞ্চাশটি সামগীতি "আমার প্রাণের সামগীত" শিরোনামে প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন ড. প্রত্যুষ সাহা। বিগত একটি দশক ধরে অনেক শ্রম, অধ্যয়ন, অধ্যাবসায়, ধ্যান-সাধনা ও কষ্ট-ত্যাগের ফলশ্রুতি হচ্ছে সামগীতির এই তিনটি খণ্ড। কী অমূল্য তাঁর এই রচনা! কী মূল্যবান একটি সম্পদ! কী উদারতার সাথে উজার করে দিলেন এই সম্পদ বাংলার সংস্কৃতিতে, বাংলার খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ও বাংলার খ্রিষ্টসঙ্গীত জগতে। এই সম্পদের পুর্ণতা অর্জনে সাথে ছিলেন ড. প্রত্যুষের সহধর্মিনী মিসেস এমেলি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাভরা প্রণাম ও আন্তরিক অভিনন্দন ছাড়া দেবার মতো আমাদের আর কিছু নেই।

হ্যাঁ, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি উপহারের প্রতিশ্রুতি আমরা অবশ্য দিতে পারিঃ তোমার *"প্রাণের সামগীত"* ব্যক্তিগত ও সমবেত উপাসনায় গান করে "আমি মন ও প্রাণ ভরে গাইব প্রভুর সামগান।"

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
৮ মে, "মা" দিবস - ২০২২

১ লা মে, ২০২২

মে মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: বিশ্বাস পূর্ণ যুবসমাজ।

সকল যুবক যুবতীদের জন্য প্রার্থনা করি, কারণ তারা পূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য আহুত।

তরুণ-তরুণীরা কুমারী মারীয়ার জীবনে যেন খুঁজে পায় কীভাবে ঈশ্বরের কথা শুনতে হয়, গভীরভাবে তা অনুধাবন করতে হয়, বিশ্বাস কীভাবে সাহস এনে দেয়, এবং সেবাকাজে কীভাবে আত্মনিবেদন করতে হয়।

আসছে ৮ই মে পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার, বিশ্ব আহ্বান দিবস। আমরা যুবক যুবতীদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা জীবনের আহবান খুঁজে নিতে পারে এবং সেই আহবানে যোগ্যভাবে সাড়স দিতে পারে।

মে মাসে যুবতী কুমারী মারীয়া যুবক যুবতীদের সহায় থাকুন, আশীর্বাদ করুন এবং সুপথে পরিচালনা করুন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

ঈদুল ফিতর - ২০২২

ঈদ-উল-ফিতর - আনন্দময় শুভেচ্ছা।

আজ আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করছেন। আনন্দ, সবার মনে আজ আনন্দ। এ বছরে নানা কারণে ঈদের আনন্দ যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রমজান মাসের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তিতে, বিগত দুটি বছরের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে, কিছুটা স্বাচ্ছন্দে এবার বাড়ি ফিরে, ঈদের উৎসব করার আনন্দ প্লাবিত করছে মানুষের হৃদয় ও গোটা বাংলাদেশকে।

তাই মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আপনাদের আনন্দে আমরাও, খ্রিস্টান সমাজের সবাই, অনেক আনন্দিত। আপনাদেরকে জানাই খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দময় শুভেচ্ছা।

সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি : এই ঈদের আনন্দ স্থায়ী হয়ে থাকুক আগামী সারাটি বছর ধরে - ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে - এবং ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও সমাজ জীবনে। আনন্দময় ঈদ মোবারক।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

ঈদ-উল-ফিতর - **আনন্দময় শুভেচ্ছা।**

আজ আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করছেন। আনন্দ, সবার মনে আজ আনন্দ। এ বছরে নানা কারণে ঈদের আনন্দ যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রমজান মাসের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তিতে, বিগত দুটি বছরের বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে, কিছুটা স্বাচ্ছন্দে এবার বাড়ি ফিরে, ঈদের উৎসব করার আনন্দ প্লাবিত করছে মানুষের হৃদয় ও গোটা বাংলাদেশকে।

তাই মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আপনাদের আনন্দে আমরাও, খ্রিস্টান সমাজের সবাই, অনেক আনন্দিত। আপনাদেরকে জানাই খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দময় শুভেচ্ছা।

সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি : এই ঈদের আনন্দ স্থায়ী হয়ে থাকুক আগামী সারাটি বছর ধরে - ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে - এবং ব্যক্তি, পরিবার, দেশ ও সমাজ জীবনে । আনন্দময় ঈদ মোবারক।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও
ঈদুল ফিতর - ২০২২।

১৭/০৪/২০২২

খ্রিষ্টীয় জীবনে পুনরায় উত্থান: আল্লেলুইয়া।

বিগত মহা ত্রিদিবসে, পুনরুত্থানের লক্ষ্যে,
প্রভু যীশুর অনুসরণে,
পথ চলেছি আমরা পহেলা বৈশাখের আমন্ত্রণে।

পুণ্য বৃহস্পতিবারে,
যাজকত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে,
যাজক খ্রিষ্টের যজ্ঞবলি ও যজ্ঞ-নৈবেদ্যে একাত্ম হয়েছি আমরা।

দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত যাজকত্বের কারণে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করেছি আমাদের প্রিয় সেবাকারী যাজকদের।

পুণ্য শুক্রবারে যীশুর জীবনদানে, অনুতপ্ত হয়েছি পাপ-অপরাধের জন্যে,
সমাহিত হয়েছি যীশুর সাথে নব জীবন লাভের লক্ষ্যে।

যীশু জীবিত, নতুনভাবে তিনি এখন আবির্ভূত, তারি নতুন উপস্থিতিতে আমরা এখন বিরাজিত।

জড়া-জীর্ণের অবসান ঘটিয়ে, নতুন ভাবনার শীতল হাওয়ায়, পুনরুত্থান এসেছে এক মহা বৈশাখ হয়ে; তাই ডাকি "এসো হে বৈশাখ", "এসো হে পুনরুত্থান"। "আল্লেলুইয়া" সঙ্গীতে জয়ধ্বনি করি আমরা সকলে মিলে।

খ্রিষ্ট যীশু জীবিত, আমরা খ্রিষ্টেতে জীবিত। তাই গাই "আল্লেলুইয়া", "জয় জয়, প্রভুর জয়"।
শুভেচ্ছা জানিয়ে বলি "আল্লেলুইয়া"।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও
পুনরুত্থান রবিবার ২০২২।

১৯ শে মার্চ: সাধু যোসেফের মহাপর্ব:

সাধু যোসেফ গোটা মন্ডলীর প্রতিপালক; তিনি পরিবার, অর্থাৎ গৃহ মন্ডলীর অভিভাবক। তোমাদের প্রত্যেক পরিবারকে তার অভিভাবকত্বে সমার্পণ করি। পরিবারে বাবাদের জন্য বিশেষ করে প্রার্থনা করি, কেন সাধু যোসেফের আদর্শ তাদের পিতৃহৃদয়ে ফুটে উঠে।

যোসেফ নামধারী সকলকে শুভেচ্ছা জানাই তাদের প্রতিপালকের পর্ব দিনে।

সাধু যোসেফ শুভ মৃত্যুর প্রতিপালক। আমার মা এই দিনে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন। "মা" এর কথা "জীবন চরিত" - এ নানা ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তার প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, অনন্ত শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ সাধু যোসেফের নিকট নিবেদিত। আমার জীবনে পবিত্র ক্রুষ সংঘের ব্রাদারদের অবদান স্মরণ করে আজ যাজকীয় সুবর্ণজয়ন্তীতে তাদের সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের এই মহা পার্বণ দিনে তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই।

সাধু যোসেফের মহাপার্বণ উপলক্ষে সকলকে আশীর্বাদ করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

১৭-১৮ মার্চ, ২০২২

"টুঙ্গীপাড়া, হৃদয়ে পিতৃভূমিতে" সকাল সাড়ে ছটায় যাত্রা শুরু করে আজ ভোর দুটোর সময় ঘরে ফিরে আসলাম বিশ ঘন্টার কর্মসূচি সেরে।

পদ্মা সেতুর নতুন সংযোগ রাস্তা ধরে মাওয়া দিয়ে টুংগীপাড়া যাওয়া ও ফিরে আসা। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যাত্রাবহরে ছিল তিনটি ভলভো বাস আর দশ খানা গাড়ি। বাসে ছিলেন মন্ত্রী, এমপি, সরকারি আমলা ও বিশিষ্ট ৬০ জনার একটি দল।

করোনার কারণে, বঙ্গবন্ধুর বর্ধিত জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের এটি সমাপনী অনুষ্ঠান বিধায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হাজার মানুষের সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভা, দেশবরেণ্য শিল্পীদের দ্বারা অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশু দিবস উপলক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর একটি মেয়ের ভাষণ ছিল অবিস্মরনীয়।

জাতির পিতার কবর জিয়ারত করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছি; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি জাতির জন্য; কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি দেশ, জাতি ও ব্যক্তি হিসেবে যে আশীর্বাদ পেয়েছি। ধন্য ধন্য ধন্য।

ফেরার পথে ফেড়ির মধ্যে সান্ধ্য ভোজসহ স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দ-উৎসবে ছিল লোকজ আঞ্চলিক গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাচ। খুদে শিল্পীরা ছিলেন মন্ত্রী, এমপি ও বিশিষ্টজনেরা যেমন: আসাদুজ্জামান নূর, মেয়র আতিকুল, সমন্বয়কারী নাসের চৌধুরী, আরো অনেক স্বনামধন্য পুরুষ ও নারী। চমৎকার একটি মনোজ্ঞ সন্ধ্যা এবং স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দ উৎসব। সবাই ভুলে গেছে তাদের অফিসিয়াল পরিচয়।

আমরা দুই বন্ধু পাশাপাশি ছিলাম প্রায় সর্বক্ষণঃ পাদ্রিশিবপুর সেন্ট আলফ্রেডের ছাত্র, বারডেমের প্রেসিডেন্ট, ডক্টর আবুল কালাম আজাদ ও আমি। খুবই মধুর ছিল সঙ্গীত্ব ও আলাপচারিতা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ হলো ঝর্ণা গ্লোরিয়া এমপি।

আমার পরিবেশ তেমন ছিলনা ছবি তোলার, তথাপি কয়েকটি ছবি সংযুক্ত করছি। পরবর্তীতে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া কিছু ছবি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

১৭ই , মার্চ ২০২২

সাধু প্যাট্রিকের রক্ষা ফলক প্রার্থনা হোক আমাদের প্রার্থনা।

খ্রিষ্ট আমার সঙ্গে, খ্রিস্ট আমার সামনে
খ্রিস্ট আমার নিচে, খ্রিস্ট আমার ওপরে
খ্রিষ্ট আমার ডান পাশে, খ্রিস্ট আমার বাঁ পাশে।।

যখন শুয়ে পড়ি তখন খ্রীষ্ট
যখন জেগে ওঠে তখন খ্রীষ্ট

যে কেউ আমার কথা ভাবে তার অন্তরে খ্রীষ্ট
যে কেউ আমার কথা বলে তার মুখে খ্রিষ্ট
যে কেউ আমাকে দেখে আড়চোখে খ্রীষ্ট
যে কেউ আমার কথা শোনে তার কানে খ্রীষ্ট

ঈশ্বরের শক্তি আমাদের পরিচালিত করুক
ঈশ্বরের ক্ষমতা আমাদের বলশালী করুক
ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আমাদের আলোকিত করো
ঈশ্বরের হাত আমাদের ধরে রাখো
ঈশ্বরের পথ আমাদের পথ দেখিয়ে দিক
ঈশ্বরের ঢাল আমাদের রক্ষা করুন।

ঈশ্বরের দূতবাহিনী শয়তানের কবল থেকে,
অর্থের প্রলোভন থেকে আমাদের মুক্ত রাখুক।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

১৭ই , মার্চ ২০২২

প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদিত বাণী

আজ ২৭ মার্চ, ২০২২ খ্রি. জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গঠিত, জাতীয় উদযাপন ও বাস্তবায়ন কমিটির সমাপনী যৌথ সভা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, শাপলা মিলনায়তনে।

আজ আমার অন্তরে যে-কথা জেগে উঠেছে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত আকারে অবগতির জন্য প্রেরণ করলাম:

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,

প্রথমতঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ঘিরে, জাতির জনকের পিতৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আপনি যে সার্থকতার সঙ্গে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের অসমাপ্ত কাজগুলো এতো নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন তা দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত। তার জন্য আপনাকে আমাদের অন্তরের সকল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তৃতীয়তঃ জাতির পিতার পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তার অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনে, দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র-নেতৃত্বের যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন, তা দেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে, যুগ যুগ ধরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, সেটাই আপনার অবিস্মরনীয় কৃতিত্ব। তার জন্য আপনাকে ভূয়সী প্রশংসা জানাই।

সর্বশক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন; তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

নিবেদক,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও
বাংলাদেশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়

বইমেলা - জীবনমেলা - মিলনমেলা

বইমেলা থেকে কয়েক ঘণ্টা আগে ফিরে এলাম। বহু বছর পর এবারে বইমেলাতে গেলাম।

বহু বছর আগে অক্সফোর্ডের এবং গত বছরে হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাগুলো স্মৃতি-স্পন্দনে অনুভূত হল এবং তার সাথে যুক্ত হলো বইমেলার বৈশ্বিক জীবন মেলা যা মিলন মেলায় একাকার হয়ে গেলঔ।

বইমেলায় উপলব্ধি করলাম : কতো নতুন গ্রন্থ-পুস্তকের গন্ধ-সুবাস; কত মানুষের ধ্যান-মনন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, দেশের মাটিতে ও বাতাসে, দেশী-বিদেশী কত কৃষ্টি ও

সংস্কৃতি বাংলা ভাষায় অভিব্যক্তি; কত ভালোবাসা-বিরহ-বেদনা! কত জীবনের চিত্র, গল্প, কাব্য ও সাহিত্য! কত ধনী-গরীব, নিগৃহীত ও গৃহীত, দুর্বল-সবল, সুভাগা ও দুর্ভাগা মানুষের সুখ-আনন্দ, কষ্ট-বেদনা, আমোদ-প্রমোদ, হা-হুতাশ, আশা-প্রত্যাশা, উচ্ছাস-আনন্দ, হাহাকার ও আর্তনাদ, স্নেহ-ভালবাসা-যত্ন, ঘৃণা-অস্বীকার হিংসা-প্রতি হিংসা, আরো আরো, আরো কত কিছুর অবিরাম প্রকাশ ঘটছে....।

তাই বইমেলাতে আছ জীবনের মেলা, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মেলা। সর্ব মানুষের সর্ব অনুভূতি যেন এক বইমেলার মোহনায় এসে মিলিত হচ্ছে মিলন মেলায়।

৬ই মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

"শয়তানের সাথে সংলাপ নয়"

তপস্যাকালের প্রথম রবিবার দুপুরে "দূতসংবাদ' প্রার্থনার সময় পোপ ফ্রান্সিস তার বক্তব্যে উক্ত মন্তব্য করেন।

রবিবারের মঙ্গলসমাচারোর ওপর অনুধ্যানে, পোপ বলেন যে, যীশু শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সময়, শয়তানের সাথে তিনি কোন সংলাপ করেননি। যীশু শয়তানের প্রলোভন মোকাবেলা করেছেন ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ ক'রে।

শায়তানের কাজ হল মন্দের দিকে আকর্ষণ করা, পাপের জন্য প্রলোভন দেওয়া এবং পাপের পথে নিয়ে যাওয়া। অতএব শয়তানের সাথে সংলাপ করার অর্থ হবে প্রলোভনের সাথে আপোষ মীমাংসা করা।

যীশু সংলাপ না ক'রে সরাসরি ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ ক'রে শয়তানকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন ও তার প্রতিরোধ করেছেন। ঐশবাণীই ছিল তার একমাত্র অস্ত্র।

পোপ মহোদয়ের এই মন্তব্য অনেক নৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তার এই কথা আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে প্রধান নীতি হয়ে থাকুক।

এ প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্য সতর্ক হতে হবে, যেন আমরা কোন মানুষকে শয়তান বলে আখ্যায়িত না করি। শয়তানের প্রলোভনকে সায় না দিয়ে ঈশ্বরের বাণীর শক্তিতে আমরা যেন প্রলোভনকে প্রতিহত করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
৬ই মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

২৬/০২/২০২২

ভস্মবুধবার: ইউক্রেনে শান্তির জন্য প্রার্থনা

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ববাসী সকলকে ইউক্রেনে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে আকুল আহ্বান জানিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২রা মার্চকে বিশেষ প্রার্থনা ও উপবাস দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

অন্তরে অনেক কষ্ট ও বেদনা নিয়ে ইউক্রেনের পরিস্হিতি পোপ মহোদয় লক্ষ করছেন। প্রতিদিন পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করছে।

দূঃখ করে পোপ বলছেন যে, মানুষ এখনও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে মনযোগী হচ্ছেনা। দলগত স্বার্থ ত্যাগ ক'রে সর্বমানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান।

যুদ্ধে কোন দল জয় লাভ করেনা; যুদ্ধে কেবলমাত্র মানবতাই পরাজয় বরণ করে।

আগামী ২রা মার্চ, ভস্মবুধবার, তপস্যাকালীন প্রার্থনা, উপবাস ও দীন-দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা সাধনাকালের সূচনা দিবস।

পোপ মহোদয় আকুল ভাবে আবেদন করেন যেন উক্ত দিনে অনেক গভীরতা ও দৃঢ়তা নিয়ে, প্রার্থনা ও উপবাসের মধ্য দিয়ে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলে শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। খ্রিষ্টবিশ্বাসী সকলে যেন আরো গভীর বিশ্বাসী ও আগ্রহী হয়ে পরম পিতার কাছে শান্তির জন্য অনুনয় করে।

আমাদের ঈশ্বর, শান্তির ঈশ্বর, যুদ্ধের ঈশ্বর নন; আমাদের স্বর্গীয় পিতা সকলার পিতা, গুটি কয়েক মানুষের পিতা নন; সেই একই পিতার সন্তান আমরা, আমরা সকলে ভাই বোন।

মা মারীয়ার নিকট অনুনয় করি যেন মানুষ যুদ্ধের পাগলামি ছেড়ে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

৪ঠা ফেব্রুয়ারি-২০২২: "মানব-ভ্রাতৃত্ব" বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস

জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক ৪ঠা ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মানব-ভ্রাতৃত্ব দিবস" বলে ঘোষণা করা হয়। এবারে দ্বিতীয় বারের মতো এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: *"শান্তি ও সহযোগিতার জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব"।*

জাতিসংঘের সাধারণ সভা উল্লেখ করেছে যে, এমন কি বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারির সময়ে, যখন প্রয়োজন ঐক্য, সংহতি ও বহুমুখী সহযোগিতা, তখনও বিশ্বে দেখা যায় ধর্ম নিয়ে ঘৃণা, অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও অশ্রদ্ধা। অতীতের চাইতে বর্তমান কালে আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকার করতে হবে যে, "মানব-ভ্রাতৃত্ব" প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের অবদান এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

বিভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মের মধ্যে প্রয়োজন পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা। সর্বোপরি প্রয়োজন বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা ও গঠন, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে থাকবে না কোনো বিদ্বেষ ও বৈষম্য।

সু খের বিষয় যে, বিশ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে, বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্পর্ক গড়ার একটি সুন্দ র প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ বিশেষ করে স্মরণ করছে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত, পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগে, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড ইমাম আহম্মদ আল-তায়িব-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও "বিশ্বশান্তি এবং সমবেত জীবনের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব" বিষয়ে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর।

বিশ্বের শান্তি ও সহযোগিতার জন্য প্রতিটি ধর্ম "মানব-ভ্রাতৃত্ব" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করবে, শিক্ষা ও গঠন দান করবে এবং সমাজে নতুন কৃষ্টির উদ্ভাবন করবে – এটাই হোক এই দিবস পালনের জন্য সকলের চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ড, সংলাপ-সম্পর্ক এবং প্রার্থনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

১ ফেব্রধবয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি: পোপের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার এবং উৎসর্গীকৃত নারীদের জন্য প্রার্থনা প্রতি মাসে পোপ মহোদয় গোটা মণ্ডলীর জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনার উদ্দেশ্য রাখেন। পোপের এই উদ্দেশ্য-প্রার্থনা, একদিকে প্রার্থনা করা আবার আরেকদিকে উদ্দেশ্যের বিষয় নিয়ে কাজ করা। সেই জন্য এই পোপীয় প্রার্থনা-উদ্দেশ্য পোপীয় কাজের মধ্যে

অন্যতম একটি দায়িত্ব। পোপের এই প্রার্থনা-উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের গোটা কাথলিক মণ্ডলীকে প্রার্থনা ও কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। বর্তমান যুগে মানবতা প্রতিষ্ঠা ও মণ্ডলীর মিশনকর্মের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসে তা মোকাবেলা করার জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং যা-কিছু প্রার্থনা করা হয়, তা যেন মণ্ডলীর মিশনকর্মে সম্পাদন করা হয়।

আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার ও উৎসর্গীকৃত নারীদের সংখ্যা প্রায় ১২০০ জন। বিশেষ ভাবে এই মাসে, এই বিরাট সংখ্যক সেবাকর্মীদের আমরা স্মরণ করি:তাদের মিশন ও সেবাকাজের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; তাদের প্রার্থনা, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্র হওয়ার সাধনা দেখে অনুপ্রাণিত হই; মণ্ডলীর বাণীপ্রচারে এই নিবেদিত

নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করি; স্থানীয় মণ্ডলীতে তাদের পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য ও মিশনকাজে তাদের অবদান স্বীকার ক'রে তাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

পোপ মহোদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে, এই ফেব্র মাসে, আমরা সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার ও উৎর্গীকৃত নারীদের জন্য প্রার্থনা করি: তাদের নিবেদিত সেবাকাজ ও সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আবেদন করি যেন, তারা বর্তমান যু গের চ্যালেঞ্জের প্রতি আরও সচেতন হয়ে, কর্তব্যনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, যোগ্যভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা পালন করি যে, ২রা ফেব্র হচ্ছে "উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের দিবস" । এই দিবসে আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করি সন্ন্যাসব্রতী সকল যাজক, ব্রাদার, সিস্টার এবং চিরকুমারীত্বে যাদের জীবন নিবেদিত। পোপ মহোদয়ের উদ্দেশ্য-প্রার্থনার মিশন যেন তাদের দ্বারাও সম্পন্ন হয়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

জানুয়ারি ৩০, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

ভস্ম থেকে পুনরধবখান ঃ তপস্যাকালীন ধ্যান

অনেক দিনের বাসনার ফল প্রকাশিত হচ্ছে: **"ভস্ম থেকে পুনরধবখান"**। তপস্যাকালের প্রতিদিনের ছোট একটি ধ্যানসমেত সর্বমোট ৪৭টি ধ্যান পুস্তিকাতে স্থান পেয়েছে।
প্রতিটি ধ্যানের কাঠামো হচ্ছে: (১) খ্রিষ্টযাগের নির্ধারিত মঙ্গলসমাচারের নির্দেশিকা; (২) বিষয়বস্তু উপস্থাপন; (৩) মঙ্গলসমাচারের একটি বাণী; (৪) অনুধ্যান; (৫) ধ্যানের জন্য ৩টি প্রশ্ন; (৬) মণ্ডলীর সাথে ছোট একটি প্রার্থনা।
প্রতিবছর এই ধ্যানগুলি আমাকে ব্যাক্তিগত ভাবে ধ্যান করতে এবং অনুধ্যান (উপদেশ) প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। আমি এই পুস্তিকাটি ব্যবহারের জোর সুপারিশ করি।

নিজের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি, এই পুস্তিকাটি প্রতিজন যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণকে আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন করতে এবং ঔপাসনিক সেবাকর্মকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।
এবছর ২ মার্চ ভস্মবুধবার থেকে তপস্যাকাল শুরধব হচ্ছে। তপস্যাকালে ব্যবহারের জন্য আগামী ১৫ই ফেব্রধবয়ারির পর "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল বিক্রয় কেন্দ্র, সিবিসিবি সেন্টার, ঢাকা আর্চবিশপ হাউজ এবং তেজগাও ধর্মপল্লী থেকে প্রয়োজনীয় কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিটি বইয়ের শুভেচ্ছা মূল্য মাত্র ৪০ টাকা।

একাধিক কপির চাহিদা-সংখ্যা পূ র্বে জানানোর জন্য সিস্টার মেরী হিমা, এসএমআর-এর সঙ্গে ০১৯৬৯ ৫৭২ ১৯৯ যোগাযোগ করতে পারেন।

আসছে "আগমনকাল"-এর জন্য তদ্রূপ একটি ধ্যান-পুস্তিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদান্তে,
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
জানুয়ারি ৩০, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

জানুয়ারি ১০, ২০২২

পরম শ্রদ্ধেয় বার্ণাবা দ্বিজেন মণ্ডলকে প্রাণের ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

অঞ্জলি লহ মোর ভক্তিতে, শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদনে,
বিনম্র অন্তরের ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে, প্রাণে প্রাণে মিলন-সু রে।

অতি ভক্তিভাজন একজন প্রাণের মানুষ পরম শ্রদ্ধেয় বার্ণাবা দ্বিজেন মণ্ডলকে আমি আমার অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্ষুদ্র অঞ্জলি নিবেদন করি, উপরোক্ত পংক্তিগুলো উচ্চারণ ক'রে।

বিগত ষাট দশকের গোড়া থেকেই বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনের পু রোহিত ও সিস্টারদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে যাজকরূপে অভিষিক্ত হয়ে আমি যখন বরিশালের গৌরনদী ধর্মপল্লীর কাথলিক চার্চে কর্মরত ছিলাম তখন একদিন পু রোহিত দ্বিজেন মণ্ডলের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই প্রথম সাক্ষাতটি ছিল যেন একটি প্রাবক্তিক ঘটনা; ভবিষ্যতের দীর্ঘ পথচলার একসঙ্গে যাত্রা করার সূচনা। এখান থেকেই শুরধব ক'রে পরবর্তীতে অনেক ঘটনাক্রম জলশ্রোতের মতো প্রবাহিত হয়েছে অভাবনীয় ভাবে।

বিগত শতাব্দীর আশি দশকে আমি যাজক হিসেবে বিশপ মণ্ডলকে চিনেছি। পরবর্তীতে আমি রাজশাহীর বিশপ (১৯৯০-১৯৯৫), চঅউগ্রামের বিশপ (১৯৯৫-২০১০) এবং ঢাকার আর্চবিশপ (২০১১-২০১৯) থাকাকালে, চার্চ অব বাংলাদেশের বিশপ হিসেবে শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডলকে এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে কাথলিক বিশপদের সাথে একজন ভ্রাতা-বিশপ হিসেবে আমি তাঁ কে পেয়েছিলাম। এই সময়ে তাঁ কে যেভাবে দেখেছি, যে-কথা শুনেছি, যে-কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টান্ত দেখেছি, সহকর্মী রূপে যেভাবে তাকে পেয়েছি ও তাঁর সাথে সম্পর্ক অনুভব করেছি, তারই একটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তু লে ধরছি।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর একজন বিশপঃ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এমন একটা সময় ছিল যখন সবাই ভাবত যে, বাংলাদেশে কাথলিক বিশপগণসহ বিশপ বি.ডি. মণ্ডল, গোটা বাংলাদেশ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশপ। যদিও তিনি এ্যাংলিকান মণ্ডলী এবং পরবর্তীতে চার্চ অব বাংলাদেশের বিশপ ছিলেন তথাপি অন্ততঃ বিশপ হিসেবে সকলের কাছে এমন কি অনেক কাথলিক পু রোহিত, ব্রাদার ও সিস্টার ও ভক্তজনগণের কাছে তাদের একজন বিশপ হিসেবেই গণ্য হয়েছেন। নিজস্ব স্বকীয়তা থাকা সত্তেও কাথলিক মণ্ডলী ও এ্যাংলিকান মণ্ডলীর এটাই ছিল সাধারণ ভাবনা। এরূপ ভাবনার পেছনে ছিল তৎকালীন চঅউগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বরিশাল অঞ্জলের কাথলিক মণ্ডলী ও অক্সফোর্ড মিশনের বিশপ ব্লেয়ারসহ সকল পু রোহিত ও সিস্টারদের অবদান। এ বিষয়টা খুব ছোটখাট ব্যাপার নয়। এর বিশ্লেষণে অনেক কিছুই উপলব্ধি হয় যা আমাদের কাছে আজ ততো গুরধবত্ব বহন করে না। কাথলিক বিশপ হিসেবে সেই একই ভাবনায় আমি বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের সাথে একত্রে পথ চলেছি মণ্ডলীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা স্বীকার ক'রে।

একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, কাথলিক ফেডারেশন অব এশীয়ান বিশপ কনফারেন্সের (এফ.এ.বি.সি.) সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ বরিশাল অঞ্চলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্যে পাঁচদিন ব্যাপী একটি এক্সপোজার প্রোগ্রাম আয়োজন করেন। এক্সপোজারের কর্মসূচী স্বরূপ প্রত্যেক বিশপ অন্য ধর্মাবলম্বী একটি পরিবারে তিন দিন একত্রে বসবাস করবেন। চারজন কাথলিক বিশপদের সাথে বিশপ মণ্ডলকে যোগ করা হয় এবং তিনিও এক্সপোজারে সকল কর্মসূচীতে যোগদান করেন। বিশপ মণ্ডল সম্পর্কে তৎকালীন বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর এ ছিল ভাবনা।

খ্রিষ্টীয় ঐক্যে প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি মণ্ডলঃ ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের গোড়া থেকে শুরধব করে বেশ কয়েক বছর গৌরনদী থানায় যুদ্ধে াত্তর কালে কাথলিক মণ্ডলীর "কোর" সংস্থা কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করে। স্থানীয় কোরের পরিচালক হিসেবে আমি ও পরবর্তীতে ফাদার ফিলিপ গমেজ, আমরা সর্বদাই, পু রোহিত/বিশপ বি.ডি মণ্ডলের কাছ থেকে পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছি। উক্ত এলাকায় জাতি-ধর্ম এবং মণ্ডলী নির্বিশেষে কোর সংস্থাটি কাজ করেছে। এমন কি আমার অফিস সেক্রেটারি ছিলেন এ্যাংলিকান মণ্ডলীর সদস্য অচিন্ত কুমার সমদ্দার। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন মণ্ডল পু রোহিত ও বিশপ হিসেবে ঢাকা থেকে যতোবার ঐ এলাকায় যেতেন ততোবার তিনি কাথলিক মিশনে প্রবেশ করে ফাদার-সিস্টারদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতেন।

বিগত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশক, এবং দু'সহস্রাব্দের প্রথম দশকে বিশপ মণ্ডলকে আমি যে ভাবে দেখেছি তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে আমি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, এবং মণ্ডলীতে তার ভূমিকা ও অবদান ব্যক্ত করতে চাই। নিম্নোক্ত ঘটনাসমূ হের মধ্য দিয়ে আমি দেখেছি তাঁর জীবনের সহজ-সরলতা, মনোভাবের উদারতা, খ্রিষ্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃজনী মননশীলতা ও পরিকল্পনা এবং দেখেছি খুবই একজন বিনম্র পালক।

(ক) গৌরনদীতে কল্লোল গৃহ নামে একটি কাথলিক হোস্টেল ছিল। ঘরটার অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা এবং হোস্টেল চালানোর যথেষ্ট অর্থও ছিল না। বিশপ বি.ডি. মণ্ডল হোস্টেলটি জার্মানীর একটি অনুদাতা সংগঠনের অর্থায়নে পাকা দালান করে নির্মাণ করলেন ও হোস্টেলের কাথলিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করলেন।

(খ) বিশপ মণ্ডল জোবারপাড়ে একটি হোস্টেল কমিটির চ্যায়রম্যান রূপে একজন কাথলিক পু রোহিতকে নিয়োগ দিলেন।

(গ) বরিশালের কাশিপুর গ্রামে জমি ক্রয় করে বিশপ মণ্ডল হাউজিং ব্যবস্থা করেন যেখানে বিভিন্ন মণ্ডলী ও ধর্মের পরিবারের জন্য প্লট বরাদ্দ করলেন।

(ঘ) আমি যখন বরিশালের পাল-পু রোহিত ছিলাম (১৯৮৬-১৯৯০) তখন বিশপ মণ্ডল ও তৎকালিন চঅট্টগ্রামের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও একমত হয়ে কাশিপু রে যৌথভাবে একটি আন্তঃমাণ্ডলিক গির্জা নির্মাণ করেন। যে-গির্জাটি কাথলিক চার্চ ও চার্চ-অব-বাংলাদেশ মণ্ডলীর সদস্যরা নির্ধারিত ভিন্ন সময়ে নিজ নিজ উপাসনা করার জন্য মিলিত হতো।

(ঙ) যখন আমি রাজশাহীর ধর্মপাল ছিলাম তখন একবার শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডল রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত চার্চ-অববাংলাদেশ সিনডের জন্য একদিনের ধ্যান-সভা পরিচালনার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন। কুষ্টিয়ার বিশপ মনোনয়নের প্রস্তুতি স্বরূপ ছিল উক্ত ধ্যান-সভাটি। আমি সতিই অভিভূত হয়েছি এমন একটি গুরধবত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে একজন কাথলিক বিশপকে তিনি আহ্বান করলেন। তার উদারতা, মিলন-ভাব এবং আস্থা আমাকে স্পর্শ করেছে।

(চ) দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দশকে চার্চ অব বাংলাদেশের খ্রিষ্ট-সেবিকা সংঘ ও বিশপ মণ্ডলের মধ্যে সমঝোতার কিছু টানাপোড়ান ছিল। উক্ত বিষয়ে তিনি আমার সাথে বিশদ আলোচনা করলেন। শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডল আমাকে অনু রোধ করলেন যেন আমি খ্রিষ্ট-সেবিকা সংঘের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। আমাকে অনু রোধ করার কারণ হিসেবে তিনি নম্রভাবে যে কথাটা বললেন তা হল, তিনি তো কোন ধর্মসংঘে ছিলেন না, কাজেই হয়তো ওদের কথা ওনি ভাল বুঝতে পারছেন না। এই দায়িত্বটা পালন করা আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। তাছাড়া খ্রিষ্টসেবিকা সংঘকে যেমন ও বিশপ মণ্ডলকেও তেমনি দু'য়েকটি বিষয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। বয়সে ছোট হওয়ায় সেটা আমার জন্য মনে হচ্ছিল আমরা ধৃষ্টতা। কিন্তু আবারও আমি অবাক হয়েছি তার নম্রতার পরিচয় পেয়ে এবং এমন একটি গুরধবত্বপূর্ণ বিষয়ে একজন কাথলিক মণ্ডলীর বিশপের ওপর এতো আস্থা রাখলেন। কয়েক মাসের মধ্যে দেখলাম উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল হয়ে গেল। বিশপ মণ্ডলের সময় থেকে খ্রিষ্ট-সেবিকা সংঘের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা

হিসেবে কাথলিক মণ্ডলীরই একজন ফাদার নিযুক্ত হয়ে আসছেন।

(ছ) কাথলিক মণ্ডলীর যে-কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, এমন কি শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ করলেও তিনি সর্বদাই উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতেন। খুবই সাধারণের একজন হয়ে তিনি সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা পূর্ণতা ও আনন্দ অনুভব করতাম।

(জ) ঢাকার আর্চবিশপ নিযুক্ত হবার পরপরই তিনি নিজে, আমাকে অবগত না করে, আর্চবিশপ হাউজে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং প্রার্থনা ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হয়তো অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয় নি ভেবে আমার ভীষণ লজ্জা বোধ হচ্ছিল; কিন্তু তাঁর বিনয়ী ভাব এতো গভীর যে, তিনি ঐ প্রসঙ্গটি কোনভাবেই তুলেননি। চলে যাওয়ার সময়ে আমি বললাম দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে তো, তাই আমাদের সাথে চারটা ভাত খেয়ে যান। অমনি তিনি রাজি হয়ে গেলেন ও খাবার ঘরে আমাদের সাথে প্রবেশ করলেন।

(ঝ) আন্তঃমাণ্ডলিক সংগঠনসমূহে ও সভা-সমাবেশে তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে দেখেছি, সততা, স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন, খ্রিষ্টীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং প্রাবক্তিক ভূমিকায় নিবেদিত প্রাণ। পরিশেষে আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে বলতে হয় যে, শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডল আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে, দেশীয় মণ্ডলীর বাস্তবতায় খ্রিষ্টের ঐক্য প্রচেষ্টায় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপে ও সম্পর্কে একজন গুরু হিসেবে পদ-প্রদর্শন করেছেন। মাণ্ডলিক ঐক্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু তাঁরই কাছ থেকে বাস্তব শিক্ষা ও প্রেরণা পেয়েছি। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীও অনেকভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কেননা তিনি মণ্ডলীর বিভিন্নতার মধ্যে সেতুবন্ধন রূপে খ্রিষ্টীয় ঐক্যের নিদর্শন হয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন সবার জন্য।

পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততা: পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডলের পরিবারের সাথেও আমি বেশ সম্পৃক্ত ছিলাম। একাধিকবার পারিবারিক আহারে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁর সহধর্মিণী, মেয়ে ও ছেলের সাথে বেশ পরিচিত ছিলাম। মৃত্যুর আগে একটি ঘটনা ভীষণভাবে বিশপ মণ্ডলকে কষ্ট দিয়েছে। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি দিনে দুই-তিনবারও ফোন করে আমার সাহায্য চেয়েছেন। হয়তো তাঁর প্রত্যাশা অনুসারে সব সমস্যার সমাধান আমি করতে পারিনি। সেই দিক থেকে ওনার একটা প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবং তৃপ্তির আনন্দ পেয়ে যেতে পারেননি। সেই তৃপ্তি না-পাওয়াটাও আমাকে পীড়া দিয়েছে অনেক।

কষ্টভোগী সেবক বিশপ বি.ডি. মণ্ডল: একজন বিশপের জীবনে যেমন আছে অনেক আনন্দের বিষয়, তেমনি আছে কষ্টের বিষয়। তাঁর সব কষ্টের কথা আমার জানা নেই। তবে আমি যে কষ্টটি জানি তার প্রেক্ষিতে আমি বলছি যে, তিনি একজন কষ্টভোগী সেবক ছিলেন। বিভিন্ন মণ্ডলী ও জাতীয় সংগঠনের মধ্যে বিভাজন, কোন্দল, দলাদলি, নেতৃত্বদানে মিথ্যাচার, মানহানী ও ঔদ্ধত্য, শ্রদ্ধেয় বিশপ মণ্ডলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সবকিছুই তিনি কালের সীমায় ক্ষমা দিয়ে নিরাময় করে গেছেন নিজেকে।

যুববন্ধু বিশপ বি.ডি. মণ্ডল: আমি অত্যন্ত খুশী ছিলাম যে, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে সাঁকো ও এসসিএম কর্তৃক "দীক্ষাবন্ধু" রূপে বিশপ মণ্ডলকে সম্মাননা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে উপলব্ধি হয়েছে যে তিনি মণ্ডলীর যুবাদের কতো ভালবাসতেন, কতো কাছে তাদেরকে রাখতেন এবং তাদেরকে নিয়ে কতো স্বপ্ন দেখতেন। উপরন্তু আন্তঃমাণ্ডলিক সংগঠনের মধ্যে বিশেষ ভাবে ওয়াই.এম.সি.এ এবং ওয়াই.ডব্লিউ.সি.-এর মধ্যে তার অংশগ্রহণ ও অবদান ছিল প্রশংসার যোগ্য।

শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের জীবনাবসান ঃ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই মহান ব্যক্তি, বিশপ বি.ডি. মণ্ডলের প্রয়াণ দিবসে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ জুন, সেন্ট টমাস চার্চে গিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করা এবং সবার সঙ্গে

একত্র হয়ে প্রার্থনা করা। পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ায়, আমার ব্যক্তি জীবনে ও মণ্ডলীতে তাঁর অবদান আরও সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি হয়েছে। সেদিন তাঁর জীবনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমি তাঁ কে সমর্পণ করেছি স্বর্গস্থ পিতার হাতে। চিরকাল তিনি বেঁ চে থাকুন আমাদের মাঝে।

একই বছর ১৬ই আগষ্টে আয়োজিত পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ বি.ডি. মণ্ডল মহোদয়ের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে প্রার্থনা সভায় যোগদানেরও সু যোগ হয়েছিল আমার। আমার নিজের এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর হয়ে স্মরণ করেছি তাঁকে, তাঁর সকল জীবন-সাধনা ও কর্মযজ্ঞ আমাদের স্মৃতিচারণে। তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা গেয়েছি কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে: “আমায় তুমি ডেকেছো প্রভু তোমার কাজে, অন্তর মোর তাই এত গান তাই এত সুর বাজে।

উপসংহার: আমার নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে, আমি পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডলকে যে-ভাবে দেখেছি, যেভাবে পেয়েছি, কর্মকাণ্ডে ও জীবন-সাধনায় যে সাক্ষ্য আমার চোখে দৃশ্যমান হয়েছে তার আলোকে বলতে পারি: পরম শ্রদ্ধেয় বি.ডি. মণ্ডল ছিলেন একজন যীশুর মানুষ এবং তাঁর নিয়োজিত পালক; জনদরদী, বিনম্র ও প্রদীপ্ত সেবক; খ্রিষ্টীয় ঐক্যের সাধক, দিশারী ও গুরধব; মাটির মানুষ হয়ে তিনি পেয়েছেন উচ্চাসন; তিনি ঈশ্বর ভক্ত ও বিনয়ী সেবক; খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন নেতা ও সর্বজনের পালক। আমার প্রার্থনা, প্রভুর মহিমা দিন দিন আরও প্রকাশিত হোক তার জীবন-গল্পে এবং স্বর্গীয় মহিমায় ভূষিত হোক তিনি অনন্তজীবনে।

জানুয়ারি ১, ২০২২
শান্তির পথ : শিক্ষা, শ্রম ও সংলাপ

পহেলা জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. বিশ্বশান্তি দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর শান্তি বার্তায় বলেছেন যে, বিশ্বে যদি স্থায়ীভাবে শান্তি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে শিক্ষা, শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে সংলাপের পথ ধরে চলতে হবে। প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন: “আহা, কত না সুন্দ র পাহাড়-পর্বতের উপরে তারই চরন, যে শান্তি ঘোষণা করে!” (৫২:৭)।

ইস্রায়েল জাতির জন্য শান্তির বার্তাবাহকের আগমন ইতিহাসের ধ্বংস-স্তুপ থেকে উজ্জল ভবিষ্যতের নব সুচনারই ইঙ্গিত বহন করে।

সমন্বিত মানব-উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রচণ্ড শব্দের কারণে মানুষ আর সংলাপের কথা শুনতে পাচ্ছে না; বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল ও পরিবেশের বিপর্যয় মারাত্মক আকার ধারণ করছে; মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বেড়েই চলছে, সর্বজনের উন্নয়নের স্থলে ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন সর্বদাই চলমান থাকছে। ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য দীন-মানু ষের কান্নাকাটি এবং পৃথিবীর আর্তনাদ সর্বদাই শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তিনিটি পথের উল্লেখ করেনঃ
প্রথমটি হচ্ছে *সংলাপ।* এই সংলাপ বিভিন্ন প্রজন্ম অর্থাৎ, পুরাতন ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংলাপ। সংলাপের জন্য প্রথমেই চাই একে অন্যের কথা শোনা, বিভিন্ন মতামত শেয়ার করা, পারস্পরিক সমঝোতায় আসা এবং এক সঙ্গে পথচলা। আন্তঃপ্রাজন্মিক অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন যেখানে নবীনরা প্রবীনদের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং প্রবীনরা নবীনদের কাছ থেকে সমর্থন, ভালবাসা, সৃজনশীলতা এবং কাজে গতিশীলতা লাভ করতে

পারবেন। এই সংলাপটি একদিকে হবে অতীতের স্মৃতি এবং অন্যদিকে ভবিষ্যত-স্বপ্নের মধ্যে সংলাপ।

শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পথ হচ্ছে *শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান*। শিক্ষার জন্য কিছু খরচ করা আসলে ব্যয় করা নয় বরং এটা হচ্ছে বিনিয়োগ, সমন্বিত মানব-উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা। অথচ গোটা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার বাজেট কমানো হচ্ছে আর সমরাস্ত্রের জন্য বাজেট বৃদ্ধিই পাচ্ছে। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান হচ্ছে মিলনাত্মক সমাজ নির্মাণের ভিত্তি যা সমাজে সঞ্চারিত করে আশা, সমৃদ্ধি ও প্রগতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিষ্ঠানের অবহেলার মধ্যে সৃষ্টি করে "যত্নের কৃষ্টি"। বিভিন্ন কৃষ্টি যেমন, লোক-কৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়-কৃষ্টি, যুব-কৃষ্টি, চারধবশৈল্পিক কৃষ্টি, প্রযুক্তিজাত কৃষ্টি, অর্থনৈতিক কৃষ্টি, পরিবার-কৃষ্টি এবং মিডিয়া কৃষ্টি, ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষা যেন একটি সংলাপ সৃষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন "শিক্ষাদর্শন"-এর কৃষ্টি সৃষ্টি করতে হবে যেখানে, পরিবার, ক্ষুদ্রসমাজ, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসমূহ, সরকারসমূহ এবং গোটা মানব-পরিবারের নারী-পুরধবষের পরিপক্ক গঠন অধিকতর গুরধবত্ব লাভ করে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় অপরিহার্য্য পথ হচ্ছে *শ্রম*। শ্রম মানবব্যক্তির প্রকাশ ও তার আপন দান; একই সময়ে শ্রম হচ্ছে আমাদের নিজস্ব কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্ম-বিনিয়োগ ও অপরের জন্য সহযোগিতা। কভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি শ্রম বাজারকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে: বহু অর্থনৈতিক ও উৎপাদনক্ষম কার্যক্রমের বিফলতা, কর্মসংস্থানের অভাব অথবা সাময়িক কর্মসংস্থান, স্বল্প আয়কারী মানুষের অবনমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতি ও লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি, যুবাদের বেকারত্ব বৃদ্ধি তার সংশ্লিষ্ট পার্শ্ব কুপ্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অপ্রতুলতা, শ্রম শঙ্কার ফলে সহিংসতা ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধি, ইত্যাদি।
শ্রম হচ্ছে এমন এক ভিত্তি যার ওপর নির্মিত হয় প্রতিটি সমাজের ন্যায্যতা ও মানব-সংহতি। প্রযুক্তির আধিকতর উন্নয়ন ক'রে মানবশ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা সঠিক পথ হবে না; বরং তাতে মানবতার ক্ষতিসাধন করা হবে। শ্রম মানুষের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, জীবনের বিকাশ সাধন করে, মানব উন্নয়ন ও ব্যক্তির পূর্ণতা দান করে। গণমঙ্গলের লক্ষ্যে এবং সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান এবং শ্রম-পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্প্রতিকালে খুবই জরধবরী।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি যারা বৈশ্বিক মহামারির বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকল প্রতিকুল পরিবেশে সক্রিয় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। সকল রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, যাজক, পালকীয় কর্মী এবং সদিচ্ছাপূর্ণ সকল নারী ও পুরধবষের কাছে তিনি এই আবেদন জানাচ্ছেন: "আসুন আমরা, সাহস ও সৃজনী শক্তি নিয়ে শিক্ষা ও শ্রম ও আন্তঃপ্রজন্মের সাথে সংলাপ বরে একসঙ্গে পথ চলি"।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী, বিশ্ব শান্তি দিবস, ১ জানুয়ারি, ২০২২-এর আলোকে রচিত।